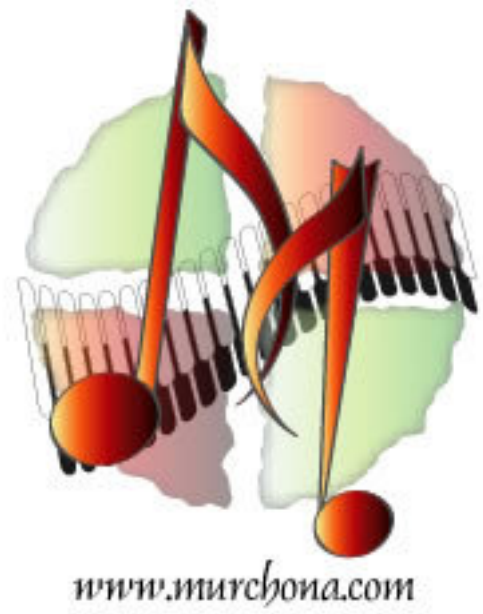

Kaalbela by Somoresh Majumder

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

কালবেলা

সমরেশ মজুমদার

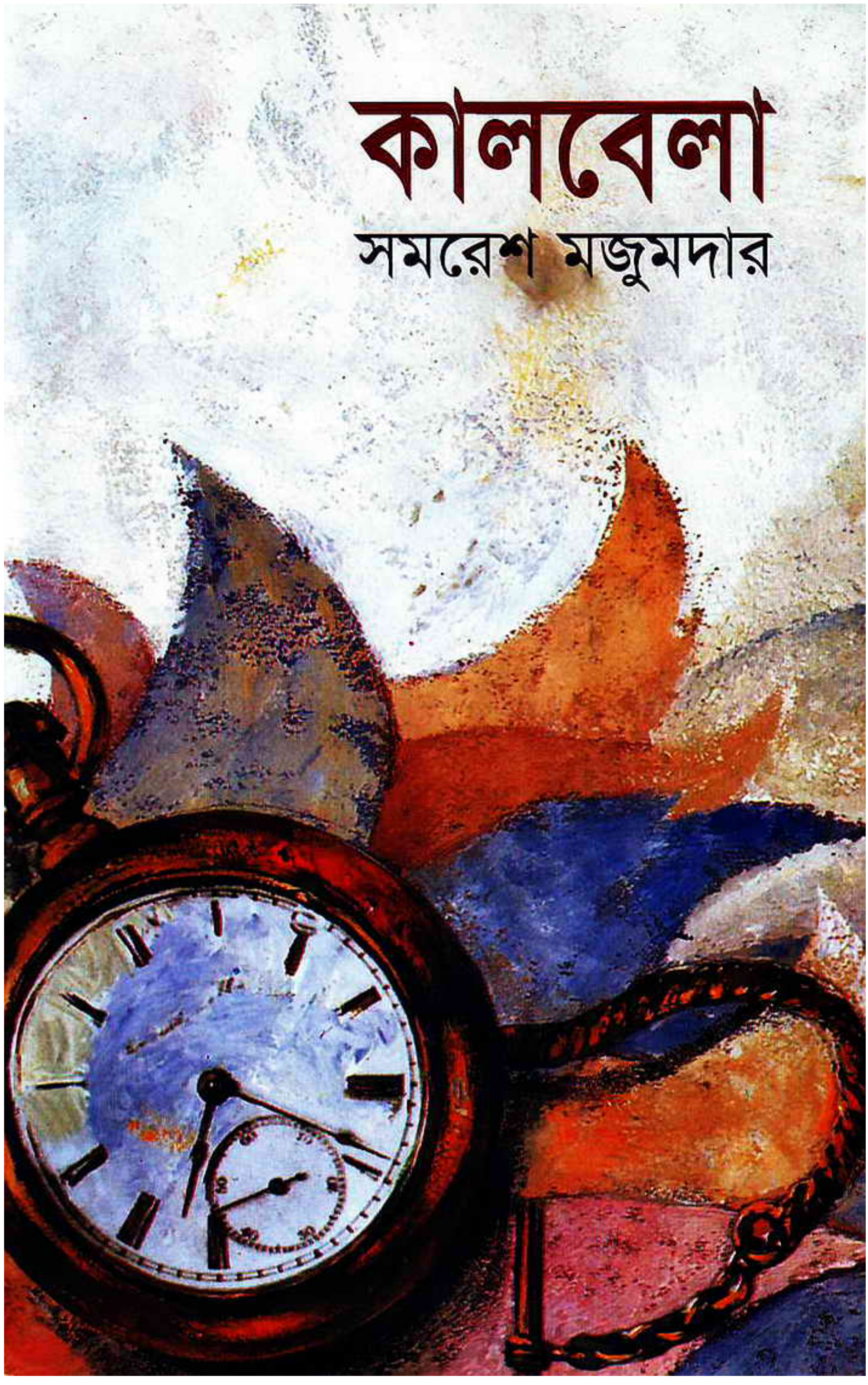

অনিমেষ যখন প্রথম কোলকাতায় পা রেখেছিল তখন রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে, গুলি চলছে। উত্তরবঙ্গ থেকে আসা এই তরুণটি সেদিন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল। তারপর আর পাঁচটা মানুষের মত গা ভাসিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ তার জীবনের মোড় পাল্টালো। ছাত্র-রাজনীতি তাকে নিয়ে গেল জটিল আবর্তে। এই দেশে আর দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দুর্বার বাসনায় বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির পতাকার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মনুষ্যত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধ তাকে সরিয়ে নিয়ে এল উগ্র রাজনীতিতে। সত্তরের সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে দগ্ধ করে সে দেখল, দাহ্যবস্তুর কোন সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নেই। পুলিশের নির্মম অত্যাচারে সে যখন বিকলাঙ্গ তখন বিপ্লবের শরিকরা হয় নিঃশেষ নয় গুছিয়ে নিয়েছে আখের।

অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল মাধবীলতাকে। মাধবীলতা কোন রাজনীতি করেনি কখনো, শুধু তাকে ভালবেসে আলোকস্তম্ভের মত একা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। খরতপ্ত মধ্যাহ্নে যে এক গ্লাস শীতল জলের চেয়ে বেশি কিছু হতে চায় না। বাংলাদেশের এই মেয়ে যে কিনা শুধু ধূপের মত নিজেকে পোড়ায় আগামীকালকে সুন্দর করতে। দেশ গড়ার জন্যে বিপ্লবের নিষ্ফল হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করেছিল বিপ্লবের আর এক নাম মাধবীলতা।

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় এই দুটি চরিত্র লক্ষ পাঠকের ভালবাসা পেয়েছিল। সুস্থ উপন্যাসের সেইখানেই সার্থকতা।

ভরদুপুরে নিজের ছায়া দেখা যায় না। ছায়া যখন দীর্ঘতর হয় তখন তার আদল দেখে কায়াকে অনুমান করাও সহজ কাজ নয়। এই সেদিন যেসব ঘটনা ঘটে গেল এ-দেশে তাই নিয়ে কিছু লিখতে বসার সময় হয়েছে কি না এ সংশয় থাকতেই পারে। সমসাময়িক কিছু নিয়ে লেখার মুশকিল হল আমাদের দেখাটা অন্ধের হস্তিদর্শন হয়ে যায়।

তবু 'উত্তরাধিকার'-এর পর 'কালবেলা' লিখতে বসে আমাকে এই সময়টাকেই বাছতে হয়েছে। আমি যেভাবে দেখতে চেয়েছি তার সঙ্গে অনেকেরই মতে মিলবে না, মিলতে পারে না। ওই সময়টাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম এই দাবি করি না কিন্তু আঁচ গায়ে না লাগুক মনে লেগেছিল। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার সময় আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কেউ কাউকে স্বীকার করতে চায় না। অতএব, আমার বিশ্বাসটাই আমার কাছে সত্য।

'কালবেলা' কি রাজনৈতিক উপন্যাস ? আমি জানি না। কারণ এ ধরনের সাইনবোর্ডে আমি বিশ্বাসী নই। আমরা এক দারুণ অবিশ্বাসের কালে বেঁচে আছি। কেউ যদি বিশ্বাস করে ভুল করেন তবে তিনি কিন্তু আমাদের থেকে প্রাণবন্ত। অনিমেষরা যদি ভুলটা বুঝতে পেরে সঠিক পথটাকে খুঁজে পায় তা হলে কিন্তু ভুলটা মূল্যবান হয়ে যাবে।

কিন্তু 'কালবেলা' ভালবাসার উপন্যাস। দেশ, মানুষ এবং নিজেকে। কারণ নিজেকে যে ভালবাসতে পারে না সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না।

উপন্যাসটি লেখার সময় আমি অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'দেশ' পত্রিকার অজস্র পাঠক-পাঠিকা যেভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাতে আমি ধন্য।

উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁকেই মানায়। আমার বন্ধু কল্যাণ সর্বাধিকারী প্রতিনিয়ত যে উপদেশ দিয়ে গেছেন তা স্মরণ থাকবে।

শেষ কথা, এই উপন্যাসে সময়টাকেই ধরতে চেয়েছি, কোনও মানুষ কিংবা ঘটনার সরাসরি ছবি তুলতে চাইনি।

সমরেশ মজুমদার

www.MurchOna.com

'একটু আগে মেয়েদের কথা বলছিলেন না, ভালবাসার চেয়ে বড় মরণ তাদের আর কিছুতেই নেই, কিন্তু এখন দেখছি কোনও কোনও ছেলেও—'

মাংসপিণ্ড বিকৃত হয়ে সারা মুখে ছড়ানো, তবু শীলা সেনের লজ্জা অনিমেষের চোখ এড়াল না। নিচু গলায় বললেন, 'তাই তো মরণে এত সুখ অনিমেষ।'

পঁয়ত্রিশ

দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেছিল অনিমেষ। মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়েছিল গাড়ি। বেশির ভাগ কামরায় জানলা দরজা বন্ধ। এই লাইনে যারা যায় আসে তারা এই স্টেশনটি সম্পর্কে একটু আতঙ্কগ্রস্ত। ছিনতাইকারিরা নাকি লাইন দিয়ে প্লাটফর্মের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ট্রেন ছাড়লেই ঘড়ি-টড়ি টেনে নেয়। কিন্তু অনিমেষ তাদের কাউকে দেখতে পায়নি। বরং কামরার দরজা খোলা না পেয়ে তার উঠতে কষ্ট হয়েছিল। একটু ছুটোছুটি করার পর সামনে যে দরজা পেয়েছিল তাতেই উঠে পড়েছিল সে। চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরোতে ঘুরোতে মাধবীলতা অনেক দূরের মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

বালি-ব্রিজের ওপর ট্রেনটা আসামাত্র গুম গুম শব্দ উঠল। ততক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে অনিমেষ। ভারী ব্যাগটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বুঝতে পারল খুব ভুল হয়ে গেছে। এটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা নয়। মিলিটারির জন্য সংরক্ষিত যে কয়েকটা বগি প্রতি ট্রেনে থাকে এটি তার একটি। কামরাটা ফাঁকা। মাত্র জনা পাঁচেক পুরো দস্তর ইউনিফর্ম পরা মিলিটারি শুয়ে বসে তাকে দেখছে। মিলিটারিদের কামরায় সাধারণ মানুষ ওঠে না, ভয়েই ওঠে না। বেআইনি তো বটেই, তা ছাড়া অন্য একটা ভয়ও কাজ করে। কিন্তু এখন ট্রেন পূর্ণ গতিতে চলেছে, সেই বর্ধমানের আগে কোনও বিরতি নেই। সারারাত গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে থেকে ধরা পড়তে হল— অনিমেষের পেটের ভেতর চিনচিনে ব্যথাটা শুরু হয়ে গেল।

পাঁচজনই তার দিকে তাকিয়ে, সতর্কতা মেশানো কৌতূহল চোখগুলোতে। অনিমেষ হাত জোড় করে নমস্কার জানাল, 'মাফ করবেন, আমি বুঝতে পারিনি এটা জেনারেল কম্পার্টমেন্ট নয়। ওদের মধ্যে যার কাঁধে ফিতে আঁটা সে উঠে বসল, 'হিন্দিমে বলিয়ে।'

'ম্যায় হিন্দি আচ্ছা নেহি বলনে সেকতা—।'

'কোই ফিকির নেহি, ট্রাই করো।'

'ইয়ে মিলিটারিকে কম্পার্টমেন্ট হ্যায় হাম নেহি জানতা থা। আপরোক মুঝে মাফি কি দিজিয়ে, নেক্সট স্টেশন মে উতার যাউঙ্গা।'

'লুক বিফোর ইউ লিপ। দেখনা চাহিয়ে থা।'

'আই অ্যাম সরি।'

'কাঁহা যানা হ্যায়?'

'শিলিগুড়ি।'

'টিকেট লে লিয়া ক্যা?'

অনিমেষ পকেট থেকে টিকিটটা বের করে দেখাল।

'হোয়াটস ইয়োর প্রফেসন?'

'স্টুডেন্ট।'

'তো ঠিক হ্যায়, বৈঠ যাইয়ে।' হাত বাড়িয়ে পাশের খালি জায়গা দেখিয়ে দিল লোকটা। এতটা আশা করেনি অনিমেষ। বিরাট মোচওয়ালা লোকটিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে সিটের ওপর ব্যাগটা রেখে সন্তর্পণে বসল সে। ট্রেন হু-হু করে ছুটছে। অনিমেষ দেখল সব ক'টি চোখ তাকে লক্ষ করছে।

'ক্যা পড়তা হ্যায় আপ?'

'এম. এ।'

'শাবাশ। বহুৎ পড়িলিখি আদমি হ্যায় আপ। ম্যায় তো কলেজকা শকল নেহি দেখা। ম্যায় ত্রিলোক সিং, আপকি শুভ নাম?'

'অনিমেষ মিত্র।'

www.MurchOna.com

সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল লোকটা। শক্ত হাতগুলো এগিয়ে এল হাত মেলাতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আড়ষ্টতা কেটে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিমেষ বুঝতে পারল লোকগুলো খুব হাসিখুশি, গল্প করতে ওস্তাদ। ভারতীয় সামরিক বিভাগে এরা নিচু তলায় কাজ করে। কিন্তু কোনওরকম কম্‌প্লেক্স নেই। আমি একজন জোয়ান, দেশরক্ষা আমার কর্তব্য এই বোধ প্রত্যেকের। এতদিন এইসব কথা শেখানো বুলির মতো মনে হত অনিমেষের, কেউ বললে হাসি পেত। কিন্তু এখন এই বিশ্বাসী মুখগুলোর মুখে ওইসব কথা শুনে সে কোনও অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পেল না।

ত্রিলোক সিংকে জিজ্ঞাসা করল অনিমেষ, 'আপনার দেশ পঞ্জাবে ?'

'নেহি জি। হরিয়ানায়। গাঁওকা আদমি হাম।'

'কতদিন চাকরি করছেন ?'

'বিশ সাল হয়ে গেল।'

'আপনাদের গ্রামের অবস্থা কেমন ?'

'গ্রামের অবস্থা যেমন হয়, ভাল। আমরা তিন ভাই। আমি মিলিটারিতে, আর একজন দিল্লিতে ট্যাক্সি চালায় আর বড় ভাই খেতির কাজ করে। আমাদের গ্রামের প্রতিটি বাড়ির একজন ইন্ডিয়ান আর্মিতে কাজ করে।'

'আপনি বিয়ে থা করেছেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে কামরায় হাসির রোল উঠল। প্রতিটি মুখের দাঁত দেখা যাচ্ছে। ত্রিলোক সিং-এর পাশের লোকটি বলল, 'আরে শাদির কথা কী বলছ, ওর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই নিয়েই তো আমাদের সমস্যা।'

অনিমেষ অবাক হল। এই লোকটির স্বাস্থ্য দেখে বয়স মাপা মুশকিল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ভাবা যায় না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সমস্যা কেন ?'

লোকগুলো আবার এক চোট হেসে নিল। ত্রিলোক সিং হাসছে না কিন্তু ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আপত্তিতে।

'সমস্যা নয়! ওর মেয়ের বয়স পনেরো, জামাইয়ের সাতাশ। এদিকে ওর জরুর বয়স মাত্র উনত্রিশ। জামাই চায় শাশুড়ি মাঝে মধ্যে তার বাড়িতে গিয়ে থাকুক। সেটা কি সম্ভব ?'

ত্রিলোক সিং হাত পা নেড়ে বলল, 'এ সব কথা শুনবে না। বহৎ বুরা বাত। আমার জামাই মাটির মানুষ। ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু গ্রামে নিজেই ট্রাকটর চালায়। আমার বউকে মায়ের মতো সম্মান দেয়।'

'ইয়ে কেতাব কি বাত হ্যায়। আমরা দশমাস বাড়ির বাইরে থাকি। আমাদের বউরা কে কী করছে জানতে পারব ? আর উনত্রিশ বছরের শাশুড়ি আর সাতাশ বছরের জামাই—কম্বিনেশনটা খুব খারাপ।'

লোকটা কথা শেষ করতে না করতেই ত্রিলোক সিং হাত তুলে তেড়ে গেল তার দিকে। আর সবাই হইচই করে ওদের ছাড়িয়ে দিতে দেখা গেল ব্যাপারটা যে স্রেফ মজা তা ত্রিলোকও জানে। বেশ খুশ মেজাজে সে ফিরে এসে বসল। বসে বলল, 'বাংগালকা ইয়ে কানুন আচ্ছা নেহি হ্যায়।'

'কী ব্যাপারে ?'

'এই যে তোমরা ত্রিশ চল্লিশ সাল তক বিয়ে করো না, মেয়েরা ত্রিশ সাল হলেও একা একা ঘুরে বেড়ায়। খুব খারাপ। আরে যৌবন তো আসে পনেরো বছর বয়সে। পনেরো থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যদি তাকে এনজয় না করলে তো তার এসে কী লাভ। পাকা কলা খেতে ভাল লাগে, কিন্তু হেজে গেলে কি আর স্বাদ পাওয়া যায় ?'

'বিয়ে করবে কী করে ? খাওয়াবে কী ?'

'পরিশ্রম করো। রোজগার করো।'

'এ দেশে পরিশ্রম করলেই ভাল রোজগার করা যায় না।'

'কেন ? আমরা পারি তোমরা পারবে না কেন ? এই দ্যাখো, আমার বড় ভাই চাষবাস দেখে। তা থেকে যে ফসল আসে তাতে সারা বছরের খাওয়া হয়ে যায়। আমার টাকা আর ভাইয়ের টাকায় অন্যসব খরচ মিটে যায়। আরে বড়লোক হবার কী দরকার, ভালভাবে দিন কাটাতে পারলেই তো হল।'

'তোমাদের কোনও সমস্যা নেই ?'

'কী সমস্যা ?'

www.MurchOna.com

'জোতদারদের অত্যাচার, পলিটিক্যাল পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা, যা আয় তার থেকে ব্যয় বেশি, চারধারে ধান্দাবাজ লোক অথচ কিছু করা যাচ্ছে না—এ সব সমস্যা নেই।'

ত্রিলোক সিং একটু ভাবল। তারপর বলল, 'এ সমস্যা তো সব জায়গায়। কিন্তু সমস্যা আছে বলে তোমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকো তা হলে দোষ তোমাদের। বাঙালিরা কাম করে না শুধু বাত করে। অথচ আমি সুভাষ বোসের নাম জানি, তিনি হিন্দুস্থানের শের ছিলেন। আমার ঠাকুরদা তাঁকে দেখেছেন। তিনি কী করে সারা দুনিয়ার সম্মান পেলেন?'

'দ্যাখো, বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার পর দশ ভবল হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে জলের মতো লোক এসেছে। চাষের জমি সব জোতদার বড়লোকের হাতে। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে যে টাকা পাবে তাতে তার একারই পেট ভরে না। এখানে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আরামে থাকে। সরকার তাদের মদত দেয়। মানুষের সামনে যখন কোনও রাস্তা থাকে না তখনই সে দিশেহারা হয়। তোমরা জানো না তাই এ কথা বলছ।'

ত্রিলোক সিং কিন্তু অনিমেষের কথা মানতে চাইল না। অনিমেষ লক্ষ করল দেশের সরকারের বিরুদ্ধে এই লোকটির কোনও বিরূপ মনোভাব নেই। ওর মনে পড়ল কোথায় যেন পড়েছিল, ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে সব মানুষ বিতাড়িত হয়ে এ দেশে এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছেন। ক্ষতিপূরণ, কম মূল্যে জমি পেয়ে তাঁরা এ দেশে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির অণুমাত্র পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়নি। পঞ্জাব-হরিয়ানায় চাষবাসের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে সরকারের সরাসরি চেষ্টার ফলে। যা এ প্রান্তের মানুষ ভাবতে পারে না। ভারতীয় সামরিক বিভাগে শিখ রেজিমেন্ট আছে কিন্তু বেঙ্গলি রেজিমেন্ট রাখা হয়নি। তাই ত্রিলোক সিং এ দেশের সমস্যা বুঝতে পারবে না। অথচ আশ্চর্য, আমরা একই দেশের অধিবাসী। বিপ্লবের চিন্তা করলে এদের নিশ্চয়ই বাদ দিয়ে ভাবা যাবে না।

হঠাৎ অনিমেষের মনে হল ত্রিলোক সিং এবং তার সঙ্গীরা রাজনীতির ব্যাপারটা এড়িয়ে কথা বলছে। এ ব্যাপারে তাদের একটা সতর্ক মনোভাব আছে। ভারতীয় সামরিক বিভাগের চাকরির প্রধান শর্ত হল কোনওরকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না, রাজনৈতিক বিষয়ে প্রকাশে মতামত ব্যক্ত করাও অপরাধ। অতএব এরা এ বিষয় সযত্নে পরিহার করবেই। এবং অনিমেষ যদি এ সব কথা বেশি বলতে থাকে তা হলে হয়তো তাদের অভদ্র ব্যবহার করতে বাধবে না।

বর্ধমান স্টেশনে গাড়ি থামলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। বাইরে যাত্রীরা ট্রেনে ওঠার জন্য ছুটোছুটি করছে। দু' তিনজন এই কামরার দরজায় এসে উঁকি মেরেই ভয়ে সরে যাচ্ছে। এ দেশে এখনও মিলিটারিদের সম্পর্কে প্রচুর ভীতি ছড়িয়ে আছে। অনিমেষ ব্যাগে হাত দিতেই ওরা হাঁ হাঁ করে উঠল, 'আরে যাচ্ছ কোথায়?'

'এটা তোমাদের কামরা, আমি বর্ধমান নেবে যাব বলেছিলাম!'

'তা বলেছিলে, তুমি যাবে কোথায়?'

'শিলিগুড়িতে।'

'তা হলে এখানে নামছ কেন? বসো। এখন তুমি আমাদের বন্ধু হয়ে গেছ। এখানেই আরাম করো।'

অনিমেষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাইরে যা ভিড় তাতে অন্য কামরায় কী রকম জায়গা পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া এই মিলিটারি কামরায় সে স্বর্গের চেয়েও নিরাপদ। কোনও পুলিশের অনুচর যদি এই ট্রেনে থাকে তা হলে সে ভুলেও সন্দেহ করবে না একজন 'উগ্রপন্থী' মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে। দুপুরের খাওয়াটা ওরাই জোর করে খাওয়াল। রুটি আর সবজি। লোকগুলো ওই সামান্য খাবার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে খেয়ে নিল তৃপ্ত মুখে। অনিমেষ মন খুলে খেতে পারল না, এ ধরনের রান্নায় সে অভ্যস্ত নয়। বাস্তবিক, এরা যে এত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে তা সামনাসামনি না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। আমাদের বাঙালি বাড়িতে এই খাবার পরিবেশিত হলে বাড়ির সবাই বিদ্রোহ করত। অথচ এরা, 'আওজি, খানা খা লেও' বলে এমন ভাব করছিল যেন বিয়ে বাড়ির ভোজ খেতে ডাকছে।

জানলায় বসে দুপুরের বর্ধমান জেলা দেখতে লাগল অনিমেষ। গুসকরা, বোলপুর—। বোলপুরে সামনের মাসে আসতে হবে। মাটির রং পালটে যাচ্ছে। বর্ধমান থেকে বীরভূম। সামনের

www.MurchOna.com

মাসে মাধবীলতা এখানে আসবে। বোলপুরে নয়, ও আসবে বর্ধমান স্টেশনে, এসে অনিমেষের জন্য অপেক্ষা করবে। অনিমেষ বোলপুরে না নেমে একটু এগিয়ে বর্ধমানে এসে ওর সঙ্গে দেখা করবে।

গতরাতে একটুও ঘুম হয়নি অনিমেষের। শীলা সেনের বাইরের ঘরে ওর বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল। রাত্রের খাওয়া খেয়েছিল শীলা সেনের সঙ্গেই। একটা রাত ওই বাড়িতে সে থাকল কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। খাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার সময় মাঝের ঘরে লোকটাকে দেখেছিল সে। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন চোখে হাত চাপা দিয়ে। অনিমেষ যে এসেছে, এতক্ষণ তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে এবং রাত্রে ওই বাড়িতেই থাকছে—এ সব ব্যাপারে সামান্য আগ্রহ দেখাননি তিনি। অনিমেষের মনে হয়েছিল একটা পাথরের পুতুলকে ইজিচেয়ারে শুইয়ে রাখা হয়েছে। অথচ ওই পুতুলটাই শীলা সেনের শরীরে অ্যাসিড ঢেলেছে—ভাবলেই শরীর গরম হয়ে যায়। শরীর বেচে পয়সা আনতে পাঠানো যায় কিন্তু কোথাও যদি বিনামূল্যে মন দিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আর সহ্য করা যাবে না। লোকটাকে যদি বেধড়ক পেটাতে পারত তা হলে অনিমেষ খুশি হত।

অপরিচিত বিছানা, সারাদিনের উত্তেজনা ও অস্বস্তিতে ক্লান্ত শরীরে ঘুম আসছিল না। সারারাত এ পাশ ও পাশ করেছিল অনিমেষ। মধ্যরাতে কোথাও শব্দ হলে চমকে উঠেছে। বাল্যকালে ছোটকাকার সন্ধানে গভীর রাতে পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সেই দৃশ্যটা বার বার চোখের ওপর ভাসছিল।

শেষরাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিমেষ খেয়াল নেই। চোখ মেলে দেখল সামনে মাধবীলতা। মাধবীলতা? চমকটা এতখানি যে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। মাধবীলতা হাসল, 'কেমন আছ?'

তড়াক করে উঠে বসল অনিমেষ। দরজা ভেজানো। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসে মাধবীলতা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে জানলা দেখল সে। এখনও রোদ ওঠেনি। কলকাতার ভোর ভীষণ আদুরে, এখনও সে আদর সারা আকাশে মাখানো।

'কখন এলে?'

'মিনিট দশেক।'

'ক'টা বাজে?'

'ছ'টা।'

'কে দরজা খুলল?'

'বাঃ, তুমি একদম কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছিলে। বেশ কয়েকবার শব্দ করার পর একজন খুব রোগা ভদ্রলোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই? আমি তোমার নাম বলতে তিনি তোমাকে দেখিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সেই থেকে এখানে বসে আছি। এ ঘরে আছ অথচ তুমি শুনতে পেলে না, অন্য লোক দরজা খুলল!'

অনিমেষ লজ্জিত মুখে বলল, 'শেষরাতে হঠাৎ ঘুমটা এল—কিন্তু তুমি এই ভোরে এলে কী করে এখানে?'

'পায়ে হেঁটে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।'

অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কোথাও মালিন্য নেই, সামান্য ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ওর পায়ের কাছে একটা সুন্দর ব্যাগ, ব্যাগটা ভারী। ওটা কী—ইঙ্গিত করল অনিমেষ।

'তোমার জিনিসপত্র আছে, ব্যাগটা অবশ্য আমার। তোমার ট্রাঙ্ক নিয়ে তো আর হাঁটা যাবে না। সেগুলো আমার কাছে রইল। কাজ চালানোর মতো জিনিসপত্র এটায় দিয়েছি।'

'তোমার কাছে ওরা গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কাল রাত্রে সব জিনিসপত্র আমাকে দিয়ে এসেছে।'

'আমাকে আজই চলে যেতে হবে শিলিগুড়িতে।'

'জানি। কিন্তু এই বাড়িটা কার?'

'আমার পরিচিত এক মহিলার। তোমাকে কখনও বলিনি বোধহয়। এখন অ্যাসিডে পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছেন, অথচ এককালে বেশ সুন্দরী ছিলেন।' কী পরিস্থিতিতে তাকে এখানে আসতে হয়েছিল অনিমেষ সংক্ষেপে মাধবীলতাকে বলল। কাল রাতে শীলা সেন তার সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছেন এতটা সে আশা করেনি। মাধবীলতা গালে হাত দিয়ে এ সব কথা শুনছিল। অনিমেষ চুপ করলে

www.MurchOna.com

বলল, 'কাল তুমি ফোন করলে যখন তখন আমি ভাবতেই পারিনি এতসব কাণ্ড হয়ে গেছে। তোমার টেলিফোন নামিয়ে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান এসে জিনিসপত্র দিয়ে গেল। সঙ্গে একটা চিঠি।'

'চিঠি ? কার চিঠি ?'

'ঠিক চিঠি নয়, জাস্ট একটা ইনফরমেশন। শিলিগুড়ির স্টেশন পাড়ায় ঢুকে অনন্ত ভাণ্ডারের উলটো দিকে বারীন সরকারের সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলা হয়েছে।'

'দেখি কাগজটা ?'

'আমি পুড়িয়ে ফেলেছি ?'

'কেন ?'

'বাঃ, এ সব প্রমাণ কাগজে কলমে থাকা কি ভাল ?'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এমন শ্রীময়ী মুখ আজ অবধি তার চোখে পড়েনি। এ মেয়ে ইচ্ছে করলেই স্থায়ী নিরাপদ তকমাওয়ালা স্বামীর স্ত্রী হতে পারত। অথচ—! অনিমেষের নিশ্বাস ভারী বোধ হল। নিজেকে মাঝে মাঝে এমন অপরাধী মনে হয়। ভালবেসে মেয়েরাই এমন করে বৈরাগী হতে পারে। ওর খুব ইচ্ছে করছিল দুই হাতে মাধবীলতার মুখ স্পর্শ করতে, হাতের বৃত্তে ওই শক্তিকে আস্বাদ করতে। নিজেকে সংযত করল অনিমেষ। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে তো আবার স্কুলে যেতে হবে।'

'আজ যাব না।'

'কেন ?'

'গিয়ে পড়াতে পারব না বলে।'

অনিমেষ আবার হোঁচট খেল। সেই সময় পায়ের শব্দ হতে সে যেন একটু স্বস্তি পেল। হাত পায়ে রাস্তা মেপে শীলা সেন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। অনিমেষ উঠে দাঁড়াল, 'আরে আসুন আসুন। আপনি আবার কত কষ্ট করে এতদূর এলেন কেন ? আমরাই যেতাম।'

'কেন! আমি তো ভাই নিজেই সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। তোমার বন্ধু এসে গেছে শুনলাম—।' শিলা সেনের সমস্ত শরীর আলখাল্লা জাতীয় পোশাকে ঢাকা, মাথায় কালো রুমাল, চোখে রঙিন চশমা। তবু এই সকালেই তাঁকে দেখে সহ্য করা মুশকিল।

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ। মাধবীলতা ওর নাম, আর ইনি শীলা সেন।'

শীলা সেন বললেন, 'বাঃ, বেশ সেকেলে নাম তো, মাধবীলতা। শুনলেই মনে হয় খুব শান্ত। তুমি খুব সুন্দর দেখতে, তাই না ?'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতা হাসি চাপছে ঠোঁট বুজে। সে বলল, 'দারুণ সুন্দর দেখতে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মাধবীলতা প্রতিবাদ করল, 'যাঃ, একদম বিশ্বাস করবেন না। আমি মোটেই সুন্দরী নই।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি বসুন।'

মাধবীলতা এগিয়ে গিয়ে ওঁর হাত ধরে সোফার ওপর এনে বসাল। অনিমেষ দেখল মাধবীলতা স্বচ্ছন্দে শীলা সেনের পাশে গিয়ে বসেছে। ওঁর বিকৃত চেহারার জন্য মাধবীলতার কোনও মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। শীলা সেন বললেন, 'তুমি বাথরুমে যাবে তো অনিমেষ ? তা হলে ভেতরের ঘরে গিয়ে ডান হাতে বাথরুমের দরজা পাবে।'

অনিমেষের প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে টুথব্রাশ পেস্ট নেই কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল হল মাধবীলতা ব্যাগ নিয়ে এসেছে। সে এগিয়ে এসে ব্যাগটা তুলতে যেতে মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী খুঁজছ ?'

'ব্রাশ, পেস্ট!'

'সামনের খাপে আছে।'

শীলা সেন বললেন, 'এই না, ওগুলো তোমার খাপেই থাক। আমি তোমার জন্যে নতুন ব্রাশ বাথরুমে বের করে দিয়েছি, পেস্ট তোয়ালে ওখানে পাবে। তোমার জিনিস কিছুই বের করতে হবে না।'

অনিমেষ বলল, 'সে কী! আমারটা যখন পেয়ে গেছি তখন খামোকা একটা নতুন ব্রাশ নষ্ট করার কী দরকার!'

শীলা সেন বললেন, 'তা তো বলবেই ভাই। এখন নিজের জিনিস পেয়ে গেছ এখন আর আমাতে মন উঠবে কেন!' ইঙ্গিতটা এমন সরাসরি যে মাধবীলতা মুখ ঘোরাল এবং অনিমেষের মুখে

www.MurchOna.com

আচমকা রক্ত জমল। একটু সময় দিলেন শীলা সেন। এখন তাঁর গলার স্বর অন্য রকম লাগছিল, 'নষ্ট হবে কেন বলছ! ব্রাশটা না হয় আমি তুলে রাখব, ভাবব কখনও যদি আবার এখানে আসো তখন তুমি ব্যবহার করবে। আমার ভাই-এর একটা স্মৃতি না হয় থাকল।'

ওই মুহূর্তে প্রায়-অন্ধ এই মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি অনিমেষের আর ছিল না। সে দ্রুত ভেতরের ঘরে চলে এল। ডান দিকের দরজাটা বন্ধ। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বাঁ দিকের ইজিচেয়ার শূন্য, একটা খাট রয়েছে একপাশে, সেটাও খালি। অর্থাৎ মিঃ সেন এখন বাথরুমে ঢুকেছেন। লোকটা অদ্ভুত, কেমন কেঁচোর মতো রয়েছে বাড়িতে। গতরাত থেকে ওঁর অস্তিত্ব একবারের জন্যও টের পায়নি অনিমেষ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ফিরে আসছিল অনিমেষ, এমন সময় দরজাটা খুলল। লিকলিকে রোগা শরীরে একটা ধুতি লুঙ্গির মতো জড়ানো, হাতে কিছু ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে মাথা নিচু করে বের হলেন ভদ্রলোক। অনিমেষের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন। অনিমেষ চুপচাপ বাথরুমে ঢুকে গেল। তার সঙ্গে কথা না বললে সে নিজে থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবে না। এক চৌবাচ্চা জল দেখে স্নান করার ইচ্ছা হল ওর। আজ সারাদিন আর স্নান করার সুযোগ নাও জুটতে পারে। এখন জলে একটু হিমভাব কিন্তু কলকাতার নভেম্বর মাসে শীতের কোনও অস্তিত্ব নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে স্নান করে বেরিয়ে আসবার সময় নজরে পড়ল জল যাওয়ার ঝাঁঝরির কাছে কিছু একটা পড়ে আছে। কৌতূহলে ঝুঁকে দেখল একটা সোনার তাগা সেখানে কাত হয়ে পড়ে আছে। একটা খাঁজে লেগে থাকায় ওটা নর্দমার ভেতর চলে যায়নি। অনিমেষ হাতে তুলে নিয়ে দেখল তাগার ভেতরটা ফাঁপা কিন্তু জিনিসটা যে সোনার তাতে সন্দেহ নেই। পেছন দিকে সুন্দর অক্ষরে লেখা আছে বিশ্বনাথ সেন। শীলা সেনের স্বামীর হাত থেকে পড়েছে এটা? অনিমেষের একবার ইচ্ছে হল ওটাকে নর্দমাতেই ফেলে দেয়। শরীর রোগমুক্ত করার জন্য এর মাধ্যমে দৈবের উপর নির্ভর করার কোনও প্রয়োজন নেই ভদ্রলোকের। যে মানুষ অমন অপরাধ করেছে তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। শেষ পর্যন্ত ওটাকে পকেটে রেখে বেরিয়ে এল অনিমেষ। বেরিয়েই দেখল কেঁচোর মতো লোকটা অধীর আগ্রহে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। সে বেরনো মাত্র ছুটে গেল ভেতরে। অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল। লোকটা পাগলের মতো বাথরুম হাতড়াচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে ডাকল, 'এই যে, শুনুন।'

সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে গেল লোকটা। ভয়ে ভয়ে তাকাল অনিমেষের দিকে। পকেট থেকে তাগাটা বের করে মুখের সামনে ঝুলিয়ে ধরল সে। প্রায় বুলেটের মতো ছুটে এল লোকটা, এসে ছোঁ মেরে তাগাটা নিয়ে চলে গেল পাশের দরজা দিয়ে। নেবার মুহূর্তে কী বীভৎস হয়ে গিয়েছিল মুখটা, একটা ঘা খাওয়া শঙ্খচূড়ের মতো মনে হয়েছিল অনিমেষের। এই মুখ যে কোনও পাপকর্ম অবলীলায় করে যেতে পারে, অথচ বাথরুম থেকে যখন প্রথম বের হলেন ভদ্রলোক তখন কত নিরীহ দেখাচ্ছিল। খুব অস্বস্তি নিয়ে বাইরের ঘরে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল শীলা সেনের সঙ্গে মাধবীলতার ভাব হয়ে গেছে।

সামনের টেবিলে চা টিকোজিতে ঢাকা। মাখন লাগানো রুটিতে মাধবীলতা চিনি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। শীলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি একেবারে স্নান করে এলে?'

'হ্যাঁ। আবার সুযোগ পাব কিনা জানি না।'

'কখন ট্রেন তোমার?'

'নটা পঁয়ত্রিশ।'

'সকালে?'

'হ্যাঁ।'

চায়ের কাপ এগিয়ে দিল মাধবীলতা। শীলা সেনের হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত।'

শীলা সেন বললে, 'সেকী, এখন তো সাতটাও বাজেনি।'

'আমার মনে হয় দক্ষিণেশ্বর থেকে ট্রেনে ওঠা উচিত। শিয়ালদা স্টেশন নিরাপদ নাও হতে পারে।'

তাই ঠিক হল। এখন সকাল। ওরা এখান থেকে বেরিয়ে চৌত্রিশ নম্বর বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর চলে যাবে। সেখান থেকে ট্রেন উঠবে অনিমেষ। হাতে যথেষ্ট সময় আছে, তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।

বিদায় নেবার সময় শীলা সেন কোনও কথা বলতে পারলেন না। শুধু মাধবীলতার হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ফিসফিস করে বললেন, 'সাবধানে থেকো। ওর জন্যে তোমার সাবধানে থাকা দরকার।'

www.MurchOna.com

এই একটি কথা ভীষণ ভার হয়ে দাঁড়াল। ওরা নীরবে হেঁটে এল বিবেকানন্দ রোড অবধি। অনিমেষ সতর্ক ছিল। কোনও সন্দেহজনক মানুষকে চোখে পড়ল না। বড় রাস্তায় এসেই একটা খালি ট্যাক্সি ধরল মাধবীলতা। অনিমেষ প্রতিবাদ করল, 'সময় আছে, বাসেই যাওয়া যাবে বেশ।'

মাধবীলতা কোনও কথা শুনল না। ট্যাক্সিতে বসে বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছ, একটুখানি সময় অন্তত তোমার পাশে বসি। বাসে তো হাজার লোকের চোখ থাকবে।'

বিবেকানন্দ রোড থেকে দক্ষিণেশ্বর আসতে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এই পথটুকু ওরা একটাও কথা বলেনি। মাধবীলতা ওর পাশে বসে একটা হাত মুঠোয় ধরেছিল চুপচাপ। ট্যাক্সি থেকে নামার আগে অনিমেষ বলেছিল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

মাথা নেড়েছিল মাধবীলতা, না।

ফাঁকা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের প্লাটফর্মে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখনই ঠিক হয়েছিল সামনের মাসে পৌষমেলার দিন বর্ধমান স্টেশনে এই ট্রেনে অনিমেষ ফিরবে। মাধবীলতা সেইমতো অপেক্ষা করবে। সেখান থেকে ওরা একসঙ্গে বোলপুরে যাবে।

ট্রেনে ওঠার আগে টিকিট কেটে প্রায় নিঃসম্বল অনিমেষের পকেটে জোর করে দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছিল মাধবীলতা। বলেছিল, 'আমি চাকরি করছি কার জন্যে, একটুও লজ্জা করবে না। শোনো, গিয়ে চিঠি দিয়ো। তোমার চিঠি না পেলে আমি কিন্তু কলকাতায় থাকতে পারব না। দেখবে, গিয়ে হাজির হব।'

রাজার মতো শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেল অনিমেষ। পাঁচজন সামরিক মানুষ তাকে বন্ধুর মতো আগলে নিয়ে এল। সন্ধেবেলায় শিলিগুড়ির স্টেশন পাড়ায় অনন্ত ভাণ্ডারের সামনের বাড়িটার দরজা খুলে লম্বা চুল, ময়লা পাঞ্জাবি, একটা হাত সামান্য নুলো এক ভদ্রলোক ওকে স্বাগত জানালেন, 'আপনি অনিমেষ মিত্র? আমার নাম বারীন সরকার। ভেতরে আসুন, আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।'

ছত্রিশ

বারীনকে ভাল লাগল অনিমেষের। একটু আত্মভোলা টাইপের, কাজের নেশা মাথায় চাপলে সময়ের ঠিক থাকে না। বিবেকানন্দ মার্কেটে ওঁর একটা ছোট স্টল আছে। স্টলটা শিলিগুড়িতে বেশ বিখ্যাত। এক হাতে সাইনবোর্ড লেখা থেকে শুরু করে লিটল ম্যাগাজিনগুলোর কভার এঁকে যান বারীন ওখানে বসে। পয়সা-কড়ি তেমন পান কিনা সন্দেহ আছে কারণ তাঁর পোশাক যথেষ্ট ময়লা, দাড়ি অবিন্যস্ত এবং সংসারে একমাত্র মা থাকলেও কোনও দামি আসবাব নেই।

কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে পরিচয় হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অনিমেষ তাঁকে পছন্দ করে ফেলল। কোনও রাখ-ঢাক নেই কথাবার্তায়। এমন একটা স্পষ্ট আন্তরিকতা আছে যে, নিজেকে দূরে রাখতে ইচ্ছে করে না। বারীনের মা খুব ঠাণ্ডা মানুষ। বললেন, 'তোমার বোধ হয় খেতে একটু অসুবিধা হবে। আমি মাছ মাংস রাঁধতে পারি না।'

কথাটা শোনামাত্র হেমলতার মুখ মনে পড়ে গেল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট তফাতে হেমলতা এবং সরিৎশেখর রয়েছেন। মাছ মাংস রান্নায় হেমলতারও এখন আপত্তি। বারীনের বাড়িতে অনিমেষের বেশ স্বস্তি হল।

দুপুর পেরিয়ে গেলে অনিমেষ বারীনের সঙ্গে বের হল। পায়জামা পাঞ্জাবি যথেষ্ট ময়লা। কাঁধে ঝোলা, বারীন ওকে রাস্তাঘাট বোঝাচ্ছিলেন। শিলিগুড়িতে আসা যাওয়ার পথে কিছুক্ষণ থেকেছে অনিমেষ, আজ ভাল করে চেয়ে দেখল। বেশ জনবহুল শহর, ব্যবসাপাতির দৌলতে জলপাইগুড়ি থেকে অনেক এগিয়ে আছে। কলকাতার পর এমন বিভিন্ন জাতের মানুষ বোধ হয় বাংলা দেশে আর কোথাও দেখা যাবে না।

সকালে দেখা হওয়ার পর বারীন অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু যে জন্যে অনিমেষ এখানে এসেছে তা নিয়ে কথা তোলেননি। বারীনের বয়স অনুমান করা মুশকিল। যদিও দাড়িতে পাক ধরেছে তবু পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ আজ কথা বলার সময় অনিমেষ জেনেছে বারীন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই। পার্টি যখন বেআইনি ঘোষিত হল তখন পালিয়ে বেড়িয়েছেন অনেককাল। অনিমেষের একবার মনে হয়েছিল

www.MurchOna.com

ছোটকাকা প্রিয়তোষের কথা বারীনকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু একটা কথা ভেবে সে নিজেকে সংযত করল। প্রিয়তোষ আজ যেখানে বিচরণ করছেন তাঁর সঙ্গে বারীনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যখন অনিমেষই নিজের কাকাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না তখন বারীন তো আরও পারবেন না। সে ক্ষেত্রে খামোকা ওঁর কথা তুলে কী লাভ! আজ এই কয়েক ঘণ্টায় বারীনকে দেখে অনিমেষের মনে হয়েছে ভদ্রলোক অত্যন্ত নিরাসক্ত। কোনও ব্যাপারই তাঁকে তেমনভাবে স্পর্শ করে না। কোনও কিছুর বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ অভিযোগ নেই। এরকম নির্লিপ্তির সঙ্গে এর আগে তার পরিচয় হয়নি।

বারীনের স্টলে বসার জায়গা বলতে কয়েকটা মোড়া ছাড়া কিছু নেই। স্টলটা খোলাই ছিল। একটা বাচ্চা ছেলে টিনের পাতে রং বোলাচ্ছিল। বারীনকে দেখে বলল, 'সকাল থেকে তিনজন লোক অনেকবার খুঁজতে এসেছে।'

'কারা ?' দোকানের ভেতরে ব্যাগটাকে রেখে অনিমেষের দিকে একটা মোড়া এগিয়ে দিলেন বারীন।

'নাম জানি না। চেহারা দেখেছি।'

'তারে নামে জানি না শুধু চোখে দেখেছি।' হাসলেন বারীন, 'এখানে যারা আসা-যাওয়া করে তাদের কেউ ?'

'একজনকে দেখেছি এখানে আসতে।'

'যার গরজ আছে সে নিশ্চয়ই আবার আসবে। আসুন, আমরা আরাম করে বসি। এই হল আমার ব্যবসাকেন্দ্র। লোকে অবশ্য একে আড্ডাখানা বলে। তা নিন্দুকেরা তো কত কথাই বলে থাকে।' বারীন একটা মোড়ায় বসে হাসলেন।

অনিমেষ ঢোকার সময় এলাকাটা দেখেছিল। চারধারে বেশ বড়সড় দোকান, জামাকাপড়েরই বেশি। প্রত্যেকের ব্যবসা যে খুব চালু তা বোঝা যায়। এ সবের মধ্যে বারীনের দোকান মূর্তিমান বেখাপ্পা। কিছু সাইনবোর্ড আর টিনের পাত, রঙের সরঞ্জাম চারপাশে ছড়ানো। কুড়িয়ে বাড়িয়ে দুশো টাকারও সম্পত্তি হবে না। ব্যাপারটা অনিমেষ লক্ষ করেছে দেখে বারীন বললেন, 'কী, আমার দোকানের চেহারা দেখা হচ্ছে ? ওটা আমারই মতন, কখন বাজারে অচল আধুলির মতো হাতঘষা খাচ্ছে টের পাওয়া যায়নি। ভাড়া সাকুল্যে পঁচাত্তর। ছেড়ে দিলে দশ বারো হাজার দক্ষিণা পাওয়া যাবে। কিন্তু তা হলে শিলিগুড়ির লেখক শিল্পীদের আড্ডা মারার জায়গা জুটবে না যে। এখানে তো ভাই কফিহাউস নেই।'

'ভাড়া বাকি নেই তো ?' অনিমেষ ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না।

'ছিল। সবাই চাঁদা করে মিটিয়ে দিয়েছে। এটি হল দোকানের কর্মচারী। বিশ টাকা মাইনে নেন, টিকে আছেন কাজ শেখার প্রবল আগ্রহে। শিল্পী হবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা আছে ওর মধ্যে। কানু, দু' কাপ চা খাওয়াবি ?' বারীন পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে ছেলেটির সামনে ধরলেন। অনিমেষ দেখল কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় ছেলেটি একটু বিরক্ত হলেও খুব যত্নে তুলিটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে পয়সাটা তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কাল সকালে সাইনবোর্ডটা ডেলিভারি না দিলে টাকা দেবেন না বলেছে। মনে থাকে যেন!'

'কাল সকাল কেন, আজ বিকেলেই তারা ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারে। তুই তো সব করেই ফেলেছিস।' হাসলেন বারীন। অনিমেষ দেখল টিনের পাতাটায় শুধু একটা রংই পাতলা করে বোলানো হয়েছে, তাতে এখনও কিছু লেখা হয়নি। ছেলেটি বেরিয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিন্তু এখনও আমার সঙ্গে কোনও কথা বলেননি!'

'কী কথা ?' বারীন তাকালেন।

'আমি কী জন্যে এসেছি তা তো আপনি জানেন।'

'হবে'খন। এত ব্যস্ততা কেন ?'

'একটা দিন খামোকা নষ্ট করে লাভ কী ?'

'নষ্ট হল বলে মনে হচ্ছে কেন ? এই যে আমরা পরিচিত হলাম, কথা বলছি, এটাই তো একধরনের লাভ। ওই যে কবিরা এসে গেছে, সময় হলেই আমরা ও ব্যাপারে কথা বলব, কেমন ?'

বিকেলবেলায় অনিমেষের মনে হল সত্যি বারীনের সহ্যশক্তি আছে। যারা একবার আসছে তারা আর নড়ার নাম করছে না। কেউ কবিতা লেখে, কেউ গল্প, কেউ আবার নাটক করে। পৃথিবীর সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা বকবক করে যাচ্ছে সমানে। কোনও বিষয়ে বেশিক্ষণ আটকে থাকছে না তারা এবং এত দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছে যে, আগের বিষয় নিয়ে কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যাচ্ছে

www.MurchOna.com

না। অনিমেষ একটা জিনিস অনুভব করল। এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে এদের জেহাদ প্রচণ্ড। যে সমস্ত লেখক বড় বড় কাগজে লেখেন তাঁরা নাকি ইতিমধ্যে বিক্রিত হয়ে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করা ভুল হবে। বারীন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল এদের কথা। হঠাৎ নরম গলায় শুধোলেন, 'ও সব কাগজে লেখেননি এমন কোনও মহান লেখকের নাম তোমাদের জানা আছে?'

দু' তিনটে নাম বিভিন্ন মুখে উচ্চারিত হল। অনিমেষ এঁদের কোনও লেখা কখনও পড়েনি। বারীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাটা কাটা শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'প্রতিবাদ মানেই অন্ধ হওয়া নয়। বরং উদারতাই আসল ভিত্তি। যে যোগ্য তার স্বীকৃতি দেওয়াই সুস্থতা। তোমরা যাঁদের নাম করলে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা সমরেশ বসুর কাছাকাছি পৌঁছয় না। মনে মানলেও মুখে তোমরা মেনে নিচ্ছ না। ভোঁতা ছুরি দিয়ে কিন্তু আলুও কাটা যায় না। অক্ষমতাই মানুষকে অন্ধ করে।'

রাত দশটা নাগাদ ভিড় কমল। এতক্ষণ অনিমেষ এখানে রয়েছে কিন্তু বারীন কারওর সঙ্গেই ওর আলাপ করিয়ে দেননি যারা এসেছিল তারা তাকে দেখলেও কেউ যেচে কথা বলেনি। ক্রমশ এদের একঘেয়ে কথাবার্তা শুনে অনিমেষের মাথা ধরে গিয়েছিল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়াবার জন্যে সে মার্কেটের বাইরে বড় রাস্তায় এসেছিল। শিলিগুড়িতে এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

এত রাতে রাস্তা ফাঁকা। দোকানপাট সব বন্ধ। মাঝে মাঝে দু-একটা পানের দোকান থেকে আলো আসছে পথে। অনিমেষ বারীনের দোকানে ফিরে এসে দেখল সাইনবোর্ডটায় শেষবার তুলি বোলাচ্ছেন বারীন। ওকে দেখে মুচকি হাসলেন, 'কী, মাথা ধরে গিয়েছিল বুঝি?'

'না, অনেকক্ষণ একভাবে বসেছিলাম, এই একটু —।'

'দেশের যুবশক্তির চেহারা দেখা হল?'

'যুবশক্তি?'

'এই যে নব্য যুবকবৃন্দ আমার এখানে এসেছিলেন তাদের দেখা হল?'

'হুঁ।'

'তোমার খিদে পেয়েছে?'

'খিদে? না।'

'তোমায় তুমি বলে ফেললাম ভাই। তুমিও আমাকে তুমি বোলো।'

'ঠিক আছে।'

কর্মচারী ছেলেটিকে বিদায় করলেন বারীন। এখন মার্কেট চুপচাপ। অনিমেষের খুব ক্লান্তি লাগছিল। সারাটা দিন একদম ফালতু কাটল। বারীনের উদ্দেশ্য কী বুঝতে পারছে না সে। অথচ লোকটি সম্পর্কে তার মোটামুটি শ্রদ্ধাই জাগছে। কথাবার্তা, চালচলন অবশ্যই অনিমেষকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু যে জন্যে সে এসেছে তার কথা ভদ্রলোক একবারও তুলছেন না কেন?'

বারীন এবার দোকান বন্ধ করে ওকে নিয়ে বড় রাস্তায় এলেন। এসে বললেন, 'এগারোটা বাজতে দেরি আছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'এবার খেয়ে নিলে হত।'

'কোথায়?'

'ওই মোড়ের মাথায় একটা পঞ্জাবির দোকান আছে। খুব ভাল তড়কা তৈরি করে। চলো, ওখানেই খেয়ে নিই।'

'আপনি কি রাত্তিরে বাইরে খান?'

'আপনি নয়, তুমি। না না, বাইরে খাব কেন? আজ খাচ্ছি। কারণ বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে বলা যায় না। ততক্ষণ বুড়ি মাকে জাগিয়ে রাখা উচিত হবে না, কী বলো?'

অনিমেষ সম্মতির মাথা নাড়ল। তার মানে আজ রাত্রে বারীন তাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। তবু কিছু কাজ করা যাবে ভেবে এতক্ষণে ভাল লাগল অনিমেষের। পঞ্জাবির হোটেলে খাওয়া চুকিয়ে সে জোর করে দাম মেটাল। বলল, 'প্রথম দিনটা আমার জন্য বরাদ্দ থাক।'

বারীন বললেন, 'বেশ বুদ্ধিমান ছেলে দেখছি? খুব অল্পেই কাজ সারলে।' তারপর হোটেলের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, এবার উঠি, আর মিনিট পাঁচেক আছে এগারোটা বাজতে। নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বারীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গরম জামা কাপড় কিছু আনোনি সঙ্গে?'

'এনেছি, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে বের হইনি।'

www.MurchOna.com

'আনা উচিত ছিল। শিলিগুড়িতে এই সময় রাত্তিরে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। আর এই একটা জিনিস কোনও রসিকতা বোঝে না। যা হোক, আমার ঝুলিতে বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে।' নিজের ব্যাগ থেকে বারীন একটা সোয়েটার আর আলোয়ান বের করলেন। দুটোই খুব সুন্দর অবস্থায় নেই। সোয়েটারের মাঝে মাঝে ছোট ফুটো চোখে পড়ল।

বারীন ওকে জোর করে আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে বলে নিজে সোয়েটারে মাথা গলিয়ে নিলেন। প্রথমে একটু অস্বস্তি হলেও কিছুক্ষণের মধ্যে অনিমেষ বুঝতে পারল বারীন তার উপকারই করেছেন।

এয়ারভিউ হোটেলের সামনে এসে বারীনের চেহারা পালটে গেল। হাবভাবে বেশ সতর্কতা, অনিমেষকে দোকানের আড়ালে দাঁড়াতে বললেন। একটা পুলিশের জিপ দ্রুত চলে গেল শহরের দিকে। তেমাথায় কোনও লোকজন নেই। শুধু হোটেলের নীচে একটা পানের দোকান খোলা। সেখানে রেডিয়োতে কোনও বিদেশি স্টেশন বাজছে। চুপচাপ দুজনে ওখানে মিনিট পাঁচেক দাঁড়ানোর পর বারীন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সিগারেট খাও না?'

'খাই।'

'খাচ্ছ না যে?'

ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত ছিল অনিমেষ। বারীন তাকে কিছু না জানালেও ওঁর ভাবভঙ্গিতে এই উত্তেজনা অনিমেষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। এই সময় এরকম প্রশ্ন শুনেও ও অবাক হয়ে গেল। সে হেসে বলল, 'সঙ্গে নেই, তাই।'

'তা হলে নেশাখোর নও।'

'ঠিক নেশা বলা যায় না।'

'কোনও কিছুর কাছে মুচলেকা লিখে দেওয়া কখনওই উচিত নয়।'

অনিমেষ বারীনের দিকে তাকাল। কথাগুলোয় কি দুটো মানে রেখে বারীন বলছেন? ঠিক সেই সময় একটা টেম্পো খুব ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটার একটা লাইট নেবানো, অন্যটা একচক্ষু দৈত্যের মতো জ্বলছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে ইঞ্জিনের ভেতর মাথা গলিয়ে কিছু দেখছে। বারীন অনিমেষের হাত ধরে দ্রুত আড়াল ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। তারপর এক হাতে অদ্ভুত দক্ষতায় টেম্পোর পেছনে উঠে সটান শুয়ে পড়লেন। অনিমেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কিন্তু ড্রাইভার বনেট বন্ধ করার আগেই দ্রুত এবং নিঃশব্দে বারীনের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শোওয়ার পর দেখল তলায় একটা ত্রিপল পাতা আছে। খুব খারাপ লাগছে না তাই। বারীন চাপা গলায় বললেন, 'মাথার ওপরে কত তারা অথচ আমরা কখনওই লক্ষই করি না, না?'

বুকের মধ্যে তখনও উত্তেজনা, বারীনের কথা শুনে অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। টেম্পোটা আবার চলতে শুরু করেছে। সামান্য ঝাঁকি লাগছে শরীরে। এই সময় বারীন তার কাছে তারার গল্প করছেন? সে আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় চোখে ফুটবে। ছোটবড় অজস্র তারায় আকাশ ঝকঝকে হয়ে রয়েছে। এত তারা একসঙ্গে কখনও দেখেনি অনিমেষ। এ ভাবে মাটিতে শুয়ে মুখ আকাশের দিকে করে তাকানোও হয়নি জীবনে। কিছুক্ষণ দেখলে মনে হয় যেন খুব ধীরে ধীরে আকাশটা অজস্র টর্চ জ্বেলে তার দিকে নেমে আসছে। এরকম নির্মেঘ, ঠাণ্ডা আকাশ, অনেকটা অজস্র পিন ঢোকানো কুশনের মতো, কোনওদিন দেখেছে বলে মনে হয় না। তারাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষের সমস্ত শরীর শিহরিত হল। সে নিজের লোমকূপগুলো ফুলে উঠছে অনুভব করল। বাল্যকালে এক রাত্রে মাধুরী তাকে বলেছিলেন তিনি নাকি আকাশের তারা হয়ে তাকে লক্ষ রাখবেন। মৃতা মায়ের ওই কথাটাকে সে অনেককাল বিশ্বাস করত। কখনও কোনও দুঃখ কিংবা সুখ তাকে সেই বয়সে আলোড়িত করলে সে ছুটে যেত সেই তারার কাছে, গিয়ে কাঁদত কিংবা হাসত। বড় হলে, সময় যখন সব কিছু খেয়ে নিল, তখন সেই তারাটাও তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল। এখন এই রাত্রে টেম্পোতে শুয়ে অজানা জায়গায় যাওয়ার সময় এক আকাশ তারার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের সামনে মাধুরী হঠাৎ চলে এলেন। এতকাল অনেক চেষ্টা করেও যার মুখ মনে করতে পারেনি, জলপাইগুড়ির শ্মশানে দাহ করে আসার পর মায়ের যে চেহারাটা একটু একটু করে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই মা এখন তার দুচোখের সামনে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। মাধুরী হাসছেন। কিন্তু মাধুরী কি এমন দেখতে? অনিমেষ মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মাকে দেখছিল। সম্পূর্ণ দেখা হলে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। মাধুরীর মুখ বলে এতক্ষণ যাকে সে কল্পনায় দেখছিল তা যে মাধবীলতার এটা বুঝতে পেরে সে পাথর হয়ে শুয়ে রইল।

www.MurchOna.com

সেই সময় বারীন খোলা গলায় বললেন, 'তুমি দেখছি দারুণ রোমান্টিক। আকাশের তারা দেখতে দেখতে কখনও কেউ কেঁদেছে বলে শুনিনি।'

অনিমেষ দ্রুত চোখের জল মুছল। তারপর হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'আমরা কতদূর এলাম?'

'শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে গেছি। এবার উঠে বসতে পারো।'

অনিমেষ ধীরে ধীরে মাথা তুলল। একপাশে অন্ধকার মাখানো জঙ্গল, অন্যদিকে ধু-ধু মাঠ দেখা যাচ্ছে। এ সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল। সে বারীনকে বলল, 'আপনি কিন্তু ভাল নাটক করেন!'

'আবার আপনি! তুমি বলতে বাধে নাকি?'

'চট করে বয়স্কদের তুমি বলতে অস্বস্তি হয়।'

'চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। হ্যাঁ, কী বলছিলে, নাটক? এক-আধটু ওরকম না করলে বৈচিত্র্য আসবে কেন? আমরা আর মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'এটা কোন এলাকা?'

'আর একটু এগোলেই শুকনা টি এস্টেট পড়বে।'

ঘুমন্ত একটা লোকবসতির কাছে এসে গাড়িটা থেমে যেতেই ওরা নেমে এল। ড্রাইভারের সঙ্গে একটাও কথা হয়নি ওদের। কয়েক সেকেন্ড থামার পর গাড়িটা সোজা বেরিয়ে গেল। এখানে ঠাণ্ডা খুব। বেশ হিম পড়ছে। আলোয়ান মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও একটা কাঁপুনি অনুভব করল অনিমেষ। বারীনদা দ্রুত পায়ে হাঁটছেন। সামনে অনেকগুলো কাঠের বাড়ি। এক নজরে অনিমেষ বুঝল টিম্বার মার্চেন্টদের এলাকা এটা।

পেছনের সারির একটা বাড়ির কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ ফুঁড়ে একটা লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, 'বারীনদা!'

'হ্যাঁ ভাই।'

'আসুন।'

লোকটি ওদের পথ দেখিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিয়ে গেল। দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলতেই আলো চোখে পড়ল। লোকটি বলল, 'বারীনদা এসে গেছেন।'

ওদের পেছন পেছন অনিমেষ ভেতরে ঢুকল। মাঝখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেটাকে ঘিরে জনা দশেক মানুষ বসে আছেন। ওদের দেখে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আসুন, আসুন বারীনবাবু, উনি এসেছেন?'

বারীন বললেন, 'হ্যাঁ, টেম্পোয় শুইয়ে নিয়ে এলাম। এই হল অনিমেষ মিত্র, জলপাইগুড়ির স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের ছেলে, এখন কলকাতা থেকে পাঠানো হয়েছে।'

অনিমেষ নমস্কার করল কিন্তু এ ধরনের সৌজন্যবোধ প্রত্যেকের কাছে পাওয়া গেল না। যে দুজন ভদ্রলোক প্রথম কথা বলছিলেন তাদের একজন উঠে এসে ওর দু-হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আসুন, আসুন ভাই। আমরা আপনার জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। শিলিগুড়িতে পৌঁছে গেছেন সে খবর আমরা অবশ্য আগেই পেয়ে গেছি।' ভদ্রলোক ওকে মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অনিমেষ দেখল ঘরের সবাই খুব সতর্ক চোখে তাকে দেখছে। যে সব মুখ এখানে আছে তাঁদের সবাই বাঙালি নন। বয়সের পার্থক্যটাও স্পষ্ট। পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি বললেন, 'আপনার তো কলকাতা থেকে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি! মিলিটারি কম্পার্টমেন্টে এসেছেন।'

অনিমেষ অবাক হল। কলকাতা থেকে সে কীভাবে এসেছে এ খবরও এখানে পৌঁছে গেছে! গম্ভীর গলায় সে বলল, 'না, কোনও অসুবিধা হয়নি। ভুল করে ওদের কামরায় উঠে পড়ে লাভই হয়েছে।' তারপরই ওর নজরে পড়ল বারীন এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সে ডাকল, আপনি বলতে গিয়ে সামলে নিয়েই বলল, 'এসো বারীনদা, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

মাথা নাড়লেন বারীন, 'দূর! ওখানে বসার যোগ্যতা আমার আছে নাকি! সাইনবোর্ড এঁকে খাই, তাই করতে দাও। তোমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল, দিলাম। আমি এবার চলি। তোমার থাকার ব্যবস্থা এখানেই হবে। তোমার জিনিসপত্র পৌঁছে যাবে ঠিক সময়ে। চলি ভাই, তোমরা কাজ করো।' বারীন আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনিমেষ বিস্মিত চোখে ওঁর যাওয়া দেখল। বারীন তা হলে সক্রিয়ভাবে যোগ দেননি অথচ গোপনে তাদের সাহায্য করছেন। লোকটির প্রতি ওর সমর্থন আরও বেড়ে গেল।

একটু পরেই কাজের কথা আরম্ভ হল। কথা বলতে বলতেই অনিমেষ এদের অনেকের নাম জেনে গেল। মোটামুটি উত্তরবাংলার বিভিন্ন জেলার সক্রিয় কর্মীরা আজকের সভায় উপস্থিত।

www.MurchOna.com

আন্দোলনের প্রথম ধাপ কীভাবে সংগঠিত করা হবে, এ ব্যাপারে কলকাতার কী নির্দেশ তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হল। কৃষকদের সংগঠিত করতে হবে। এলাকায় এলাকায় আরও বেশি ক্যাডার ছড়িয়ে দিতে হবে। তারা কৃষকদের বোঝাবে। যখনই সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে তখনই অ্যাকশন শুরু হবে। ও পাশে ফাঁসিদেওয়া নকশালবাড়িতে ক্রমশ আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। একজন অবাঙালি মানুষের কথা অনিমেষকে ভীষণ আকৃষ্ট করল। তিনি বললেন, 'আমার ছেলেরা প্রস্তুত। কিন্তু সেটা শুধু আমার এলাকায়, অন্য এলাকাগুলো একসঙ্গে তৈরি না হলে কোনও রকম প্রতিরোধ টিকবে না। প্রস্তুতির কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে নেওয়া উচিত।'

অনিমেষ তাঁকে সমর্থন করে বলল, 'আমরা শুধু কৃষকদের কথাই বলছি। জমি দখলের ব্যাপারটা তাদের দিয়েই করতে হবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না উত্তরবাংলার গরিব মানুষের ষাট ভাগই কৃষিজীবী নয়। এতগুলো চা বাগানে ছড়িয়ে থাকা মদেশিয়া ওঁরাও মানুষগুলোকে সঙ্গে পাওয়া দরকার। সরাসরি পুলিশ কিংবা মিলিটারিদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। গেরিলা যুদ্ধই আমাদের একমাত্র রাস্তা। আর তা করতে হলে কৃষক ছাড়া অন্য শ্রমিকদেরও উৎসাহিত করা দরকার। আপনারা এই দিকটা দেখেছেন?'

সবাই স্বীকার করল, তা দেখা হয়নি। বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা কংগ্রেসি বা আর. এস. পি. ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে গিয়ে কাজ করার অসুবিধে আছে। তা ছাড়া জমি দখল করে তার অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের যত সহজে উদ্বুদ্ধ করা যাবে শ্রমিকদের তো তা যাবে না। তাদের সামনে পাওয়ার প্রত্যাশা কিছু রাখা যাচ্ছে না।

অনিমেষ উত্তপ্ত হল, 'আপনারা এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর লাইনে কথা বলছেন। সাধারণ মানুষ কি শিশু যে তাদের ললিপপের লোভ দেখিয়ে কাজ করাবেন? সেটা পাওয়া হয়ে গেলেই আমাদের সম্পর্কে ওদের আগ্রহ মিটে যাবে। এ ভাবে দেশে বিপ্লব হবে না।'

একজন বললেন, 'কিন্তু আমাদের নেতা বলেছেন এই বিপ্লব হল কৃষি বিপ্লব। জোতদারের কাছ থেকে জমি জবরদখল করে নিয়ে তার সূত্রপাত হবে। অতএব সেই দিকটায়ই জোর দেওয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু বিপ্লব তো শুধু কৃষকরাই করবে না, শ্রমিকরা যখন সংখ্যায় ভারী তখন তাদেরও দলে থাকা দরকার।'

অনিমেষের এই কথাটাকে অবাঙালি ভদ্রলোক সমর্থন করলেন। উত্তরবাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন যে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে এর চেয়ে ভাল এলাকা পাওয়া যাবে না। চা বাগানগুলো বেশির ভাগই জঙ্গলে ঘেরা এবং একটার থেকে আর একটা বেশ দূরে দূরে। এই ব্যাপক এলাকায় মিলিটারিকে লুকিয়ে থেকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা সম্ভব।

প্রায় চারটে অবধি আলোচনা চলল। অনিমেষ ওপর দায়িত্ব পড়ল চা বাগানগুলো দেখার। এটা যে হবে তা সে কলকাতা থেকেই অনুমান করেছিল। অবাঙালি ভদ্রলোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন। খুব দ্রুত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। যাতে চূড়ান্ত মুহূর্ত এলে আর কোনও জড়তা না থাকে। যে যার কাজের এলাকা ভাগ করে নিল। শিলিগুড়ির এই তল্লাটটা অনিমেষের পরিচিত নয়। সে তিস্তার অপর পারে চা বাগানগুলোর শ্রমিক সংগঠনের দায়িত্ব নিল।

এই সিদ্ধান্তের পর আর এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। অনিমেষ ভোর হওয়ামাত্র ট্রাক ধরে শিলিগুড়িতে চলে এল। সেই অবাঙালি ভদ্রলোকও ওর সঙ্গে এলেন। অনিমেষ জানতে পারল, প্রচুর অস্ত্র আসছে সীমান্ত পেরিয়ে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যে সব অস্ত্র চোরাই পথে এসেছিল সেগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর জন্যে অর্থ দরকার। স্বদেশিরা তো বলপ্রয়োগ করত, এ ক্ষেত্রে তাই করতে হবে। এইভাবে যদি কিছুদিন চলে তা হলে পুলিশের মোকাবিলা করতে কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্য কৃষকরা তীর ধনুক নিয়েই মরিয়া হতে পারে। অনিমেষ ভাবছিল, এ সবই ঠিক, অস্ত্র প্রচুর থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো যারা ব্যবহার করবে সেই মানুষগুলোকে অবিলম্বে তৈরি করা দরকার।

সাঁইত্রিশ

মাধবীলতা,

তোমার নাম লিখতে গিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি হল। আদ্যক্ষরটি তোমার মধ্যে মিলেমিশে এমন জড়িয়ে আছে, কী জানি তাই তোমাকে এত ভাল লাগে হয়তো! তোমাকে এই প্রথম চিঠি লিখলাম। লিখতে গিয়ে টের পেলাম প্রতিটি শব্দ লেখার সময় আমি তোমার স্পর্শ পাচ্ছি।

www.MurchOna.com

আমি তোমাকে চিঠি লিখছি স্বর্গছেঁড়া চা বাগান থেকে আট মাইল দূরে একটা গ্রামে বসে। অবশ্য গ্রাম বললেও বোধহয় জায়গাটাকে বেশি সম্মান দেওয়া হবে। স্বর্গছেঁড়ার এত কাছে আছি কিন্তু এখনও ছোটমার সঙ্গে দেখা করার সময় পাইনি। কথাটা পড়লেই তোমার ভ্রূ কুঁচকে যাবে জানি, কিন্তু বিশ্বাস করো, এখানে এসে নিশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না। তবে দেখা করার সময় না পেলেও তাঁর দেখা আমি পেয়েছি। সেদিন গাড়িতে ময়নাগুড়ি থেকে ফিরছিলাম। ডুডুয়া নদী পার হয়ে আংরাভাসার ওপর দিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়ে যখন চা-বাগানের শরীর জড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে মিশে থাকা কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে চলে আসছে তখন দেখলাম ছোটমা আমাদের সেই বাড়িটার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে। এক পলক মাত্র, তার মধ্যেই গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে এল। দূরত্বটা এমন যে চিৎকার করলেও বোধহয় শোনা যেত না।

এই প্রথম উত্তরবাংলায় এসে নিজের অস্তিত্বকে গোপন রাখতে হচ্ছে। তবে চারধারে এত সাপের মুখ যে ছোবল আসতে কতক্ষণ! সতর্ক থাকাই মঙ্গল।

এখানে এসে বেশ কিছুদিন রয়েছি। নিজের সম্পর্কে একটা গোপন সত্য আবিষ্কার করেছি। জানো, ছোটবেলায় আমি খুব রোমান্টিক ছিলাম। ভীষণ ভাবপ্রবণ। এই স্বর্গছেঁড়াকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। এর গাছপালা নদী এমনকী বাতাসকেও আমি অনুভব করতাম। মনে আছে প্রথম যখন দাদুর সঙ্গে এই জায়গা ছেড়ে যাই তখন রুমালে স্বর্গছেঁড়ার মাটি বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলাম। জলপাইগুড়ির বাড়ির উঠোনে সেই মাটি রেখে রোজ দেখতাম আর ভাবতাম স্বর্গছেঁড়ায় আছি। কিংবা স্বর্গছেঁড়ার সেই কাঁঠাল গাছ, তালগাছ, চা-বাগানের মধ্যে ঘুঘুর ডাক, যা কিনা পৃথিবীর যে কোনও ঐশ্বর্যের বিনিময়েও ছাড়তে কষ্ট হত, এখানে এসে দেখলাম তারা সবাই একই রকম আছে, ঠিক যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আমার সেই মনটাকে কিংবা চোখটাকে হারিয়ে ফেলেছি। আমি এখন সেইসব ভাবপ্রবণতার কথা ভেবে হাসি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবনটা বড় দ্রুত পালটে যায়। দৃষ্টিও। আমার সেই আমিটা সম্পর্কে শুধু মমতাই দেখানো যায় কেননা বাস্তবে সে অচল। যে চা-বাগানের গলিতে দুপুর বিকেল চুপচাপ পাখির আওয়াজ শুনে কাটাতে ভাল লাগত সেটা ছিল নিতান্তই অর্থহীন। এখন সেই শূন্যগর্ভ ভাললাগা নয়, কাজের গতি যদি একবার রক্তে মেশে তখন নতুন চোখ খুলে যায়, কিংবা পুরনো চোখ অন্ধ হয়ে যায়। না হলে কাজ হয় না।

জানো, আমি আর একটা জিনিস ক্রমশ টের পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমি খুব নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনও কিছুই আমাকে তেমন স্পর্শ করে না। যেমন ধরো, এই স্বর্গছেঁড়া, এককালে জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড় বলে ভাবালুতায় ভুগতাম তা আর নেই। এতবার ওপর ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করেছি কিন্তু বুকের মধ্যে কোনও কাঁপুনি হয় না। চা-বাগানের গলিকে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে নিরাপদ জায়গা বলে ভাবছি। আংরাভাসা নদীর ধার দিয়ে যে খুঁটিমারির জঙ্গল লাল সূর্যের বলটাকে মাথায় নিয়ে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে, তার মতো গোপন শেল্টার আর কিছু নেই। মিটিং বলো, গোপন গেরিলা ট্রেনিং বলো এই জঙ্গল মায়ের মতো আশ্রয় দেবে।

ছোটমা কিংবা আমার বাবা শ্রীযুক্ত মহীতোষ মিত্র মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছেন। দশ মিনিটেই পৌঁছে যেতে পারি। পুলিশ আমার অস্তিত্ব জেনে যেতে পারে এই আশঙ্কার কথা ছেড়ে দিলেও দেখা করতেই হবে এমন টান বোধ করি না। খুব খারাপ শোনাচ্ছে কথাটা কিন্তু সত্যি কথা এটাই। ছোটমা কিংবা বাবা তো সে অর্থে আমার বাল্যকালে দূরের মানুষ ছিলেন, জলপাইগুড়ির শহর থেকে আমার বর্তমান ডেরার অবস্থান ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই। কই, একদিনও তো দাদু ও পিসিমাকে দেখতে যাবার কথা আমার মনে পড়ল না। এই দুটি মানুষ তো আমার এই শরীরটাকে তিল-তিল করে বড় হতে সাহায্য করেছেন। এইসব আত্মীয়স্বজন, চেনা জায়গা কিংবা তার মতো অন্তরঙ্গ ছবি সম্পর্কে অদ্ভুত উদাসীনতা আজকাল আমাকে নির্লিপ্ত করেছে।

মাধবীলতা, কথাটা কি তোমার সম্পর্কেও খাটে না? তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমি জানি তুমি কতখানি আন্তরিক। এই আমার জন্যেই তুমি একটানে সমস্ত পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছ, হোস্টেলে রয়েছ। কিন্তু কী আশায়? পৃথিবীর যে কোনও যুবতীর মতো তোমার বাসনা হওয়া উচিত একটি সাজানো সুন্দর গৃহের। আমাকে নিয়ে। কিন্তু প্রতিটি দিন আসছে আর আমি সেই গৃহ থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছি। তোমাকে ভালবেসেছি অথচ তোমাকে শান্তি দেবার বদলে অথই উদ্বেগে রেখে এসেছি। কাউকে ভালবাসলে এ ভাবে দূরে চলে যাওয়া যায়? তা হলে ভালবাসতে গেলামই বা কেন?

www.MurchOna.com

এইসব ভেবেচিন্তে মনে হয় আমি বোধহয় এখন স্বার্থপর হয়ে গেছি। স্ব অর্থে পর। জীবন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো চেহারা নিয়েছে। আর এত বুঝেও এ থেকে বেরিয়ে আসার অভ্যেসটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

ভীষণ একা লাগছিল, তোমাকে চিঠি লিখলাম তাই। এত বড় চিঠি কখনও লিখিনি। আমার সব সময় ভয় যে, আমাকে ভালবেসেছ, শুধু এই কারণে তুমি আরও বড় বিপদে না পড়ো। হয়তো সত্যি যদি পড়ো তখনও আমি কিছুই করতে পারব না। সময় আমাদের সবক'টা আঙুল ক্ষইয়ে দিয়েছে। আমরা কারও হাত জড়িয়ে ধরতে পারি না, শুধু ঠেকাই মাত্র।

আবার কখন লিখব জানি না। যদি বেঁচে থাকি তা হলে বর্ধমান স্টেশনে দেখা করব পৌষমেলার দিন। যদি দ্যাখো নির্দিষ্ট সময়ে আমি এলাম না তা হলে তুমি কখনও বোলপুরে যাবে না।

জানি, নিজের নিরাপত্তার জন্যেই এত বিশদ ভাবে লেখা আমার অন্যায় হল। হয়তো নিয়ম ভাঙলাম। এবং জেনেশুনেই।

তাই এই চিঠি জমিয়ে রেখো না।

— তোমার অনিমেষ

পুনশ্চ। এখনও তোমার দেওয়া টাকা শেষ হয়নি।

একটানে চিঠিটা শেষ করল অনিমেষ। হাত টনটন করছিল। এখন রাত গভীর। শুধু টি-উ-প টি-উ-প একটি শব্দ কোনও পাখির গলায় সমানে বেজে যাচ্ছে। চিঠিটা ভাঁজ করে বুকপকেটে রাখতে না রাখতেই দরজায় শব্দ হল। ভেজানো দরজা খুলে একটি কৃষ্ণকায় যুবক ঘরে ঢুকে পরিষ্কার হাসল। লণ্ঠনের আলোয় তার চকচকে দাঁত দেখতে পেল অনিমেষ। যুবকটির নাম সিরিল ওঁরাও। শুকনা থেকে আসার সময় সেই অবাঙালি ভদ্রলোকের পরিচয়ে অনিমেষ এর সন্ধান পেয়েছে। আপাতত এরই আশ্রয়ে। অত্যন্ত কাজের ছেলে। সিরিল বলল, 'চলুন।'

অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বারীনকে আলোয়ান ফেরত দেওয়া হয়নি কিন্তু তাতেও শীত মানছে না। সোয়েটার তলায় আছে। অনিমেষ দেখল আশেপাশে কোথাও আলো নেই। বাইরের ঘরের দেওয়ালে দুটো সাইকেল হেলান দিয়ে রয়েছে। সাইকেলে কাঁচা রাস্তা মিনিট তিনেক গেলেই ফুরিয়ে গেল। ঝুঁটিমারির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্তা যেটা নাথুয়া থেকে এসেছে সেখানে সাইকেল চালানো খুব স্বচ্ছন্দের। রাস্তাটা একটু ঢালু, চাকা গড়গড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে। আর এই গতির জন্যেই হাওয়ার কামড়ে কাঁপুনি আসছিল শরীরে। দাঁতে দাঁত ধরে রাখতে পারছিল না অনিমেষ। রাত্তিরের জঙ্গলে একধরনের অচেনা শব্দ হয়। ওরা দুজনে নিঃশব্দে সেই শব্দ শুনতে শুনতে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল। হঠাৎ সিরিল আচমকা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ এগিয়ে এসেছিল কিছুটা, ওকে দাঁড়াতে দেখে অবাক হয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে সাইকেল থামাল। ততক্ষণে সিরিল তার কাছে চলে এসেছে। তারার আলোয় ওর মুখটাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। চাপা গলায় সে বলল, 'সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না।'

অনিমেষ ভ্রূ কুঁচকে সামনের পথটাকে দেখল। রাতেরও নিজস্ব একটা আলো থাকে। চাঁদ না থাকলে সেই আলো আরও মোহিনী হয়। অনিমেষ দেখল পথটাও পাশের জঙ্গলের আড়ালে চলে গেছে কিন্তু কোনও বিপদ রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। সিরিল নিচু গলায় বলল, 'হাতি বেরিয়েছে।'

'হাতি?'

'হ্যাঁ। কিছুদিন হল ভুটান থেকে একদল এই অঞ্চলে নেমে এসেছে। অত্যন্ত মারকুটে এই দলটা। মনে হচ্ছে সামনের মেছুয়া পুলের মুখটায় ওরা রয়েছে।'

'কী করে বুঝলেন?' অনিমেষের কাছে পুরো ব্যাপারটাই কেমন ভৌতিক বলে মনে হচ্ছিল। চোখে দেখা যাচ্ছে না, এমনকী কোনও শব্দও নেই।

'ওই দিকে তাকান।' সিরিল আঙুল তুলে দেখাল। সদ্য ত্যাগ করা বিষ্ঠা রয়েছে রাস্তার একপাশে। তার আয়তন এবং পরিমাণ দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই পথ দিয়ে হাতি গেছে। 'আমরা আর একটু হলে ওদের সামনে গিয়ে পড়তাম। তা হলে আর দেখতে হত না। খুব জোর বেঁচে গেছি।'

'তা হলে যাব কী ভাবে! আর কোনও রাস্তা আছে?'

'আছে। হাতি বেরিয়েছে বলেই সেই রাস্তায় যাওয়া যায়। তার আগে চলুন সাবধানে গিয়ে সন্দেহটাকে মিটিয়ে আসি।' সিরিলের সঙ্গে খুব আস্তে সাইকেল চালাতে লাগল অনিমেষ। যে

www.MurchOna.com

কোনও মুহূর্তে দিক পরিবর্তনের জন্যে দুইজনেই তৈরি। রাস্তার বাঁকে এসে ওরা আরও ধীর হল। তারপরই দুজনে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনেই মেছুয়া পুল। পুলটার গায়ে ছোট ছোট কালো টিলা নড়ছে। অন্তত গোটা কুড়ি হবে। অনিমেষের মনে হল চাপ চাপ অন্ধকার রাস্তাটাকে ঢেকে দিয়েছে। নিঃশব্দে সরে এল ওরা। একটু পিছু হটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। জিপ যাওয়া-আসার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই কাঁচা পথগুলো তৈরি করা হয়েছে। দুপাশে ঘন জঙ্গলের গায়ের গন্ধ টের পাচ্ছিল অনিমেষ। অবিরাম শিশির পড়ছে এখানে। সিরিল বলল, অন্য সময় হলে ভয় পেতাম এই রাস্তায় যেতে। কিন্তু হাতি বেরিয়েছে যখন তখন মাইল দুয়েকের মধ্যে কোনও বন্যজন্তু থাকবে না। একটু ঘুর হবে তবু এ ছাড়া উপায় কী?'

'বন্যজন্তু! এখানে এখনও বাঘ আছে নাকি?'

'মাঝে মাঝে আসে যায়। কখন থাকে বলা যায় না।'

অনিমেষ প্রায় আধঘন্টা প্যাডেল ঘুরিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সামনে ধানখেত। সাইকেল চালানো যাবে না, ওরা হাতে করে হেঁটে এল। তারপরেই নদী। মেছুয়াপুলের তলা দিয়ে যেটা বয়ে এসেছে সেটা এখানে বেশ চওড়া। সেদিকে তাকিয়ে সিরিল বলল, 'এর কাজ করুন, আপনি এখানে থাকুন, আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি।' সাইকেল মাটিতে রেখে সে প্যান্ট গোটাচ্ছিল।

অনিমেষ বলল, 'আমার যেতে কোনও অসুবিধে হবে না। চলুন।'

'না। ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ?'

'ঝুঁকি? আপনি কি আমাকে খুব বাবু ভাবছেন?' একটু উষ্ণ হল অনিমেষ।

'না না। আমি আপনার কথা বলছি না। দুজনে যদি যাই তা হলে এসে হয়তো দেখব এই সাইকেল দুটোই নেই। কিছু তো বিশ্বাস নেই। যত রাতই হোক কেউ হয়তো কোনও কারণে বাইরে এসে দেখল লোকজন নেই আর এই দুটো পড়ে আছে, সে কি হাত গুটিয়ে থাকবে?'

'তা হলে এদের নিয়ে গেলেই হয়!'

'পারবেন না। স্রোত কীরকম দেখতে পাচ্ছেন? আমি আসছি।' সিরিল জলে নেমে গেল। স্রোত যে খুব জোরদার তা বোঝা যাচ্ছিল। অনেকবার হোঁচট খেয়ে অনেকটা পিছু হটে ওকে ওপারে উঠতে হল। তারপর প্রায় দৌড়েই মিলিয়ে গেল সে।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করতে হল অনিমেষকে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা তার। হাত পা নেড়ে শরীর গরম করার চেষ্টা করে যাচ্ছে সে সমানে। দৃশ্যটা ভাবতেই হাসি পেল। এই নির্জন রাতের ফাঁকা মাঠে একটা লোক পাগলের মতো নাচছে একা একা। কেউ দেখছে না জানলে আমাদের লজ্জাবোধ অনেক কমে যায়।

আবছা অন্ধকারে অনিমেষ ওদের দেখতে পেল। খুব দ্রুত দুটো মানুষ আসছে। ওরা অনেকটা এগিয়ে জলে নেমে স্রোতের টানে টানে নদী পার হয়ে এপারে এল। সাইকেল ছেড়ে অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে দেখল ঠাণ্ডা জল থেকে উঠে এসে ওরা ঠক ঠক করে কাঁপছে। সেই অবস্থায় প্যান্ট ঠিক করতে করতে সিরিল হাসল, 'বেশি দেরি হয়নি তো?'

'না, না, ঠিক আছে।'

'এঁকে আপনি চেনেন?'

অনিমেষ দেখল ওর সঙ্গের মানুষটি মুখ টিপে হাসছেন। বয়স হয়েছে কিন্তু শরীর খুব মজবুত। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ হাত বাড়িয়ে দিল, 'কেমন আছেন?'

'চলছে। আমাকে চিনতে পেরেছেন মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কিন্তু খবরটা পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। সন্দেহ ছিল আপনি হয়তো চিনতে পারবেন না। অনেক বছর আগে সামান্য সময়ের জন্য আমাদের দেখা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, সেদিন আমরা আত্মরক্ষার জন্যে চা-বাগানের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু সিরিল একবারও আপনার নাম বলেনি।'

'এটুকু সাসপেন্স রাখা হয়েছিল। দেখছিলাম আপনার স্মৃতিশক্তি কেমন? আপনি এখানে আছেন মহীবাবু জানেন না নিশ্চয়ই।'

'না।'

জুলিয়েন বললেন, 'চলুন, এই ঠাণ্ডায় না দাঁড়িয়ে কোথাও বসে কথা বলা যাক। ঠাণ্ডাটা খুব

www.MurchOna.com

পড়েছে আজ।'

'এখানে বসার জায়গা আছে?'

'আছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

জুলিয়েনের পেছনে ওরা সাইকেল নিয়ে হাঁটছিল। যেতে যেতে জুলিয়েন বললেন, 'আপনি এখানে এসেছেন খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু দিনদুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে আপনার গোপনীয়তা থাকত না। তাই এই ব্যবস্থা।'

'আপনি একটু বেশি ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'মোটেই না। আমার ওপর ভাল নজর রাখা হয়েছে।'

কথা বলতে বলতে ওরা একটা বসতি এলাকায় চলে এসেছিল। জঙ্গলের পাশে কয়েক ঘর মানুষের অস্থায়ী ডেরা এটা। তারই একটির দরজায় গিয়ে জুলিয়েন টোকা দিলেন। কোনও সাড়া এল না। কয়েকবার নিষ্ফল চেষ্টা করে বলপ্রয়োগ করলেন জুলিয়েন। মাটির ঘর, ছ্যাঁচার বেড়ার দরজা অল্পেই খুলে গেল। জুলিয়েন মদেশিয়াদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুধুয়া আছিস?'

এবার একটি স্ত্রীকণ্ঠ কথা বলল। ঘুম জড়ানো বিরক্তি। জুলিয়েন নিজের পরিচয় দিতেই একটা টিবড়ি জ্বলে উঠল। জুলিয়েন আবার প্রশ্ন করতে জানা গেল বুধুয়া ঘরে নেই। জুলিয়েন ওদের ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করলেন। অনিমেষ সাইকেল বাইরে রাখছিল কিন্তু সিরিল তাকে নিষেধ করল। বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ সন্দেহ করবে। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে দেখল ঘরটা নেহাত ছোট নয়। বাইরের আকাশের নীচ থেকে এ ঘরে এসে খুব আরাম লাগল তার। অনিমেষ দেখল এ ঘরের বাসিন্দাদের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। আসবাব বলে কিছু নেই। বাঁশের খাটিয়ার ওপর একটা তেলচিরকুটে বিছানায় নিশ্চয়ই ওই স্ত্রীলোকটি মধ্যবয়সী এবং বাঁ চোখের ওপর বড় আব আছে। ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল সে।

জুলিয়েন বললেন, 'তুই শুয়ে পড়। আমরা এখানে বসে একটু কথা বলে চলে যাব।'

স্ত্রীলোকটি ঘাড় নেড়ে আবার খাটিয়ায় ফিরে গেল। তারপর সেখান থেকে একটা ময়লা কাপড় তুলে এনে মাটিতে বিছিয়ে দিল।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুধুয়া কি এখন রোজ রাত্রে বের হচ্ছে?'

নীরবে ঘাড় নেড়ে স্ত্রীলোকটি খাটিয়ায় ফিরে যেতেই বাচ্চাটা ককিয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি বুকের আঁচল সরিয়ে তার মুখে স্তন গুঁজে দিল কোলে তুলে নিয়ে। চোখ সরিয়ে নিতে গিয়ে অনিমেষের খেয়াল হল এই শীতেও ওদের শরীরে কোনও গরম জামাকাপড় নেই।

ওরা তিনজনে কাপড়টার ওপর বসতেই টের পেল মাটি থেকে ঠাণ্ডা উঠছে। জুলিয়েন বললেন, 'এই পরিবারটি চা-বাগানের কর্মী ছিল। বুধুয়া লোকটা খুব রগচটা। বছর তিনেক আগে স্ট্রাইকের সময় ম্যানেজারের কুঠিতে ঢিল ছোড়ার অপরাধে ওর চাকরি যায়।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রমাণ করল কী করে?'

'খুব সহজেই। গুদাম থেকে যখন কাজ করে বের হচ্ছে তখন ওর থলিতে কিছু চা প্যাকেট ভরে দেওয়া হয়েছিল। বেচারা তা জানত না। গেটে ধরা পড়ে চুরির অপরাধেই চাকরি গেল। আসল রাগটা এখানে অন্যভাবে মেটানো হয়।'

'ইউনিয়ন থেকে কিছু করা হয়নি?'

'না। আমরা আজ এই ইউনিয়ন থেকে সরে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জন্যে ওরা ফালতু ঝামেলায় জড়াবে কেন? আর প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেয়েছিল। ছ'মাসের মধ্যে ওকে কোয়ার্টার ছেড়ে এখানে চলে আসতে হল। ব্যবস্থা তো দেখতে পাচ্ছেন। কাজকর্ম পাচ্ছে না অথচ পেট মানবে না। রোজ রাত্রে শেষ পর্যন্ত সহজ উপায়টা বেছে নিয়েছে।'

'মানে?'

'চুরি। যেদিন ধরা পড়বে এরা ভেসে যাবে।'

'আপনারা কিছু করছেন না কেন?'

জুলিয়েন বড় বড় চোখ মেলে অনিমেষকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের হাত-পাগুলো খুব ছোট অনিমেষবাবু। আর এরকম বুধুয়া তো সারা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আপনি ক'জনের জন্যে করতে পারেন?'

এইসময় সিরিল কথা বলল, 'জুলিয়েন এখন সাসপেনশনে আছে।'

অনিমেষ অবাক হল। এতক্ষণ লোকটির সঙ্গে কথা বলে এই বিপদের একটুও আঁচ পায়নি সে।

www.MurchOna.com

স্বর্গছেঁড়ার শ্রমিকনেতা জুলিয়েনের সেই চেহারাটা এখন সে স্পষ্ট মনে করতে পারে। কুলিদের বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে ছোটমা আর বাবার সঙ্গে সে চা-বাগানের ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এই জুলিয়েনের মুখোমুখি হয়েছিল। খুব ভদ্র ব্যবহার করেছিল সেদিন জুলিয়েন। মিশনারি স্কুলে পড়ে আসা এই মদেশিয়া যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সেদিন অনিমেষ। তখন তো সবাই এঁর কথা মানত। আর আজ তো একদম অন্য কথা শুনছে সে।

জুলিয়েন বললেন, 'কলকাতার খবর বলুন।'

অনিমেষ একটু একটু করে প্রস্তাবিত দেশব্যাপী আন্দোলনের কথা বলল জুলিয়েনকে। এবার সংগ্রাম মুখোমুখি। সৈনিক চাই। ভারতবর্ষের মানুষের মেরুদণ্ডটি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা ব্যাপক চেষ্টা করতে হবে। জুলিয়েন বললে, 'এ সব কথা আমরা জানি অনিমেষবাবু। কিন্তু এখানে অবিলম্বে সংগঠন করা দরকার। আপনারা কবে নাগাদ মুখোমুখি হবার কথা ভাবছেন?'

'সামনের মাসে বোলপুর থেকে ঘুরে এসে বলতে পারব।'

জুলিয়েন বললেন, 'ব্যাপারটা এখন আর গোপন নেই। তবে মজার ব্যাপার হল, যে শুনছে সে বিশ্বাস করছে না। পুলিশকে আমার ভয় নেই। কিন্তু সক্রিয় হয়ে কেউ কিছু করলে সব প্রথম বাধা দেবে অন্য পার্টির লোকজন। বিপদটা এখানেই। আমরা যদি সবাই এক সঙ্গে কাজ করতে পারতাম তা হলে একদিনে দেশের বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্টদের সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যেত। কিন্তু তা হওয়ার নয়।'

অনিমেষ বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ থাকা দরকার। কীভাবে হবে?'

জুলিয়েন বললেন, 'এই ঘরে। এখানে দেখা হওয়া দুজনের পক্ষেই মঙ্গল।'

অনিমেষ বলল, 'প্রত্যেকটা চা বাগানে স্কোয়াড তৈরি করতে হবে। খুব নির্ভরযোগ্য কিছু ছেলেকে ব্যাপারটা বোঝাতে হবে।'

জুলিয়েন বললেন, 'কী ধরনের অ্যাকশন এখানে করার কথা ভাবছেন?'

'দেখুন, কৃষকরা জোতদারের কাছ থেকে জমি দখল করবে, এটা করতে তারা স্বভাবতই উত্তেজিত হবে। কিন্তু আমরা শ্রমিকদের বলতে পারি না যে তোমরা চা বাগান দখল করো। ফ্যাক্টরি দখল করে সাতদিনও তারা চালাতে পারবে না। তাদের ব্যক্তিগতভাবে উত্তেজিত করে কিছু করা যাচ্ছে না। কিন্তু এমন কাজ করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ চমকে যায়। প্রত্যেকের অন্ধ বিশ্বাসের ভিত যেন নড়ে যায়। কাজগুলো করতে হবে জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী মানুষের বিপক্ষে। ফলে পুলিশ যদি অ্যাকশনে নামে তা হলে আমরা সাধারণ মানুষের সমর্থন পাব। এক সময় তারা এগিয়ে আসবে, পাশে এসে দাঁড়াবে।'

সিরিল হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তা হলে পানিরামের গদি লুট করলে হয়। শালা রক্তচোষা। এই বাগানের অনেক মানুষ ওর কাছে ধার নিয়ে মাথা বিকিয়ে আছে। সুদ দিতে দিতে সবার মাইনে খতম হয়ে যায়।'

অনিমেষ বলল, 'পানিরামের তো ভাটিখানা ছিল।'

জুলিয়েন বললেন, 'এখনও আছে। টাকার পাহাড়ে বসে আছে লোকটা। এই চা বাগানের মানুষগুলোকে কিনে রেখেছে।'

'ওর গদিতে টাকা থাকে?'

'থাকে। সোমবার সকালে ব্যাঙ্কে যায় ওর গাড়ি।'

'আমাদের এখন প্রচুর টাকার দরকার।'

জুলিয়েন বললেন, 'সিরিল ঠিক বলেছে। সাধারণ মানুষের ধারণা পানিরাম শয়তানের চেয়ে শক্তিশালী। পুলিশ ওর কেনা। সেই পানিরামকে যদি লুঠ করা যায় তা হলে লোকে ধাক্কা খাবে। সাহস পাবে।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু সাধারণ মানুষকে বুঝতে দিতে হবে এটা ক'জন সাধারণ ডাকাতের কাজ নয়। সারা দেশ জুড়ে আগামিকালের বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের এটা প্রতিবাদ। অ্যাকশনের সময় এ-সব কথা সেখানে লিখে আসতে হবে।'

'কিন্তু পানিরামের বন্দুক আছে।' সিরিল বলল, 'ও তো বাধা দেবেই।'

'বাধা দিলে জোর খাটাতে হবে।' অনিমেষ খুব শান্ত গলায় বলল, 'যদি কোনও উপায় না থাকে তা হলে পানিরামকে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন আর সিরিল অনিমেষের দিকে তাকাল। জুলিয়েন সম্মতির মাথা নাড়লেন।

www.MurchOna.com

তারপর বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। একজন রক্তচোষাকে মেরে ফেললে আরও দশটা ভয় পেয়ে যাবে। এই লোকটাকে চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক দুবেলা মেরে ফেলার কথা ভাবে। কিন্তু আমাদের এই গরিব মানুষের বুকে অসহায়তা ছাড়া কিছু নেই। ওরা শুধু কল্পনা করতেই পারে। কিন্তু কেউ যদি ওদের করতে না পারা কাজটা করে দেখায় তা হলে সে ওদের আপনজন হয়ে যাবেই। আপনি ঠিক বলেছেন।'

অনিমেষ জুলিয়েনের এই ব্যাখ্যায় খুব খুশি হল। সে বলল, 'কিন্তু পানিরামের মতো মানুষ খুন হলে যে পুলিশি তৎপরতা শুরু হবে তা সামলাতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

জুলিয়েন হেসে দুটো হাত ছড়িয়ে দিলেন, 'আমাদের চারপাশে এত জঙ্গল। পুলিশের ক্ষমতা কি খুঁজে বের করে সেখান থেকে। আর থানাগুলো এত দূরে দূরে যে পুলিশ আসার আগেই আমরা খবর পেয়ে যাব। কিন্তু আসল ব্যাপারটার কথা কী ভাবছেন?'

অনিমেষ বলল, 'কী ব্যাপার? অ্যাকশন স্কোয়াড তৈরি করা?'

জুলিয়েন মাথা নাড়লেন, 'না। ওতে আমাদের খুব কষ্ট হবে না। কারণ, এই সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত ছেলের অভাব নেই এ দেশে। আর যৌবনে মানুষ এরকম কাজ করার জন্যে সব সময় উত্তেজিত হয়। আমি সে-কথা ভাবছি না। আমি অস্ত্রের কথা ভাবছি। এ-সব কাজ তো আর ছুরি কাটারি নিয়ে হয় না। আমাদের প্রচুর অস্ত্র দরকার।'

অনিমেষ বলল, 'ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু অস্ত্র তো আর এমনি এমনি পাওয়া যাবে না। সেগুলো কিনতে হবে আর তার জন্যে টাকা দরকার। পানিরামের কাছ থেকে মেরে বা ভয় দেখিয়ে সেই টাকা আমাদের পেতে হবে। একটা পানিরাম খুন হলে দেখবেন অন্য পানিরামরা ভয়েই টাকা দিয়ে দেবে।'

সিরিল বলল, 'আর একটা সহজ উপায় আছে।'

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী উপায়?'

'সব চা বাগানের সাহেব কন্ট্রাকটারবাবু আর বড় ব্যবসায়ীদের কাছে বন্দুক পিস্তল রাইফেল আছে। আমরা যদি সেগুলো গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে আসি, তা হলে আমাদের অনেক অস্ত্র হয়ে যাবে।' সিরিল একটা উপায় বার করতে পেরেছে বলে খুশিতে হাসল।

অনিমেষ বলল, 'মন্দ বলেননি। প্রথম দিকটায় আমরা এইভাবে চালাতে পারি। তা হলে ডুয়ার্সে কার কার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তার একটা লিস্ট করা দরকার। তাই না?'

'খুব সহজ। সদরের সরকারি অফিসে ওই লিস্ট আছে।'

অনিমেষ বলল, 'তা হলে আমরা তৈরি হই। তবে আমি বোলপুর থেকে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করলেই ভাল হয়।'

জুলিয়েন বললেন, 'ঠিক আছে। এখন আপনি কী করবেন?'

'আপার ডুয়ার্সে যেতে হবে। ও দিকে আপনার জানাশোনা কেউ আছে?'

'নিশ্চয়ই। আপনি কবে যাবেন?'

'ধরুন কালকেই।'

জুলিয়েন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর হেসে বললেন, 'আপনার সাহস আছে। এইভাবে একা একা ঘুরছেন, যদি সঠিক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না হয় তা হলে বিপদে পড়তে পারেন। ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যাব।'

'আপনি যাবেন?' অনিমেষ বিস্মিত, 'বাড়ির লোকজন?'

'ছাড়তেই হবে যখন, তখন একটু আগেই ছাড়ি। অবশ্য এখনই কাউকে কিছু বলছি না।' জুলিয়েন কথা শেষ করতেই অনিমেষ হাত বাড়াল। ওরা যখন খুব আন্তরিক করমর্দন করছে ঠিক তখনই দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হল। ওরা তিনজনেই ঘাড় ঘুরোতেই একটি মুখ উঁকি দিয়েই সরে যাচ্ছিল। জুলিয়েন ডাকল, 'বুধুয়া!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর একটি মানুষ আরশোলার মতো হেঁটে এল ভেতরে। অনিমেষ দেখল লোকটার কপাল থেকে রক্ত বের হচ্ছে, হাতে একটা বোঁচকা। এই লোকটাই ছুরি করতে গিয়েছিল।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথা ফাটল কী করে?'

বুধুয়া মুখ নিচু করল। জুলিয়েন উঠে ক্ষতটা পরীক্ষা করে বললেন, 'তেমন কিছু নয়। বিশল্যকরণী পাতার রস লাগিয়ে নে। আর এই ব্যবসা ছাড়তে হবে।'

www.MurchOna.com

খুব নিরীহ গলায় লোকটা বলল, 'খাব কী ?'

জুলিয়েন এবং অনিমেষ পরস্পরের দিকে তাকাল। সিরিল জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কার সর্বনাশ করলে ?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসল বুধুয়া, 'সর্বনাশ আর কোথায় করতে পারলাম। পানিরামের ঘরে গিয়েছিলাম আজ। দুটো থালা নিয়ে এসেছি।'

নামটা উচ্চারণ করা মাত্র অনিমেষরা চমকে উঠল।

ওরা খোলা আকাশের নীচে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ হেঁটে জুলিয়েন বিদায় নেবার জন্য দাঁড়ালেন। অনিমেষ বলল, 'এ-সব চুরি ছ্যাঁচড়ামিতে ওদের গা সয়ে গেছে, এবার আমাদের ডাকাতি করতে হবে।'

আটত্রিশ

খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। এতটা হবে অনিমেষ ভাবেনি। যারা এর আগে কখনও রাজনীতির সঙ্গে সামান্যও যুক্ত ছিল না তারাও দলে আসতে শুরু করেছে। এক ধরনের ছেলে থাকে পরিবারে তারা ঠিক আমল পায় না নানান রকম ব্যর্থতার জন্যে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মন আছে। সেই মনই তাদের টেনে আনছে। আগে হলে অনিমেষ এ নিয়ে সূক্ষ্ম বিচারে বসত, এরকম উচ্ছ্বাসকেই হাউই বলে বাতিল করত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেকসময় মরা মরা বলতে বলতেও তো রাম শব্দটা বেরিয়ে পড়ে। অ্যাডভেঞ্চার করা হোক কিংবা তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাসই হোক, এই করতে গিয়ে যদি কিছু ছেলে সিরিয়াস হয়ে যায় সেইটেই সবচেয়ে বড় পাওয়া। জুলিয়েনকে সঙ্গে পেয়ে কাজ করতে সুবিধে হচ্ছে। দীর্ঘকাল এদিকে ইউনিয়ন করায় ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোতে জুলিয়েন বেশ পরিচিত। চা-শিল্পের সঙ্গে যারা জড়িত, হপ্তার বা মাসের মাইনেতে যাদের সংসার চলে তাদের জুলিয়েন সরিয়ে রাখছিলেন। বলেছিলেন, 'এই সব মানুষ খুব সুখে নেই কিন্তু নিশ্চিত আয় থেকে সরে আসার ঝুঁকি কেউ নেবে না। বরং চা বাগানে যারা নানান কারণে অবাঞ্ছিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।'

বাঙালিদের সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অনিমেষের একধরনের বিরক্তি এসে গেছে। তাঁরা যেন নেতা হতেই জন্মেছেন। দলে যে ক'জন এসেছেন তাঁরা শুধু নানান ধরনের যুক্তি তুলে জ্ঞান দিতে চান। কাজ করবার খুব উদ্যম তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না। বরং দলের মধ্যে একটা উপদল গঠন করার ব্যাপারে বেশ তৎপরতা চোখে পড়ে।

শিলিগুড়ির সঙ্গে অনিমেষের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। প্রায়ই তাকে যেতে হচ্ছে সেখানে। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এ দিকে নির্বাচন এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন পার্টি থেকে প্রচার শুরু করার আয়োজন চলছে। অনিমেষদের দল নির্বাচন বয়কট করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নির্বাচন বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদীদের একটা নতুন ধরনের খেলনা মাত্র কিংবা এমন একটা মাদকদ্রব্য যা দিয়ে দেশবাসীকে পাঁচ বছরের জন্যে বুঁদ করে রেখে দেওয়া যায়। অবশ্য নির্বাচনকে প্রতিরোধ করার কোনও নির্দেশ এখন পর্যন্ত পার্টি থেকে আসেনি।

এই যে প্রস্তুতি চলছে সেটা আর এখন গোপন নেই। বিভিন্ন পার্টি থেকে তাদের হঠকারী উগ্রপন্থী ইত্যাদি বিশেষণ দেওয়া হলেও সরাসরি সংঘর্ষে এখনও ওরা লিপ্ত হয়নি। কিন্তু হাওয়া গরম হয়ে উঠছে দ্রুত। অনিমেষের আশঙ্কা, পুলিশের আগে তাদের হয়তো অন্য পার্টিগুলোর সঙ্গে লড়তে হবে। সংগঠন যত জোরদার হচ্ছে অন্য পার্টিগুলো ততই নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ করছে। এই সঙ্গে আর একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিচ্ছে। যে সব ছেলেকে ওরা দলে টানছে তাদের কোনও কাজ না দিয়ে কতদিন আর চুপচাপ বসিয়ে রাখা যায়। মার্কসবাদের ব্যাখ্যা বা গেরিলাযুদ্ধের প্রকরণ শোনার মতো মানসিক ধৈর্য এদের নেই। জোর করে বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। শুধু ডুয়ার্স কেন, সারা পশ্চিমবাংলায় পার্টিতে এই ধরনের হুলিগান ঢুকছে। নেতাদের বক্তব্য, ভাঙচুর পাথরের টুকরো গড়াতে গড়াতেই মসৃণ হয়। কিন্তু এদের সামলে রাখা যে খুব মুশকিল তা অনিমেষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

কিন্তু যে জিনিসটা অনিমেষকে ভীষণ বিচলিত করছিল তা হল বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দল গঠন করার মধ্যেই তাদের সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এখন অবধি কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। দেশে বিপ্লব দরকার, কেন দরকার কীভাবে সেটা সম্ভব এইসব কথা যাদের

www.MurchOna.com

বোঝাত হবে তাদের কাছে এখনও পৌঁছানো যায়নি। যায়নি তার একটা বড় কারণ যে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। সরাসরি প্রচার করতে গেলে পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বাধা দেবে। তা ছাড়া সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা যায় তা সাধারণ মানুষ বিশ্বাসই করবে না। এবং এই সরকার তো তাদের চেনাশোনা মানুষই চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে লড়ার ব্যাপারে খুব একটা মানসিক জোর পাবে বলে মনে হয় না। লোকাল কমিটির বক্তব্য, স্রোত যদি জোরদার হয় তা হলে জল নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এখনই তাড়াহুড়ো করে বোকামি না করে উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। বিপ্লব হলে সাধারণ মানুষ নিজের স্বার্থেই পথে নামবে। হয়তো ঠিক, তবু অনিমেষের অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না।

জুলিয়েনের ওপর সমস্ত ভার দিয়ে অনিমেষ ট্রেনে চাপল। রিজার্ভড বার্থ কিংবা সিট নয়, বারোয়ারি কামরায় উঠল সবার নজর এড়াবার জন্যেই। শিলিগুড়ি থেকে অনেকেই যাচ্ছে বোলপুরে। যতটা সম্ভব পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কারণ বোলপুরের মিটিং অত্যন্ত গোপনে হচ্ছে। প্রথমে বসার জায়গা পায়নি অনিমেষ। শেষে একটা বাঙ্কের ওপরে বাবু হয়ে বসতে পারল একসময়। এবং এই ট্রেনের দুলুনিতে হঠাৎ মনে হল খুব ক্লান্ত লাগছে। এই দিনগুলোয় নিশ্বাস ফেলার সময় পায়নি। কিন্তু যত দ্রুত ভাল কাজ হয়েছে বলে বোধ হচ্ছিল ঠিক ততটা কি হয়েছে? এতদিন এখানে রইল অথচ সে স্বর্গছেঁড়া বা জলপাইগুড়ির বাড়িতে যায়নি। প্রথম দিকে এড়িয়ে ছিল, শেষের দিকে সত্যি আর সময় হয়নি। অনিমেষ খবর পেয়েছে, মহীতোষ জেনে গেছেন সে উত্তরবাংলায় আছে। পরিচিতজনেরা নিশ্চয়ই খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। স্বর্গছেঁড়া ছাড়া সব জায়গাতেই সে প্রকাশ্যে ঘুরেছে অতএব তাকে দেখতে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। খবরটা ওঁকে বিহ্বল করে দেবে। নিশ্চয়ই ভেবে কোনও কিনারা করে উঠতে পারবেন না। যারা খবর দিয়েছে তারা নিশ্চয়ই তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কথাও জানিয়েছে। বাবার জন্যে অনিমেষের খারাপ লাগছিল। বাঁধা লাইনে তাকে ঘিরে যে আশা উনি করেছিলেন সেটা পূর্ণ করা সম্ভব হল না। কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে ওঁর! অনিমেষ এ নিয়ে ভেবেছে। প্রথমে নিশ্চয়ই খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তারপর একসময় নির্লিপ্ত হয়ে কোনও সম্পর্ক না রাখার জন্যে ছোটমাকে হুকুম করবেন। হয়তো জ্যাঠামশাইকে দাদু যেভাবে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন সেইভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। অনিমেষ জানে সে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে বললে তা মহীতোষের কাছে আরও দুঃখজনক হবে। বরং তার নিজের কথা লিখে সে বাবাকে একটা চিঠি দেবে। পাশাপাশি সরিৎশেখরের মুখ মনে পড়লে অনিমেষের কিন্তু অস্বস্তি হয় না। সে যে সব ছেড়েছুড়ে সক্রিয় রাজনীতির অনিশ্চয়তায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই খবর মোটেই সরিৎশেখরকে চিন্তিত করবে না। একটা মানুষ দীর্ঘজীবন যাপন করে শেষ পর্যন্ত কী লাভ করে তা সরিৎশেখরের চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

অনিমেষ এই রাতের ট্রেনে একা একা যেতে যেতে শুধু একজনের জন্যে অস্বস্তি অনুভব করছিল। মাধবীলতা তাকে ভালবাসে এবং তার মূল্য দিতে একটুও পিছপা নয়। অথচ অনিমেষ যে রাজনীতি করে তার ছায়ায় সে পা রাখছে না। অনিমেষের সঙ্গে জড়িয়েও সে আড়ালে আড়ালে থাকছে। একটি মানুষকে নিঃশর্তে ভালবেসে মাধবীলতারা সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে। তার কাজকর্মের সঙ্গে নিজের মানসিক সংযোগ না থাকলেও তা নিয়ে বিরক্ত করে না। কিন্তু উত্তরবাংলায় দিনরাত এই অনিশ্চিত উত্তেজনায় কাটিয়ে আজ অনিমেষের মনে হচ্ছিল মাধবীলতাকে মুক্তি দেওয়া দরকার। এ ভাবে সে যদি তার জন্যে অপেক্ষা করে তা হলে নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হয়। একজন আমার মুখ চেয়ে রয়েছে অথচ আমি তার জন্যে কিছুই করতে পারছি না এই বোধ তাকে কিছুতেই শান্তি দিচ্ছিল না। মাধবীলতাকে কখনও বিয়ে করতে পারবে কিনা তা সে জানে না। শুধু মেয়েটাকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ? অনিমেষ জানে, ভাল করে বুঝিয়ে বললেও মাধবীলতার কোনও পরিবর্তন হবে না। ও সেই দলের মেয়ে নয় যারা প্রেমিক অক্ষম বুঝলেই সুড়-সুড় করে বাবার আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে অন্য কোথাও বিয়ে করে সংসারী হবে। মুশকিলটা এখানেই। তবুও, অনিমেষ মনে মনে ঠিক করল, এ বার সে সরাসরি মাধবীলতাকে নিষেধ করবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে। প্রয়োজনে কঠোর হতে হবে। অন্তত ওই নরম মনের মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্যে তাকে রূঢ় ব্যবহার করতে হবে। এ ছাড়া তার নিজেরও মুক্তি নেই।

রামপুরহাট ছাড়তেই ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় বাড়ল। পৌষমেলার জন্যে সবাই বোলপুরে যাচ্ছে। আগে কখনও বোলপুরে সে যায়নি। পৌষমেলার কথা কাগজেই পড়েছে। বোলপুর স্টেশনের চেহারা দেখে ওর মনে হল এখানে সভা করে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। এত মানুষের ভিড়ে পুলিশের

www.MurchOna.com

পক্ষে সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকবে না। মেলার মানুষের জঙ্গলে তারা স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে। শিলিগুড়ির খবর অনুযায়ী রাত দশটায় বোলপুর ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গোয়ালপাড়া বলে একটা গ্রামে তাকে যেতে হবে। সেখানে গ্রামের ভাটিখানার পাশ দিয়ে নদীর দিকে একটু এগোলে বাঁ হাতের চার নম্বর বাড়িটা আলোচনার নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনও কারণে স্থানের পরিবর্তন হলে বোলপুর কোঅপারেটিভ স্টোর্সের সামনে বিকেল পাঁচটায় এলেই জানা যাবে। সবাইকে জানানো হয়েছে যে তারা যেন বোলপুরে পৌষমেলা দেখতে যাচ্ছে এমন প্রকাশ পায়। অনিমেষ এ ব্যাপারে অবশ্য খুবই আশ্বস্ত। শান্তিনিকেতন দেখার এমন সুযোগ পাওয়া গেল সেটা উপরি লাভ। তার ওপর সঙ্গে মাধবীলতা থাকায় তাদের তো ভ্রমণবিলাসী বলেই মনে হবে। কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। নিশ্চিন্ত হতে গিয়েই অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ। আবার সে লতাকে বর্মের মতো ব্যবহার করছে। না, এই শেষ, মাধবীলতা যদি বর্ধমানে আসে তা হলে তো আর সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। বোলপুরে মিটিং শেষ হলে যে সময় হাতে থাকবে তখন সে মাধবীলতাকে বোঝাবে, পরিষ্কার হয়ে নেবে।

বর্ধমানে ট্রেনটা থামতেই বুকের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ এরকম উত্তেজনা তার সমস্ত শরীর মনকে আক্রমণ করবে একটু আগেও সে টের পায়নি। মাধবীলতাকে দেখতে পাবে শুধু এই কারণেই তার অবচেতন মন এত অধীর ছিল? এই তো সেদিন সে কলকাতা ছেড়ে গেল! তবে? অনিমেষ নিজেকে সংযত করল। ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়াবার পরও কিছুক্ষণ বসে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে দুপাশে তাকাল। প্রচুর মানুষ বিপরীত প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে সবাই পৌষমেলার যাত্রী। স্পেশাল ট্রেন না দিলে কোনও ট্রেনেই এত লোকের জায়গা হবে না। অনিমেষ কুলিদের সামলে এগোল। মাধবীলতাকে চোখে পড়ছে না। আর একটু খোঁজাখুঁজির পর অনিমেষ আবিষ্কার করল তার শরীর ক্রমশ অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। মাধবীলতা কি আজকের তারিখটার কথা ভুলে গেছে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। তন্ন তন্ন করে প্লাটফর্মটা খুঁজে সে ওভারব্রিজের নীচে এসে দাঁড়াল। মাধবীলতার কিছু হয়েছে! হয়তো খুব অসুস্থ হয়ে শুয়ে রয়েছে হোস্টেলে। এও তো হতে পারে, ওর বাবা জোর করে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিংবা যদি মাধবীলতা এতদিনে তার ভুলটা বুঝতে পেরে থাকে। কথাটা ভাবতেই অনিমেষের বুকের ভেতরটায় দাউ দাউ চিতা জ্বলে উঠল। কোনও চিন্তা আর মাথায় সুস্থভাবে আসছে না। শুধু মনে হল এই ট্রেনটায় তার কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত। সরাসরি হোস্টেলে পৌঁছে মাধবীলতার খোঁজ না করলে সে শান্তি পাবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে শূন্য চোখে ওপরে তাকাতেই নড়ে উঠল। প্রথমে কী দেখেছে তা বুঝতেই কয়েক পলক গেল। তারপর চোখের সামনে কয়েক লক্ষ পদ্ম ভোরের রোদ পেয়ে ঝকমকিয়ে উঠল। যেন বুকের চিতায় কেউ নরম হাত রাখল। অনিমেষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সেই উজ্জ্বল হাসিতে মাখামাখি মুখটাকে নীচে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল। সামান্য সময়, তারপরেই মাধবীলতা ওভারব্রিজটা প্রায় দৌড়ে পার হয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিল। অনিমেষের মনে হল একটা ঝরনা যেন উদ্দাম বেগে তার দিকে ছুটে আসছে।

অনিমেষ একটুও নড়ল না। মাধবীলতাকে দেখে ওর যে শান্তি বুকে ছড়াচ্ছিল তা ক্রমশ অভিমানের ছায়ায় যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই ও তাকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করেছে কিন্তু অযথা এই উদ্বেগে রেখে মজা পাচ্ছিল। সামনে এসে দাঁড়াল মাধবীলতা, 'ওমা, তোমার চেহারা কী হয়েছে? আয়নায় মুখ দেখেছ?'

'তাই এতক্ষণ চিনতে পারোনি?' অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল।

'পারিনি তো! ড্যাঙা, রোগা আর কী কালো হয়ে গেছ।' মাধবীলতার মুখ সত্যি সিরিয়াস, 'খুব অত্যাচার করেছ বুঝতে পারছি। খাওয়া-দাওয়া করতে না?'

'ওখানে তো কোনও শরৎচন্দ্রের নায়িকা ছিল না যে আমাকে পিঁড়ি পেতে খাওয়াতে খাওয়াতে হাওয়া করবে!' অনিমেষ মুখ ঘোরাল।

'খুব কথা শিখেছ। একটু আগে যখন দেখতে পেলাম তখন সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে না দেখতে পেয়ে তুমি না কেমন বোকা বোকা মুখ করে তাকাচ্ছিলে।' মাধবীলতা ঠোঁট টিপে হাসল।

'খুব আনন্দ লাগছিল তাই দেখে?'

অনিমেষের গলার স্বরে এমন একটা পাঁচিল ছিল যে মাধবীলতার হাসি চট করে নিভে গেল।

www.MurchOna.com

সে চট করে অনিমেষের হাত ধরল, 'এই, রাগ করেছ আমার ওপরে ? আসলে আমারই ভুল। এখানে এত ভিড় যে ভাবলাম দাঁড়িয়ে থাকলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তার চেয়ে ওভারব্রিজের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালে তোমাকে আমি ঠিক দেখতে পাব। তা করতে গিয়ে তোমাকে যেই দেখতে পেলাম বুকের ভেতরটা এমন করতে লাগল যে—। আসলে তোমাকে লুকিয়ে তোমায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগছিল। এই, রাগ কোরো না, প্লিজ!'

অনিমেষ দেখল এই পদ্মের মতো মুখ উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গম্ভীর অনিমেষ নিজের অজান্তেই হেসে ফেলল। না, এ মেয়ের ওপর সে কখনওই রাগ করতে পারবে না।

স্পেশাল ট্রেনটা ছেড়ে দিতে হল। এত ভিড় যে ঝুলে যাওয়ারও উপায় নেই। পরের ট্রেনটা প্রায় ঘণ্টা আড়াই পরে। এতক্ষণ এখানে চুপচাপ বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ওরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। অনিমেষ আড়চোখে মাধবীলতাকে দেখছিল। তাকে যাই বলুক মাধবীলতা নিজেও কিন্তু বেশ রোগা হয়েছে। তবে এবার ওকে খুব প্রাণবন্ত লাগছে। উচ্ছ্বাস একটু বেশি। অনিমেষকে দেখে ওর খুশি হওয়ার ব্যাপারটা আর চেপে রাখছে না। বাসস্ট্যান্ড অবধি ওরা হেঁটে এল। আসতে আসতে অনিমেষ জানতে পারল মাধবীলতার বাবা একদিন হোস্টেলে এসেছিলেন। মেয়েকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। একটি ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি চান মাধবীলতা সুখী হোক। এই ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হলে ওরা স্বচ্ছন্দে সারাজীবন আমেরিকায় থাকতে পারে। ছেলেটি সেখানেই সেটলড। মাধবীলতা তার বাবার কথা মন দিয়ে শুনে বলেছে সেটা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক তিতিবিরক্ত হয়ে ফিরে গেছেন। এবং যাওয়ার আগে অনিমেষের নাম জেনে গেছেন। মাধবীলতাই বলেছে। মেয়ে যে এমন মারাত্মক ভুল করছে তা তিনি বিশ্বাস করতেই পারছেন না। নিশ্চয়ই হোস্টেলে গিয়ে অনিমেষ সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন এবং কে জানে স্বর্গছেঁড়ায় অভিযোগ জানিয়ে চিঠিও দিতে পারেন। এ সব বলে মাধবীলতা হাসল, 'তোমাকে বোধহয় আমি খামোকা ঝামেলায় ফেললাম।'

'কী রকম ?'

'এবার বাবা-মায়ের কাছে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'সে দায় বোধহয় আর নেই। কিন্তু তুমি কী ঠিক করছ ?'

'মানে ?'

'তোমার বাবা একটুও অসঙ্গত কথা বলেননি।'

'বুঝতে পারছি না।'

'তোমার এ সব পাগলামি না করে অন্য কোথাও বিয়ে করে সংসারী হওয়া উচিত। আমার কথা ছেড়ে দাও। এইসব করতে করতে কখন কী হবে কেউ বলতে পারে না। আমার জন্যে তুমি বসে থাকবে কেন ?' এ সব কথা বলার জন্যে অনিমেষের মানসিক প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বলতে হবে ভাবতে পারেনি। সুযোগ এসেছে যখন—অনিমেষের কথাগুলো বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মাধবীলতাকে বাঁচাতে এগুলো বলতেই হবে।

'বেশ, আমি তা হলে এখান থেকেই কলকাতায় ফিরে যাই।' মাধবীলতার চোখের দৃষ্টি পালটে গেল। মুখ গম্ভীর এবং ঠোঁটের কোনায় ভাঁজ পড়ল।

'এখান থেকে ফেরার দরকার নেই। বোলপুরে চলো। সত্যি বলছি, এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার দরকার। যত দিন যাচ্ছে আমার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।' শেষ কথাটা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে। একদৃষ্টে সে অনিমেষের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বিষণ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী হয়েছে ?'

'কেন ?'

'এরকম উন্মাদের মতো কথা বলছ!'

'উন্মাদ ?'

'তুমি কি আমাকে একটুও চিনতে পারোনি ?'

মাধবীলতার মুখ দেখে অনিমেষের মনে হল এ বিষয়ে আর একটা কথা বলা মানে রাস্তার মধ্যেই একটি দৃশ্য তৈরি করা। তা ছাড়া ওই মেঘ জড়ানো মুখের দিকে সে আর তাকাতেও পারছিল না। বলল, 'বড্ড খিদে লেগেছে। ট্রেনে কিছুই খাওয়া হয়নি। চলো কিছু খাই।'

www.MurchOna.com

মাধবীলতা কিছুক্ষণ মাথা নামিয়ে ভাবল। তারপর অন্যরকম গলায় বলল, 'এরকম কথা আর কখনও বোলো না। আমি আলু বেগুন মরদা নই।'

কথাগুলো যেন মাধবীলতাকে কাঠিন্যের পরদায় ঢেকে দিল। স্টেশনে দেখা সেই উজ্জ্বল মেয়েটা যেন চট করে ডুব দিল গভীরে। অনিমেষ আর এ ব্যাপারে কথা বলতে সাহস পেল না। বাসস্ট্যান্ডেও প্রচুর ভিড়। ছাদে লোক বসেছে। ডাবল ভাড়ায় ট্যাক্সি ছুটছে। সেদিকে তাকিয়ে মাধবীলতা বলল, 'এদিকে এসো।'

মাধবীলতা উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে যেতেই অনিমেষ অনুসরণ করল। পাশের একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে একগাদা খাবারের হুকুম দিল মাধবীলতা। আগে হলে প্রতিবাদ করত অনিমেষ, কিন্তু এখন চুপচাপ খেয়ে নিল। মাধবীলতা নিজে একটা সিঙাড়া আর চা ছাড়া কিছু নিল না।

মেয়েরা চিরকালই ছেলেদের খাইয়ে একধরনের সুখ পায়। ব্যাপারটা শরৎচন্দ্র-মার্কা সুখ বলে ঠাট্টা করত অনিমেষ। কিন্তু এই মুহূর্তে এ-সব কথা বলতে বাধল তার। এখন মাধবীলতার মুখের দিকে তাকালে একটা ঠাণ্ডা স্রোতের স্পর্শ পাচ্ছিল সে। এ মেয়েকে কী করে বোঝানো যায়, বোঝাতে গেলে নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়। অথচ অনিমেষ বুঝতে পারছে, বুঝলে মাধবীলতার উপকার হত।

কোনওরকমে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সিতে জায়গা পেয়ে গেল ওরা। ড্রাইভারের পাশে চারজনকে বসিয়েছে। অস্বস্তিতে দম বন্ধ হবার জোগাড় কিন্তু কোনও উপায় নেই। পুরো ট্যাক্সিতে এগারোজন লোক। ভাড়া ডবল। মাধবকীলতা জানলার পাশে বসলেও তার শরীরের চাপ অনিমেষের ওপর। নিজেকে পাশের লোকের ওপর প্রায় চাপিয়ে দিয়েও অনিমেষ ওকে স্বচ্ছন্দ রাখতে পারছে না। মাধবীলতার শরীরের স্পর্শ অনিমেষকে বিব্রত করছিল। বিব্রত মাধবীলতাও। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ট্যাক্সিটা বর্ধমান ছাড়িয়ে বীরভূমে ঢুকল। মাধবীলতা নিচু গলায় বলল, 'তোমার মাথায় কোনও বুদ্ধি নেই।'

'সে তো জানা কথাই, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল কেন?'

'আমি যদি সরাসরি বোলপুরে গিয়ে নামতাম আর তুমি যদি এতদূর এগিয়ে না আসতে তা হলে এত ঝামেলা পোয়াতে হত না।'

'সাবধানের মার নেই বলে একটা কথা আছে।'

'তোমার আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। পুলিশ যেন তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে!' মাধবীলতা ঝাঁঝালো গলায় জবাব দিল। ট্যাক্সির ভেতর খুব গুলতানি চলছে। সহযাত্রীরা সব কলকাতা থেকে আসছে। ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে অনিমেষের খেয়াল হল আজ রাত্রে কোথায় থাকবে তাই ঠিক হয়নি। সারারাত মাধবীলতাকে নিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। এদিকে যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে কোনও হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কথাটা মাথায় ঢোকামাত্র অনিমেষের অস্বস্তি শুরু হল। একা থাকলে সব কিছু ম্যানেজ করা যায় কিন্তু একজন মহিলাকে নিয়ে তো তা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আর একটা সমস্যার কথা তার খেয়ালে আসেনি। হোটেলে যদি একটা ঘর পাওয়াও যায় তা হলে মাধবীলতার সঙ্গে এক ঘরে রাত্রে থাকাটা কী ভাবে সম্ভব? না, তার ব্যক্তিগত সঙ্কোচ নেই, নিজের ওপর আস্থা আছে তার। কিন্তু মাধবীলতা নিজে কী ভাবে নেবে ব্যাপারটা? ওরকম গভীর মনের মেয়ে এই ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে কি পারবে! হঠাৎ ওর মনে হল মাধবীলতাকে এখানে আসতে বলেই সে ভুল করেছে। আগে থেকে ভেবে কোনও কাজ করছে না বলেই শেষমেষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে সে।

বোলপুরে মাটিতে নামতেই মেলার গন্ধ পাওয়া গেল। প্রধানমন্ত্রী আজ নাকি ভাষণ টাষণ দিয়ে গেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশের তৎপরতা এখন বেশ হবে। আর মাধবীলতা বাসস্ট্যান্ড ছড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ রাখছিল। রোদের তেমন তেজ নেই এখন। কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল করে স্নান সেরে খেতে ইচ্ছে করছে। মাধবীলতা বলল, 'মেলা তো রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন তো কোথাও গিয়ে উঠতে হবে। চলো দেখি।'

'হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে?'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো পাওয়া যাবে না।'

অনিমেষ একটা রিকশাওয়ালাকে ডাকল। লোকটি খুব তৎপরতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় বাবু? ট্যুরিস্ট লজ?'

অনিমেষ বলল, 'ট্যুরিস্ট লজে জায়গা পাওয়া যাবে?'

www.MurchOna.com

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ হাঁ হয়ে গেল, 'আপনারা জায়গা বুক করেন নাই ?'

'না। হঠাৎই এসে পড়লাম ভাই।'

'এখানে বাবু মাছি ঢোকার জায়গা নেই কোথাও। ট্যুরিস্ট লজ, হোটেল, বোর্ডিং সবখানে লাইন দিয়ে লোক বসে আছে। কোনও চান্স নেই।'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। অবস্থা খুব খারাপ। মাধবীলতা একটু এগিয়ে এল, 'আচ্ছা ভাই, এসেছি যখন তখন কোথাও থাকতে হবে তো। তুমি এখানকার লোক, একটা জায়গার কথা বলো না!'

রিকশাওয়ালার কপালে ভাঁজ পড়ল, 'না দিদি, ভদ্দরলোকের থাকার জায়গা নাই। সারা বছর সব ফাঁকা পড়ে থাকে কিন্তু পৌষমেলার সময় যেন হাভাতের ভিড়ে পড়ে যায়।'

অনিমেষ বলল, 'একটা রাত তো, যেমন হোক একটা জায়গা পেলেই হয়ে যাবে। সারাক্ষণ তো মেলাতেই ঘুরব আমরা। একটু দ্যাখো না।'

লোকটি ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, 'উঠে আসেন, দেখি কী করা যায়।'

স্বস্তিতে বসতে পেরে আরাম লাগল। হিমমাখা হাওয়ায় রিকশা সাঁতারে যাচ্ছে যেন। অনিমেষ বলল, 'দ্যাখো কপালে কী আছে!'

মাধবীলতা হাসল, 'আমি যখন সঙ্গে আছি তখন বিফল হবে না।'

বোলপুর ডিঙিয়ে শান্তিনিকেতনকে পাশ রেখে রিকশাওয়ালা শ্রীনিকেতনের রাস্তায় চলে এল। প্রায় মিনিট দশেক ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পর ডান দিকে একটা মাটির রাস্তায় ঢুকে পড়ল সে। অনিমেষ দেখল সুন্দর সুন্দর বাড়ি হয়েছে এদিকে। মেলায় ভিড়-ভাট্টার ছোঁয়া খুব একটা লাগেনি এখানে। শুধু ট্যুরিস্টরা বড় রাস্তা দিয়ে শ্রীনিকেতনে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা ওদের বসে থাকতে বলে একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। অনিমেষ দেখল বাড়িটার সদর দরজা জানলা বন্ধ। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় যে এখানে লোকজন থাকে না। খানিক বাদে একটি দারোয়ান গোছের লোককে সঙ্গে নিয়ে রিকশাওয়ালা ফিরে এল। এসে এক গাল হাসল, 'আপনারা তো একটা রাতই থাকবেন ?'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল।

রিকশাওয়ালা বলল, 'নেমে আসেন। সব কথা হয়ে গেছে। এ হল এ বাড়ির মালি। বাড়ির বাবু বোম্বেতে থাকেন। এবার আসবেন না তারা। আপনাদের একটা ঘর খুলে দিচ্ছে, আরাম করে থাকুন।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কত দিতে হবে ?'

'তিরিশ টাকা। এত শস্তায় আরামের জায়গা আর কোথাও পাবেন না বাবু। তবে একটা কথা, জানলা খুলতে পারবেন না।'

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'মানে সবাই জানে এখানে কেউ থাকে না। জানলা খুললে পাশের বাড়ির লোক টের পেয়ে গেলে মালিকের কানে যাবে। মানে, একটু গোপনে গোপনে থাকতে হবে বাবু। একটা রাত, শীতকাল, কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তোমায় কত দিতে হবে ?'

'সে যা হয় দেন। আপনাদের যা মন চায়।'

অনিমেষ দুটো টাকা দিতে গিয়ে কী ভেবে তিন টাকা দিল। মুখ দেখে মনে হল লোকটা আরও বেশি আশা করেছিল। এতক্ষণ মালি কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ ওদের দেখছিল। অনিমেষরা রিকশা থেকে নামতেই বাড়ির ভেতর ফিরে চলল সে। রিকশাওয়ালা ফিরে যেতেই অনিমেষরা বাড়ির ভেতর ঢুকল। সামনে বাগান আছে কিন্তু ভাল করে যত্ন নেওয়া হয় না বোঝা যাচ্ছে। সদর দরজা নয়, পাশের খিড়কি দরজা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় বাড়ি। ভেতরে বাঁধানো চাতাল। চাতালের ওপাশে ঠাকুর চাকরের ঘর আর এদিকে ভেতরে যাওয়ার দরজা। মালি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটা দরজা খুলে প্রথম কথা বলল, 'এই ঘরে থাকবেন।'

অনিমেষ দেখল ঘরটা বেশ সুন্দর। বেশ বড় খাট বিছানা চেয়ার সাজানো আছে। ওরা বসা মাত্র লোকটি বলল, 'শুনলেনই তো, জানলা খুলবেন না। আর আমি ছাড়া কেউ ডাকলে সাড়া দেবেন না।'

www.MurchOna.com

অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু স্নান করব কোথায় ?'

'ওপাশে বাথরুমে আছে।' লোকটি একটু এগিয়ে অ্যাটাচ্ড বাথ দেখিয়ে দিল। মাধবীলতা বলল, 'যাঁর বাড়ি তিনি আসেন না।'

'আসেন। তবে এবার আসবেন না। কিন্তু কেউ যদি তাঁর হয়ে আসেন তা হলে চুপচাপ আপনাদের চলে যেতে হবে।'

'সে কী!' আঁতকে উঠল অনিমেষ।

'দ্যাখেন, ভেবে দ্যাখেন।'

মাধবীলতা বলল, 'আর ভাবতে পারছি না। কেউ এলে আমরা চলে যাব।'

'ভাল কথা। আপনারা খেয়ে এসেছেন ?'

'না। এদিকে হোটেল আছে ?'

'আছে। তবে আমি এনে দিচ্ছি।'

'না না। আমরা গিয়ে খেয়ে আসব।'

'সেটা ঠিক হবে না। বারবার যাওয়া-আসা করলে লোকে দেখবে। একবারে বেরিয়ে গিয়ে রাতে ফিরবেন। টাকা দিন।'

মাধবীলতা ব্যাগ খুলে দশ টাকা বের করে দিতে লোকটি বলল, 'ভাড়াটা'। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'ওটাও এখনই দিতে হবে ?'

'হ্যাঁ বাবু। দিতেই তো হবে, আগে আর পরে।'

লোকটি টাকা নিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল এই বড় বাড়িটার বন্ধ ঘরে সে আর মাধবীলতা ছাড়া আর কেউ নেই। সঙ্কোচ কাটাতে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেমন বন্দি বন্দি লাগছে নিজেকে, না ?'

মাধবীলতা তখন হাতের ঘড়ি খুলে টেবিলে রাখছিল। এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কার বাড়িতে কারা এল! লোকটা বোধহয় মাঝে মাঝেই ঘরটা ভাড়া দেয়।'

'কী করে বুঝলে ?' অনিমেষ এগিয়ে এল।

মাধবীলতা আঙুল দিয়ে একটা লেডিস রুমাল দেখিয়ে দিল। কোচকানো রুমালটা টেবিলের কোণে পড়ে আছে। মালিটার চোখ এড়াল কী করে ?

অনিমেষ মাধবীলতার কাঁধে হাত রাখতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। তারপর বলল, 'খুব খিদে পেয়ে গেছে। আমি স্নান করে আসি।' কথা শেষ করেই সে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেল।

রাত জেগে ট্রেনে আসা, দেরিতে স্নান খাওয়ার জন্যে অনিমেষের আলসেমি বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মাধবীলতার পীড়াপীড়িতে ওকে উঠতে হল। বাইরে মিষ্টি রোদের আলপনা, এখন ঘরে বসে থাকার নাকি কোনও মানে হয় না। অথচ অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল এই ঘরে মাধবীলতার মুখোমুখি বসে গল্প করতে। এরকম নির্জনে থাকার সুযোগ ওদের আগে কখনও হয়নি। বেশ সংসারী সংসারী লাগছে। কিন্তু মাধবীলতার বাইরে যাওয়ার জন্যে যে ছটফটানি তার একটা কারণ ওর চোখ এড়াচ্ছিল না। ব্যাপারটা খুব অস্বস্তির। বিশেষ করে মাধবীলতার মতো মেয়ে, যে এক কথায় নিজের বাড়ি ছেড়ে তার জন্যে হোস্টেলে এসে উঠেছে, সে এই নির্জন ঘরে তার সঙ্গে থাকতে যেন ভয় পাচ্ছে। ব্যাপারটা মাধবীলতাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। অনিমেষের মনে হল, যত শক্ত হোক, মেয়েরা কোনও কোনও জায়গায় এক। আগাম কিছু চিন্তা করে দুর্ভাবনায় ভোগে অথচ সেটা মোটেই মুখে প্রকাশ করবে না।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে অনিমেষের মনে হল আজকের দুপুরটা সত্যিই চমৎকার। পৌষমেলায় এখানে বোধহয় প্রতি বাড়িতে অতিথি আসে। বাড়িগুলোর সামনের লনে কিংবা বাগানে রোদ পোয়ানোর ভিড় দেখলেই তা বোঝা যায়। বেশ উৎসবের মেজাজ এখন শান্তিনিকেতনে। শ্রীনিকেতন থেকে যে রাস্তাটা সোজা শান্তিনিকেতনের ভেতরে চলে গেছে ওরা সেই পথ ধরল। বেশ ভিড় এখানেই। পাশাপাশি হাঁটতে মাধবীলতা বলল, 'দারুণ!'

'কী দারুণ ?'

'জায়গাটা।'

'তাই বলো।'

'কেন, তুমি কী ভেবেছিলে ?'

www.MurchOna.com

'আমি তো অনেকরকম ভেবে থাকি। সেগুলো তো আর সত্যি হয় না।'

'যেমন ?'

'ধরো, আজ দুপুরে তোমার সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি যেমন করে বাইরে আসার জন্যে ছটফট করছিলে তাতে নিজেকে রাক্ষস-টাক্ষস মনে হচ্ছিল।' অনিমেষ খুব লঘু গলায় বলল।

মাধবীলতা চট করে অনিমেষের মুখ দেখে নিল। হলুদ শাড়ি আর ফরসা গালে এমন একটা শ্রীমাখানো ওর চেহারায় যে অনিমেষ সেই দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার পর চোখ ফেরাতে পারল না।

মাধবীলতা মুখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তুমি কিস্যু বোঝো না।'

'বুঝি না ?'

'না। আমরা যদি সারা দুপুর ঘরে বসে থাকতাম তা হলে দারোয়ানটা যা অনুমান করেছিল তা সত্যি বলে ভাবত। আমরা যে এখানে বেড়াতে এসেছি, ঘরে বসে থাকতে নয়, এটা ওকে বোঝানো দরকার ছিল।'

'যাচ্চলে! ও যে আমাদের সম্পর্কে এত ভাবছে তা তুমি জানলে কী করে ?'

'আমরা যখন রিকশা ছেড়ে দিলাম তখন থেকে লোকটা আমার মাথার দিকে তাকাচ্ছিল। যে কেউ বুঝতে পারবে আমি বিবাহিতা নই।'

'সিঁদুরের কথা বলছ ? আমরা তো খ্রিস্টানও হতে পারি।'

'বাজে বোকো না। বিবাহিতা মেয়েদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

অনিমেষ চমকে মাধবীলতাকে দেখল। ও মাথা নিচু করে হাঁটছে। তর্ক করতে পারত অনিমেষ। শুধু দারোয়ানের জন্যেই ঘর ছাড়া হতে হল এটা সে মানতে পারছে না। কিন্তু মেয়েরা কখনও কখনও সত্যি কথাটা আড়াল করতে একটা কিছু বাহানার ঘোমটা টানে, জেনে শুনে সেটা নিয়ে টানাটানি করে কী লাভ ?

সারাটা দুপুর ওরা শান্তি নিকেতন দেখল। আজ খুব ভিড়। বেশির ভাগ ঘরবাড়ির দরজা বন্ধ। কিন্তু ছড়িয়ে থাকা ভাস্কর্যগুলো, মাঠঘাট, ছাতিমতলা, শ্যামলী অথবা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-সংগ্রহশালা দেখতে দেখতে সময়টা কখন ফুরিয়ে গেল। মাধবীলতা বলছিল, 'রবীন্দ্রনাথ এখানে ছিলেন আর তাঁর চারপাশে সেইসব বিখ্যাত মানুষ ঘিরে আছেন—কথাটা ভাবলেই কেমন শিহরণ লাগে।'

অনিমেষ বলল, 'ধরো, এই পথ দিয়ে নন্দলাল হেঁটে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখে রামকিঙ্কর শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে গেছেন। দিনু ঠাকুর, দীনবন্ধু এনড্রুজ, প্রভাত মুখার্জী, জগদানন্দ রায়ের সঙ্গে একটু এ-দিকে গেলেই দেখা হয়ে যাবে। আর এইসব ছেড়েছুড়ে অপারেশনের জন্যে শেষবার কলকাতায় যাওয়ার আগের ভোরে ছেলেমেয়েরা তাদের গুরুদেবকে গান শোনাচ্ছে বাইরের মাঠে দাঁড়িয়ে। রবীন্দ্রনাথের চোখে জল। সেই ভোরটায় তাঁর শান্তি নিকেতন কখনওই শান্তির ছিল না তাঁর কাছে।'

মাধবীলতা বলল, 'আমি এই প্রথম এলাম এখানে। আমাদের জন্যে কেউ এত সুন্দর জায়গা তৈরি করে গিয়েছিলেন, পড়াশুনা শুধু ভালবাসা থাকলে কতটা আন্তরিক হতে পারে — এখানে না এলে বুঝতাম না।'

"অথচ দ্যাখো, ছেলেবেলা থেকে আমরা গল্প শুনতাম এখানকার ছেলেরা নাকি মেয়েলি, এই গরু সরে যা— বলে, অথচ এখানে এসে একজনও তো তেমন চোখে পড়ল না।'

'আমার কিন্তু এখানে এসে একটা লাভ হয়েছে।'

'কী ?'

'তোমাকে।'

'মানে!'

'তুমি যতই বিপ্লবের কথা বলো, দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন চাও, আসলে ভেতরে ভেতরে তুমি খুব রোমান্টিক।'

'কী করে বুঝলে ?'

'রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গেলে তোমার মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে যায়। ঠিক কি না বলো ?' দু'চোখে ঝকঝকে হাসি মাধবীলতার।

অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল। 'যা কিছু সচল তাই তো বিপ্লবের অবলম্বন। জড়পদার্থ কখনও বিপ্লব করতে পারে না। প্রকৃত বিপ্লবী যে সে কিন্তু মনে মনে ভীষণ রোমান্টিক। চে গুয়েভারা কিংবা মাও

www.MurchOna.com

সে তুং তো কাঠখোট্টা লোক ছিলেন না। অবশ্য রোমান্টিক যে সেই বিপ্লবী হবে এমন আশা করা যায় না, কিন্তু বিপ্লবী যে, তাকে কিন্তু রোমান্টিক হতেই হবে। রোমান্স মানে জানো তো?' মাধবীলতার দিকে দুষ্টুমিচোখে তাকাল অনিমেষ।

'সুন্দরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং অজানাকে জানতে চাওয়া।'

'বাঃ, গুড। এরকম সুন্দরী মহিলাকে যখন জানতে চেয়েছি তখন অবশ্যই আমাকে রোমান্টিক বলা যায়।'

'আমি মোটেই সুন্দরী নই। আর তোমাদের জানার আগ্রহটা একবার মিটে গেলেই তো প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।'

'সেটা যাকে জানতে যাচ্ছি তার বিশালতার ওপর নির্ভর করে।'

মাধবীলতা ভ্রুকুটি করল। তারপর হাতে রাখা শালটা খুলে শরীরে জড়িয়ে নিল। এখন বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব বাতাসে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সারা দুপুর ধুলো মেখে শরীর বেশ ক্লান্ত। কাছাকাছি কোনও রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ছিল না যে সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যায়। কোঅপারেটিভের সামনের মাঠটা বাসে বাসে ভরতি। সারা বাংলা ছাপমারা বাসগুলো মেলার যাত্রী নামিয়ে এখানে জিরোচ্ছে। অনিমেষরা কোঅপারেটিভের সামনে এসে দাঁড়াতেই আলো জ্বলে উঠল। তেরাস্তার মোড় এটা। কোনও খবর থাকলে এই সময়েই এখানে সেটা পাওয়ার কথা। মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো, মেলায় যাই।'

অনিমেষ বলল, 'মেলা তো সারা রাত ধরে চলবে। একটু জিরিয়ে যাই। পা ব্যথা করছে।'

'বাব্বা, এটুকু হেঁটেই পা ব্যথা। তা হলো চলো কোথাও বসি।'

অনিমেষ এখন এই জায়গা ছেড়ে যেতে রাজি নয়। অথচ সে কথা মাধবীলতাকে বলাও যাচ্ছে না। মাধবীলতা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে, আর মেলায় যাওয়ার কথা তুলল না। অনিমেষ দেখছিল স্রোত বয়ে যাচ্ছে রাস্তায়। এত মানুষের ভিড়, রিকশার আওয়াজ ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। প্রায় মিনিট কুড়ি দাঁড়ানোর পর অনিমেষের মনে হল সব ঠিকঠাকই আছে। না হলে কেউ না কেউ এতক্ষণে এসে যেত। গোয়ালপাড়া এখান থেকে কত দূর কে জানে। মাধবীলতার সামনে খোঁজখবর নিতে বাধছে। আবার এই ব্যাপারটা মাধবীলতাকে লুকিয়ে করতেও সঙ্কোচ হচ্ছে ওর। সে বলল, 'চলো, এবার মেলার দিকে যাওয়া যাক।'

ভিড় বাঁচিয়ে পাশে হাঁটছিল মাধবীলতা। হঠাৎ বলল, 'তোমার কোনও কাজে বাধা দিইনি আমি। বলতেই তো পারতে এখানে দাঁড়ানোটা তোমার একটা কাজের মধ্যে পড়ে।'

অনিমেষ কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ও দেখল, কথাটা বলার পর তার উত্তর শোনার আগ্রহ মাধবীলতার মুখে নেই। সে চারপাশের বাগান লোকজন আগ্রহ নিয়ে দেখছে। মেলার মাঠ যত এগিয়ে আসছে তত শব্দ বাড়ছে। মাইক বাড়ছে। জমজমাট ভিড় আর অজস্র দোকানের আলো মানুষদের চুম্বকের মতো টানছে। সেদিকে তাকিয়ে একটা চিন্তা বিদ্যুৎচমকের মতো অনিমেষের মাথায় ঝলসে উঠল। আজ রাত্রে ওদের যে গোপন মিটিং হচ্ছে সেখানে মাধবীলতাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তা হলে এই সময়টা মাধবীলতা কোথায় থাকবে? মিটিং কতক্ষণ চলবে আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। মাধবীলতা অবশ্য জানে অনিমেষ গোপন মিটিং-এ যোগ দিতে শান্তিনিকেতনে এসেছে। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও আলোচনা করেনি, ঔৎসুক্য দেখায়নি। এই রাত্তিরে একা যুবতী মেয়েকে রেখে যাওয়াটা অত্যন্ত দায়িত্বহীন ব্যাপার হবে অনিমেষ বুঝতে পারছিল। অবশ্য তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে মাধবীলতাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে বলে সে মিটিং-এ যেতে পারে। একা থাকার ঝুঁকি থাকছে বটে কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ থাকলে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

মেলায় ঢুকে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধবীলতা। তেষ্টা পেয়েছিল। ওরা দু কাপ চা নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খাচ্ছে এমন সময় খুব চাপা গলায় নিজের নামটা শুনতে পেল অনিমেষ। ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে, হাতের কাপের চা চলকে উঠল, অনিমেষ মুখ ঘুরিয়ে দেখল ওর, ঠিক পাশেই একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। আলোয়ানে মোড়া শরীর এবং মাথার ফাঁক দিয়ে শুধু এক গাল দাড়ি আর চোখ দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত; কিন্তু অনিমেষ চিনতে পারল।

অনিমেষ বলল, 'বলো।'

সুবাসদা বলল, 'তোমার এ ভাবে ঘুরে বেড়ানোটা ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন?'

www.MurchOna.com

'বোলপুর স্টেশনে আমাদের দু'জন ছেলেকে পুলিশ ধরেছে। মেলা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও।' সুবাসদা যেন নিজের মনেই কথা বলছিল। অনিমেষ আড়চোখে মাধবীলতার দিকে তাকাল। চা খেতে খেতে মাধবীলতা এর মধ্যে একটু সরে দাঁড়িয়েছে। দৃষ্টি অন্য দিকে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে সে অনিমেষের সঙ্গে সুবাসদার কথাবার্তায় অসুবিধে না হওয়ার জন্যে এইরকম ভঙ্গি করছে।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের মিটিং হচ্ছে তো?'

সুবাসদা বলল, 'হ্যাঁ। কারণ যারা ধরা পড়েছে তারা জানত না কোথায় মিটিং হবে। ঠিক সময়ে নির্দেশ পাবে জেনে এসেছিল। মেয়েটি কে?'

'আমার আত্মীয়।' কথাটা আচমকা মুখে এসে গেল অনিমেষের।

'বিশ্বাস করা যায়?'

অনিমেষ নীরবে ঘাড় নাড়ল।

'তুমি দায়িত্ব নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ'। কিন্তু কী ব্যাপার?'

সুবাসদা আলোয়ানের নীচ থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে অনিমেষের হাতে দিয়ে দিল, 'এটা ওর কাছে রাখতে বলো। সাবধানে।'

'কী আছে এতে?'

'এমন কিছু যা সঙ্গে থাকলে আমার বিপদ হবে। মনে হচ্ছে আমি খুব সেফ নই। তোমরা কোথায় উঠেছ?'

'একটা বাড়িতে।'

'ওকে সেখানে ফিরে যেতে বলো। মিটিং-এর পর আমি গিয়ে জিনিসটা ফেরত নিয়ে নেব। তোমরা আর দাঁড়িয়ো না।' কথাটা শেষ করেই সুবাসদা চোখের পলকে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

মাধবীলতা চায়ের দাম দিয়ে অনিমেষের দিকে ফিরতেই সে খালি কাপটা নামিয়ে রেখে প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল। সামান্য ভ্রূকুটি কিন্তু মাধবীলতা ওটাকে নিয়ে ওর দিকে তাকাল।

অনিমেষ বলল, 'কী আছে জানি না তবে খুব গোপনে রাখতে হবে। তুমি রাখতে পারবে?'

মাধবীলতা বলল, 'না পারলে কী করবে? আমি রাখব জেনেই তো তুমি প্যাকেটটা নিয়েছিলে।'

অনিমেষ বলল, 'আমি তোমাকে জড়াতে চাইনি কিন্তু।'

'ঠিক আছে। কথা বাড়িয়ো না।' মাধবীলতা প্যাকেটটাকে কাপড়ের আড়ালে এমনভাবে চালান করে দিল যে অনিমেষ স্বস্তি পেল। এক মুহূর্ত মেলার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'আমার পক্ষে মেলায় ঘোরা ঠিক হবে না। তুমি কী করবে?'

'আমি একা একা ঘুরতে পারব না। ভাল লাগে একা একা ঘুরতে?'

'তা হলে?'

'তোমার মিটিং কটায়?'

'দেরি আছে।'

'তা হলে চলো বাড়িতে ফিরে যাই।'

'এখন বাড়িতে ফিরে কী করবে?'

'গল্প করব। মুখোমুখি বসে।' মুখ টিপে হাসল মাধবীলতা।

'আমি যখন বেরিয়ে আসব তখন একা থাকতে পারবে?'

'কী আশ্চর্য। ঘরটার তো দরজা জানলা আছে। আর সেটা এই খোলা আকাশের চেয়ে নিশ্চয়ই বেটার, তাই না?'

খারাপ লাগছিল মেলা ছেড়ে যেতে কিন্তু প্যাকেটের ভেতরে কী আছে না জেনে এ ভাবে ঘুরে বেড়ানোর ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না। একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়ে অনিমেষ ডাকল। মাধবীলতা প্রতিবাদ করতে গিয়ে কী ভেবে চুপ করে গেল।

বিপরীতমুখী ভিড় ঠেলে ওরা যাচ্ছিল। রিকশায় ওঠার পর যেন ঠাণ্ডাটা আরও বেড়ে গেল। অনিমেষের শীতবস্ত্র এই ঠাণ্ডার পক্ষে মানানসই নয়। উত্তরবাংলায় যা গায়ে দেওয়া যায় তা এখানে বয়ে আনার কথা মনে ছিল না। মাধবীলতার গায়ে চাদর আছে কিন্তু বোধহয় মেয়েদের শীতবোধ একটু কম।

www.MurchOna.com

রিকশাটা বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে ওরা কাঁচা পথটা হেঁটে আসছিল। দুপাশের বাড়িগুলোর আলো জানলা দরজা বন্ধ থাকায় বাইরে আসছে না। ওরা গেট সরিয়ে বাগানে ঢুকল। অন্ধকার ঝুপসি হয়ে রয়েছে বিরাট বাড়িটায়। কোনও মানুষ আছে কি না টের পাওয়া যাচ্ছে না। খিড়কি দরজা দিয়ে ওরা চাতালে ঢুকে দেখল একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ওদের শব্দ পেয়ে দারোয়ান মুখ বের করে বলল, 'ও আপনারা। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে?'

অনিমেষ বলল, 'রাত্তিরে আবার বের হব তাই একটু বিশ্রাম নিতে এলাম।'

'খাওয়াদাওয়া কোথায় করবেন?'

অনিমেষের খেয়াল হল রাত্তিরে সে একাই বেরুবে। অতএব মাধবীলতার জন্যে খাবার দরকার। সে একটু এগিয়ে আলো জ্বালা ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে ভেতরে উনুন জ্বলছে। লোকটি আটা মাখছিল।

'ভাবছি খেয়েই বের হব। তুমি তো নিজের খাবার বানাচ্ছ। আমাদের জন্যে কয়েকটা রুটি আর তরকারি করে দাও না। দামটা নিয়ে নাও।'

'ডিম খাবেন?'

'ডিমের ঝোল রুটি? বাঃ, খুব ভাল।'

'করে দেব?'

'টাকাটা এখন নেবে?'

'থাক খেয়েই না হয় দেবেন।'

লোকটি ওদের পেছনে পেছনে ঘর অবধি এল। দরজাটা ভেজানো ছিল। অনিমেষ সেটা খুলে দেখল টেবিলে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

দারোয়ান বলল, 'বিজলি আলো জ্বালবেন না বাবু। লোকে টের পাবে।'

একটু বিরক্ত হলেও অনিমেষ বলল, 'ঠিক আছে।'

দরজা ভেজিয়ে লোকটি বিদায় হলে অনিমেষ বলল, 'কেমন চোর চোর লাগছে নিজেকে। এ ভাবে মাথা নিচু করে থাকতে ভাল লাগে না।'

'উপায় না থাকলে কী করা যাবে। লোক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এই শীতে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কথা ভাবো তো!' মাধবীলতা গায়ের চাদর খুলে প্যাকেটটা হাতে নিয়ে চিন্তা করছিল। তারপর কী ভেবে সেটাকে একটা আলমারির মাথায় রেখে দিল।

'ব্যবস্থা না করে যারা আসে তাদের তো ভুগতেই হবে।' অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখল সেটা কাজ করছে না। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ভুতুড়ে আলো ম্যাড় ম্যাড় করছে।

মাধবীলতা বলল, 'আমরা কি ব্যবস্থা করে এসেছিলাম?'

'আমাদের সঙ্গে বাচ্চা নেই।'

'নেই!'

বলে হেসে ফেলল মাধবীলতা।

অনিমেষ ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল, 'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'ইয়ার্কি কেন! তোমার মতো বৃদ্ধ রাশভারী মানুষের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে পারি?' মাধবীলতা খাটের ওপর গুছিয়ে বসল।

অনিমেষ বলল, 'আমি বৃদ্ধ রাশভারী?'

'তা নয় তো কি? ইউনিভার্সিটিতে পড়া একটা ছেলে সব সময় গোমড়া মুখ করে থাকবে? যেন পৃথিবীর সব দুশ্চিন্তা তার মাথায়। চমৎকার!'

'কথাটা এই প্রথম কেউ আমাকে বলল।'

'তোমার দুর্ভাগ্য।'

'হঠাৎ এ-কথা মনে হচ্ছে কেন?'

'হঠাৎ নয়। আজ অবধি আমাকে নিয়ে তুমি কোনও সিনেমা দেখতে যাওনি। এই বয়সে ছেলেরা সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন নিয়ে আলোচনা করে, সমরেশ বসুর 'বিবর' নিয়ে তর্ক করে, তুমি করো না। তোমার ব্যবহার একটু অ্যাবনরম্যাল না?'

কথাটা অনিমেষের মাথায় কখনও আসেনি। সে মাধবীলতার প্রতিবাদ করল না। হেসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

www.MurchOna.com

'কিছু নয়। এগুলো করছ না বলে আমার অবশ্য বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।' মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করল।

অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে মাধবীলতার মাথায় হাত রাখল, 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন?'

'ঝগড়া? কই না তো!'

'তা হলে এত কড়া কথা শোনাচ্ছ যে! সবাই তো একরকম হতে পারে না।'

'একরকম হওয়ার কথা আমি বলিনি।'

প্রায় অজান্তেই অনিমেষ মাধবীলতার মাথায় হাত দিয়েছিল। মাধবীলতার মুখ এখন গম্ভীর অথচ ছেলেমানুষির কতগুলো রেখা সে মুখে অদ্ভুত মায়ায় খেলা করছে। অনিমেষ খুব ধীরে ওর চুলে হাত বোলাতে লাগল। মাধবীলতা মুখ নামিয়ে অনিমেষের বাজুতে গাল রাখল। নরম এবং উষ্ণ চাপ অনিমেষকে বিহ্বল করে তুলছিল। সে মুখ ফিরিয়ে মাধবীলতার দিকে তাকাতেই দেখল তার দু'-গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। বিস্মিত অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ?'

মাথা নেড়ে না বলল মাধবীলতা কিন্তু চোখের জল মোছার কোনও চেষ্টা করল না। অনিমেষ কিছুক্ষণ ওইভাবে নীরবে বসে থেকে ধরা গলায় বলল, 'লতা এখনও সময় আছে। তুমি ভেবে দ্যাখো।'

মাধবীলতার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। সে মুখ সামান্য তুলে অনিমেষের দিকে তাকাল। অনিমেষ বলল, 'তুমি যাই বলো না কেন আমি তো ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। জানি না কোনওদিন আমাদের বিয়ে-থা করার সুযোগ আসবে কিনা। কলকাতা শহরে একটি যুবতী মেয়ের পক্ষে কোনও নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি ছাড়া অনন্তকাল অপেক্ষা করার সম্ভব নয়।'

'সেটা আমি বুঝব।' মাধবীলতার গলার স্বর শক্ত।

'না। আমাদের এই সমাজে একটা মেয়ে একলা বিপ্লব করতে পারে না।'

'বললাম তো সমস্যা আমার। আমি তোমার বিপ্লবের ব্যাপারে যখন কথা বলছি না তখন তুমি আমাকে আমারটা ভাবতে দাও।'

'কিন্তু?

'কীসের কিন্তু?'

'আমার জন্যে একটা মেয়ে এ ভাবে অপেক্ষা করছে অথচ তাকে এক ফোঁটা সুখ দেবার ক্ষমতা আমার নেই!'

'সুখের তুমি কী জানো?'

অনিমেষ বলতে চাচ্ছিল কিছু কিন্তু মাধবীলতা খুব দ্রুত তার মুখের হাত চাপা দিল 'কথা বোলো না। আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই সুখ তো সারাজীবন ধরে সমুদ্রের মতো দুলতে পারে না, এক বিন্দুতে মুক্তোর মতো স্থির হয়ে থাকে। আমার কাছ এই মুহূর্তটুকুর চেয়ে দামি আর কিছু নেই।'

অনিমেষ দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরতেই মাধবীলতা মুখ উঁচু করে তাকে চুম্বন করল। মুহূর্তেই সব বাঁধ ভেঙে গেল অনিমেষের। এই মেয়ে যার মুখ হাজার পদ্মের চেয়ে সুন্দর, যার শরীর স্বপ্নের আলোয় উজ্জ্বল তাকে এমন করে কাছে পেয়ে তার সমস্ত বিবেকের দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার যেমন ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকে না তেমন ভাবে সে টালমাটাল হল। মাধবীলতার মতো মেয়ে যে কিনা প্রতিটি কথা ওজন দিয়ে বলে, অনাবশ্যক কৌতূহল দেখায় না, নিজেকে যন্ত্রণা দিয়েও মুখ খুলে কষ্টের কথা বলে না, সে অনিমেষকে আঁকড়ে ধরল লতার মতো আন্তরিকতায়। যেমন করে প্রথম বৃষ্টি পতনের সময় মাটি সোঁদা গন্ধ ছড়ায়, যেমন করে রোদ্দুরে পুজোর গন্ধ এলে কাশগাছ সাদা ফুলে মুড়ে যায় ঠিক তেমনি করে সে নিজেকে খুলে ধরল। ঝড়ের মতন সে সমস্ত কৃপণতা ছেড়ে অনিমেষকে গ্রহণ করল আকণ্ঠ এবং আশরীর।

ঝড় থেমে গেলে চারধার কেমন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ভেঙে যাওয়া প্রকৃতির ছড়ানো ছিটানো চেহারায় এমন একটা রিক্ততা থাকে যা বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। মাধবীলতা বালিশে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। অনিমেষ সেদিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। উত্তেজনার মুখে যে বোধটির হদিস থাকে না সেটি এখন তাকে আচ্ছন্ন করল। সে উঠে বসতেই মাধবীলতার হাত তাকে আঁকড়ে ধরল। অনিমেষ দেখল মাধবীলতার মুখ এখনও অন্যদিকে ফেরানো অথচ তার প্রতিটি নড়াচড়া সে টের পাচ্ছে।

www.MurchOna.com

'উঠো না।' মাধবীলতার গলার স্বর পালটে গেছে।

অনিমেষ আবার নিঃশব্দে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণ উন্মাদনায় যেগুলো টের পায়নি সেগুলো অনুভবে এল। মাধবীলতার শরীরের গন্ধ, স্পর্শ এবং পাশাপাশি থাকার এক আবেগ তাকে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল যে আজ তার জীবনের অন্যতম পাওয়ার দিনটিকে সে ব্যবহার করতে পারল না। এমন তাড়াহুড়ো করে কোনওরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া যৌবনের ব্যবহার সে কখনও চায়নি। অথচ বাস্তবে তাই হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে অনিমেষ কথা বলল। নিজের গলার স্বর এখন নিজের কাছেই অচেনা লাগছে, 'তুমি রাগ করেছ?'

মাধবীলতা তখনও একই ভঙ্গিতে শুয়ে, বালিশ থেকে মুখ সরায়নি, শুধু তার একটা হাত অনিমেষের হাত আঁকড়ে আছে। প্রশ্নটা কানে যেতে ধীরে ধীরে হাত ছেড়ে দিয়ে চিত হল। তারপর খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

কেন? অনিমেষ ধাক্কা খেল। এই কেন-র উত্তর সে কী করে দেবে? এখন উত্তর না দেবার চেয়ে প্রশ্ন করার লজ্জায় সে চুপ করে রইল।

মাধবীলতা কিন্তু বিষয়টা থামাতে চাইল না, 'উত্তর দিলে না যে!'

অনিমেষ বলল, 'আমি এইভাবে চাইনি।'

মাধবীলতার ঠোঁট নড়ল, 'ও।'

অনিমেষ খোলাখুলি বলল, 'তোমার যোগ্য হয়ে, তোমার মর্যাদা দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করার সঙ্গে আজকের এই ঘটনা মেলাতে পারছি না। বিশ্বাস করো, আমি এক মুহূর্তও চিন্তা করিনি এরকম কিছু ঘটতে পারে।'

মাধবীলতা তার দুই চোখ অনিমেষের মুখের ওপর রেখে বলল, 'তুমি কি আমার যোগ্য নও? তুমি কি আমার অমর্যাদা করেছ? আমি ছাড়া অন্য কাউকে তুমি স্ত্রী বলে ভাবতে পারতে?'

'না, কখনও না।'

'তা হলে?'

'কী তা হলে?'

'নিজেকে এত অপরাধী ভাবছ কেন? তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনতে আমার খারাপ লাগছে।'

'কিন্তু —' আশঙ্কার কথাটা বলতে গিয়ে অনিমেষ চুপ করে গেল। মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'তোমাকে বিব্রত করব না।'

অনিমেষ বলল, 'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

মাধবীলতা দু'হাতে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল, 'তোমাকে কিচ্ছু বুঝতে হবে না তুমি শুধু এমনি করে ভালবেসো।'

অনিমেষ এখন শান্ত। মনের মধ্যে যে কাঁটা ফুটেছিল তার দপদপানি না কমলেও এই মুহূর্তে মাধবীলতার আলিঙ্গনে সে অনাস্বাদিত শান্তি পেল। নারী-পুরুষের আলিঙ্গনে কামবোধ ছাড়াও আর এক ধরনের আনন্দ আছে, তার অস্তিত্ব জেনে সে পূর্ণ হল।

দরজায় শব্দ হতে মাধবীলতা লাফ দিয়ে উঠে বসল। অনিমেষ দেখল সে দ্রুত বেশবাস চুল ঠিক করে নিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে দরজা খুলে দিচ্ছে। দারোয়ান খাবারের থাল নিয়ে ঘরে ঢুকে ওদের দিকে একবার রসালো চোখে তাকিয়ে ওগুলো রেখে বেরিয়ে গেল।

মাধবীলতা দরজা ভেজিয়ে বলল, 'এসো খেয়ে নেবে।'

অনিমেষের আলস্য লাগছিল, 'একটু বাদে।'

'উহু, তোমার দেরি হয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে।'

কথাটা মনে করিয়ে দিতেই অনিমেষ তড়াক করে খাট থেকে নামল। নেমে ঘড়ি দেখল। সত্যি প্রায় সময় হয়ে গেছে। এখান থেকে গোয়ালপাড়া যেতে হলে কত সময় লাগবে তার জানা নেই। শুনেছে কো-অপারেটিভ অফিসের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা শান্তিনিকেতনের উলটোদিকে চলে গেছে সেটি দিয়ে মাইল খানেক যেতে হবে।

সে দেখল মাধবীলতা তার সামনে খাবারের থালা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খাবে না?'

'এখন ভাল লাগছে না। পরে খেয়ে নেব।'

www.MurchOna.com

'কী আশ্চর্য। নাও, খেয়ে নাও।'

'নাগো। তুমি খাও।'

'কী ব্যাপার?'

'বলছি তো পরে খাব। তুমি আর দেরি কোরো না।'

অনিমেষ আর কথা বাড়াল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করে বলল, 'লোকটাকে বলে যাচ্ছি কাল ভোরে বাসনপত্র নিয়ে যাবে। আর সেইসময় টাকা দিয়ে দেব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি শিগগিরই ফিরে আসছি।'

'ঠিক আছে।' অনিমেষকে এগিয়ে দিতে দরজায় দাঁড়াল মাধবীলতা।

অনিমেষের খুব খারাপ লাগছিল মাধবীলতাকে এ ভাবে একা ফেলে যেতে। অন্তত একটু আগের ঘটনার পরে তার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু নিজেকে শক্ত করল সে। দরজা খুলে একবার পেছনে তাকাতেই মাধবীলতা মুখ তুলে হাসল, 'এসো, আমি তোমার জন্যে জেগে থাকব।'

উনচল্লিশ

সন্ধে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সেটা পেরোলেই শান্তিনিকেতন শীতের কোলে মুখ লুকোয়। আজ মেলার মাঠে সারা রাতের উৎসব। কিন্তু এই শ্রীনিকেতনের পথে অথই ঘুম। এরকম একটা কাণ্ড এই শহরে হচ্ছে তা বোঝা যাবে না এ পথে হাঁটলে। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই, আশেপাশের বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ। অনিমেষের হাঁটতে খুব ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল।

পকেটে যা পয়সা আছে তাতে একটা রিকশা অনায়াসেই করা যেতে পারে। কিন্তু সন্ধেবেলাতেই বোঝা গেছে শীতের রাতে রিকশায় চাপা কী বোকামি হবে। ঠাণ্ডাটা জোরে জোরে হাঁটলে কমে যায়। কিন্তু জোরে হাঁটার মতো মেজাজই আসছে না আজ। বারবার ঘুরে ফিরে মাধবীলতার মুখ ওর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। স্ফীত অধর, মুদিত চোখ—এ অন্য মাধবীলতা। সমস্ত শরীর এখন সেই মাধবীলতার স্পর্শে আচ্ছন্ন। জীবনে এই প্রথমবার একটি নারী শরীরের রহস্যে আচমকা ঢুকে পড়ল। এখন বেরিয়ে এসেও মনে হচ্ছে কিছুই জানা হল না কিন্তু প্রথম অভিযানের রহস্যটুকু আর রইল না।

শান্তিনিকেতনের রাস্তায় এই নির্জন রাতে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল, আজ একটু আগে কোথায় যেন গিঁট পড়ল। দাদু পিসিমা বাবা কিংবা ছোটমা যে গিঁঠ দিতে পারেনি, রক্তের সম্পর্কে যে টান তাকে জড়াতে পারেনি যেন সেই অনুভব তাকে আচ্ছন্ন করছে। মনে হচ্ছে সে আর একা নয়। মাধবীলতা যতই বলুক এ ব্যাপারে অনিমেষের কোনও দায়িত্ব নেই কিন্তু অনিমেষ সে-কথা কিছুতেই মানতে পারবে না। না, কোনও অপরাধবোধ নয়, পেছনে ছায়া রেখে হেঁটে যেতে ইচ্ছে হয় না, ছায়া থাকবে পায়ের তলায়।

বোলপুর কোঅপারেটিভ স্টোর্সের সামনে গিয়ে সে যখন পৌঁছাল তখন কুয়াশারা হিম হয়ে ঝরছে। অনুমানে বোঝা যায় গোয়ালপাড়ার রাস্তাটা বাঁ দিকে। তবু কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া দরকার। সে দেখল একটা খালি রিকশা বেশ কুঁড়েমি করে বাঁ-দিক থেকেই আসছে। ওকে দেখে লোকটা থামল, 'মেলায় যাবেন বাবু?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। গোয়ালপাড়ায় যাবার রাস্তা এদিকে?'

লোকটা নীরবে ঘাড় নাড়ল, তারপর প্যাডেল ঘুরিয়ে মেলার দিকে চলে গেল। বোধহয় এত রাতে সে গোয়ালপাড়ায় যেতে রাজি নয়। দুপাশের বাড়িগুলো ঘুমুচ্ছে। সুন্দর রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে অনিমেষের মনে হল এখন যদি কেউ ওকে প্রশ্ন করে কী কারণে সে গোয়ালপাড়া যাচ্ছে, তা হলে উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। সুবাসদার কথা মতো যদি পুলিশ সতর্ক থাকে তা হলে এই পথেই তার ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। কারণ সে ছাড়া যখন আর কোনও মানুষকে দেখা যাচ্ছে না তখন ...। অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। অথচ চোখের সামনে অন্য কোনও পথও দেখা যাচ্ছে না। সরাসরি হেঁটে যাওয়ার মধ্যে বেহিসেবি ঝুঁকি আছে, অন্তত রাতের এই সময়ে। আরও আগে, লোকজন পথে থাকতে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। অনিমেষ রাস্তার এক ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দুপাশের ঘরবাড়ি কমে এসে খোলা মাঠ দেখা দিল। পিচ ফুরিয়ে গিয়ে কাঁচা মাটির পথ এখন পায়ের তলায়। বাঁ দিকে দূরে কালো জঙ্গলের রেখা। একটা সাঁকো মতো পেরিয়ে অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। এবার পথটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে সোজা অন্যটা ডান

www.MurchOna.com

দিকে নালার পাশ ধরে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে। তালগাছের মতো লম্বা লম্বা একহারা গাছ ঝাপসা আকাশের পটভূমিকায় চোখে পড়ছে। এতক্ষণ আকাশ এক ধরনের ঘোলাটে আলো ছিল কিন্তু এখন কুয়াশারা যত ঘন হচ্ছে তত সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। এবং, এই ফাঁকা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল অনিমেষের। নিজের দাঁতের ওর কর্তৃত্ব হারিয়ে গেল হঠাৎ।

দুটো পথের কোনটি গোয়ালপাড়ায় গেছে ? নিজের ওপর তার খুব রাগ হচ্ছিল বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে রাখা উচিত ছিল। চারপাশ ফাঁকা, শীতের কামড় খুব, অনিমেষ একটা গলা শুনতে পেল। কেউ গান গাইতে গাইতে আসছে। চমৎকার গলায় শ্যামাসঙ্গীত গাইছে কেউ। অনিমেষ নিজেকে আড়াল করার কোনও উপায় না দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। একটু বাদেই লোকটা সামনে এসে ওকে দেখে গান থামাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ মনে হচ্ছে ?'

অনিমেষ ওকে দেখে আশ্বস্ত হল। লোকটি ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারংবার দেখছে দেখে সে হেসে বলল, 'গোয়ালপাড়া কোন দিকে ?'

'উদ্দেশ্যটা কী ?'

অনিমেষ বুঝল লোকটি মাতাল। পুলিশের চরও হতে পারে। কিন্তু এখন তো কিছু করার উপায় নেই। তবু রহস্য করে সে বলল, 'দুটো রাস্তা তো, কোনটা কোন দিকে তাই জানতে চাইছি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে উঠল লোকটা, 'উঁহু বাবা, ফাঁকি দিয়ে পথ জেনে নেওয়া হচ্ছে! ঠিক রাস্তা জানতে পারে না বলেই তো মানুষ মরে। মেলা থেকে ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

'খবর কে দিল ?'

'কীসের খবর ?'

'জ্ঞান দেখি টনটনে। মচকায় কিন্তু ভাঙে না। আরে বাবা মায়েদের কাছে পোয়াতিদের লজ্জা করার কিছু নেই। চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

'গোয়াল পাড়ায় ?'

'আবার কথা! কিন্তু রাত হল কত ? বেশি মাল না নিলে তো আর শুঁড়ির ছেলে দোকান খুলবে না। দশটায় বন্ধ করে, আজ মেলা বলে যদি ...। তা আপনি নতুন লোক, আপনাকে দেখিয়ে মন ভজানো যাবে।'

লোকটা হাঁটা শুরু করল। পেছনে অনিমেষ। তবু সন্দেহ, তাই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি গোয়ালপাড়ায় যাচ্ছেন ?'

'আর কোথায় যাব বাবা। আমার মক্কা বলো আর কাশী বলো তা হল ওই গোয়ালপাড়া। এত বড় দিশি মালের কারখানা বীরভূমে ক'টা আছে ? না, ভেজাল পাবে না, কেউ মাল খেয়ে মরেনি আজ পর্যন্ত, না খেয়ে মরেছে।'

'না খেয়ে ?'

'আমার বন্ধুরা কেউ মাল খায় না। বাপ মা ভাই কাকা কেউ না। কিন্তু আর্ধেক লোক টেসে গেছে এর মধ্যে। আমি শালা মাল খেয়ে চরে বেড়াচ্ছি।'

'আপনার বাড়ি ওখানেই ?' অনিমেষ এতক্ষণে লোকটাকে বুঝে নিয়েছে। সে ভাব জমাবার চেষ্টা করল।

লোকটা প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। গুম হয়ে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করল। পরিবর্তনের কারণ অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। দরকার নেই বেশি কথা বলে। একবার গ্রামটা চোখে পড়লেই সঙ্গ ছাড়বে সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে লোকটা নিজের মনেই বলল, 'এ শালা আমার চেয়ে বড় মাতাল। মেলা থেকে ঠিক গন্ধে গন্ধে ছিটকে এসেছে। আবার বলে কি না ওটা আমার বাড়ি কিনা! মালখানাকে যে বাড়ি বানায় সে শালার সঙ্গত করতে নেই!'

অনিমেষের হাসি পাচ্ছিল কথাগুলো শুনে। সে চট করে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'বড় মাতাল ছোট মাতালের মাথায় হাত বোলায়। আমার পয়সায় মাল খাওয়ার মতলব ?' লোকটা আরও জোরে পা চালাল।

অনিমেষ ইচ্ছে করে দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। লোকটা পড়ি মরি করে ছুটছে। ক্রমশ একটা গ্রামের আদল নজরে এল। অন্ধকারে আবছা ঘর বাড়ি। গ্রামের গায়ে এসে অনিমেষের খেয়াল হল, সেই মাতাল লোকটা উধাও হয়ে গেছে। কাছাকাছি তার অস্তিত্ব নেই। মাতালরা নাকি নেশার সময়

www.MurchOna.com

খুব উদার হয়, এই লোকটি সেরেফ খাওয়াতে হবে ভেবে এমন করল! কাঁচা লাল মাটির পথ, মাটির ঘরদোর, গ্রামে ঢুকে অনিমেষ চমক খেল। সেই ছেলেবেলা থেকে বাংলাদেশের যে গ্রামের ছবি বইয়ে দেখে আসছে তাই এখন চোখের সামনে। এই ছবির সঙ্গে উত্তরবাংলার গ্রামের কোনও মিল নেই। অবশ্য এখন এই রাতে ঘরের বাইরে কোনও মানুষ নেই। যেন একটা পরিত্যক্ত গ্রামে সে একা হাঁটছে। নির্দেশ মিলিয়ে মিলিয়ে সে সঠিক বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই সিটি শুনতে পেল। অনিমেষ এই গোপন ইশারার হদিস জানে ; এ সময় যা করা উচিত তাই করল সে।

ভোর রাতে সভা ভাঙল। নির্বাচন সামনে। সেটা বয়কট করার জন্য সামগ্রিক প্রচার করতে হবে। দলনেতারা আশংকা করছেন কংগ্রেস নয়, সি পি এম থেকেই তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করা হবে। অর্থাৎ এখন ঘরে বাইরে যুদ্ধ। যতটা সম্ভব বেশি ক্যাডার বাড়াতে হবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হল। জনসাধারণের ক্ষতিকর মানুষ, যেমন জোতদার, সুদখোর ইত্যাদিদের প্রয়োজনে শেষ করে দেওয়া হবে। সাধারণত এরা পুলিশ এবং সরকারের সমর্থনপুষ্ট। এইসব মানুষের হাত থেকে সাধারণ মানুষ রেহাই পেলে দলের প্রতি সমর্থন বাড়বে। সারা দেশ জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই শাসন ব্যবস্থার ঠুনকো কাঠামোটা ভেঙে পড়বে এবং বিপ্লবের প্রসন্ন সময় উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, কতগুলো পুরনো বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট যা কিনা বুর্জোয়া মানসিকতাপ্রসূত, সেগুলো সম্পর্কে জনসাধারণকে মোহমুক্ত করতে হবে। রেনেসাঁর কাল যাকে বলা হয় সেইসময় এবং তারপর থেকে যাঁদের মহান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, দেশের নানা জায়গায় ঘটা করে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই সেই সম্মানের যোগ্য ছিলেন না। বুর্জোয়া শক্তিগুলো দেশের মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার জন্যে তাঁদের ব্যবহার করেছে। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা রাজনৈতিক বিপ্লবের পাশাপাশি শুরু করা দরকার।

বাঙালির ইতিহাস বড় জোর দেড়শো বছরের। খুব বেশি দূর নয়, পলাশির যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি বাঙালিও উপস্থিত ছিলেন না। এমনকী সিপাহিযুদ্ধের সময় সারা দেশ যখন আলোড়িত তখন কোনও বাঙালির নাম শোনা যায়নি। প্রথম বাঙালি যিনি আমাদের সামনে নিজের কৃতিত্বে উঠে এসেছেন তিনি কি রামমোহন রায়! ইতিহাস প্রতাপাদিত্যের কথা বলে। কিন্তু ভদ্রলোক একজন লেঠেল সর্দার ছাড়া অন্য কিছু ছিলেন না। এবং তার বাঙালিত্ব নিয়েও সন্দেহ আছে। এদেশের রাজারা, কুচবিহার বা বর্ধমান-এঁরা কেউ বাঙালি নন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় একজন বড় জমিদার ছাড়া কিছু নন। অর্থাৎ দেড়শো বছর আগে আমাদের চতুর্থ পূর্বপুরুষ মাথায় গামছা বেঁধে হয় চাষ করতেন কিংবা সেই চাষ তদারক করতেন। আমাদের যা কিছু বোলবোলা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে। অর্থাৎ বাঙালির কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। একশো দেড়শো বছরের হঠাৎ উঠতি জাতির ফুটুনি তাই চোখে পড়ার মতো। স্রেফ একদল নিরক্ষর চাষি, জেলে কিংবা কুচুটে ব্রাহ্মণ এতকাল নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করছিল। ইংরেজ আসার পর অব্রাহ্মণরা তাদের চাটুকারিতা করার জন্যে ইংরেজি শিখে নিলেন চটপট। এই বিদ্যা চাকরি পেতে সুবিধে দিল। ব্রাহ্মণরা নিজেদের গোঁড়ামিতে কিছুদিন ইংরেজদের থেকে দূরে সরে থাকার পর দেখল এতকাল যাদের তারা ধর্মের ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল তারা অবস্থাপন্ন হয়ে যাচ্ছে চটপট ইংরেজি শিখে। শেষ পর্যন্ত তারাও লাইন ধরল। ফলে এতকালের মরে থাক। একটি জাত রাতারাতি চাকর হয়ে গেল। তা এইরকম একটা জাত থেকে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কিংবা বিদ্যাসাগর উঠে আসেন তখন তাঁদের অস্বীকার করা কি যায়! হয়তো মাত্র দেড়শা বছর আমরা মানুষ হয়েছি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতিতে আমরা অনেকের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো উপযুক্ত হতে পেরেছি। এখন প্রশ্ন, যে শিল্প সংস্কৃতির কথা এতকাল আমরা জানি তার সম্যক চেহারাটা সাধারণ মানুষের কতটা উপকারে লাগছে। অনিমেষ এ ব্যাপারে একমত যে বড় মানুষদের তৈরি এই সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কোনও যোগ নেই। আকাদেমিতে যে সব কৃষিবিপ্লবের নাটক হয় তা যদি গ্রামে দেখানো হয়, সত্যিকারের কৃষকরা ক্যারিকেচার দেখছে বলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। হয়তো তার মন সব কিছুতেই সায় দিচ্ছে না কিন্তু বৃহৎ কিছু ফললাভের জন্যে সামান্য ভুলগুলো সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকা ভাল।

ইতিহাস একটু অন্যরকম করে লেখা দরকার। ইংরেজরা আমাদের মানুষ করেছে এটা সূর্যের মতো সত্য। ওরা আসার পর আমরা জীবনধারণ ও যৌন কাজের বাইরে অন্য কিছু জগতের কথা ভাবতে শিখলাম। কিন্তু তার বদলে গোলামিটাও রক্তে ঢুকে গেল। প্রিন্স দ্বারকানাথ পাল্লা দিয়েছেন

www.MurchOna.com

ওদের সঙ্গে। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খুলেছেন, ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছেন ইংরেজদের কাছে জেনে। এবং মদ খেয়েছেন ও মেমসাহেবের কাছে প্রণয় জেনেছেন। ফলত তিনি প্রিন্স। বিদ্যাসাগর কিংবা রামমোহন, যতই বাঙালিয়ানা চাপাই না কেন, তাঁদের চরিত্রে ইংরেজি শিক্ষা মেরুদণ্ডের মতো কাজ করেছে। ফলে ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর আমরা পিতৃমাতৃহীন হয়ে গেলাম। ভারতবর্ষের মানচিত্রে কোনও স্থান রইল না বাঙালির। ওদিকে উষর মরুভূমির মানুষ রাজস্থানি কিংবা পার্শি সিন্ধিরা ইংরেজের চাকর না হয়ে তাঁদের মন জুগিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর দেশটা তাই ওদের হাতেই চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথ যদি এ-দেশে না জন্মাতেন তা হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হত। এই মানুষটি নিজে বীজ সৃষ্টি করে তা থেকে বিরাট মহীরুহ দাঁড় করিয়ে গেলেন একা। অবশ্যই বিবেকানন্দের নাম তাঁর পাশে উচ্চারণ করা যায়। এবং এই দুজন ব্যতিরেকে বাকিটা সব অন্ধকার। শ্রীহট্টের মানুষ চৈতন্যদেব যে ধর্মবিশ্বাসে বাঙালিকে উদ্বেলিত করেছিলেন তার ব্যবহারিক মূল্য কতটুকু ? নদিয়া থেকে উড়িষ্যায় চলে যেতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উন্মাদনায়। তা হলে ? তবে ওই ঈশ্বরমুখী মানুষটিকে নবজাগরণের প্রতীক বলে ঐতিহাসিকরা আমাদের আফিং খাইয়ে যাচ্ছেন।

অনিমেষ সভার শেষে সরাসরি কিছু নির্দেশ জেনে নিল। এখন আর কোনও কুণ্ঠার সময় নয়। খুব শিগগির একটা স্কোয়াড যাচ্ছে প্রতিবেশি রাষ্ট্রে গেরিলা ট্রেনিং-এর জন্যে। কিছু কিছু অস্ত্র যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায় তার আয়োজন হচ্ছে। এ-সবের জন্যে যে অর্থ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা অনিমেষদেরই করতে হবে।

মিটিং-এর পর সুবাসদার সঙ্গে যখন কথা বলার জন্য অনিমেষ উঠে দাঁড়াল ঠিক তখনই লোকটার দিকে তার নজর পড়ল। এতক্ষণ এই বড় ঘরটায় এত লোকের মধ্যে সে খেয়াল করেনি। দেখে হতবাক্ হল সে। লোকটারও প্রায় সেই অবস্থা। তারপর চট করে নিজেকে সামলে লোকটা বলল, 'মাল-ফাল খাইনি বুঝতেই পারছেন।'

'আমিও সেটার সন্ধানে এখানে আসিনি তাও দেখছেন!'

'আরে বাপ, আমি তো মশাই আপনাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম এ শালা নিশ্চয়ই খোঁচড়। কী করে কাটানো যায় তাই ছিল আমার ধান্দা।'

অনিমেষ হাসল, 'আপনি না এলে আমার এখানে আসতে একটু অসুবিধে হত। খুব চমকে দিয়েছেন কিন্তু।'

এই সময় সুবাসদা ওদের কাছে এল, 'অনিমেষ, তুমি কি আজই ফিরে যাচ্ছ ?'

'তাই তো ইচ্ছে আছে।'

'হ্যাঁ, তোমার কলকাতায় না যাওয়াই ভাল। কীভাবে ফিরবে ঠিক করেছ ?'

'দুপুরের ট্রেন ধরব।'

এই সময় লোকটা বলল, 'যাবেন কোন দিকে ?'

সুবাসদা বলল, 'আপনিও তো নর্থ বেঙ্গলে যাবেন। এক সঙ্গে যেতে পারেন আপনারা।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নর্থ বেঙ্গলে কোথায় যাবেন ?

'রায়গঞ্জ। আপনি ?'

'শিলিগুড়ি।'

'বাঃ গুড।' লোকটা হাসল, 'কিন্তু ট্রেনে না যাওয়াই ভাল।'

'তা হলে কীসে ফিরবেন ?'

'সে ব্যবস্থা করেছি। বোলপুরে একটা লরি এসেছে কুচবিহার থেকে। সেটা আজ সকালেই ফিরবে। ওটাতেই এলাম ওটাতেই যাব।'

'আপনার সঙ্গে গেলে জায়গা হবে ?'

'সারা ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছি আর আপনি তো মশাই মোটে পঞ্চাশ কেজির লোক হবেন ?' লোকটা অনিমেষের সঙ্গে হাত মেলাল।

এখন বাইরে প্রচণ্ড কুয়াশা। চারধার সাদা হয়ে গেছে। মাথার ওপর আকাশটা তাই ঘোলাটে, এমনকী শুকতারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওরা ছোট ছোট দলে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সুবাস, অনিমেষ এবং সদ্য পরিচিত মানুষটি চুপচাপ গ্রামের বাকি পথটুকু পার হয়ে একটা ছোট্ট নদীর কাছে এল। এটা ওরা যে দিক দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিল তার বিপরীত দিক। এ গ্রামে শীতকাল বলেই হয়তো কোনও কুকুর এই ভোর রাতে ডাকছে না, কোনও মানুষ পথে হাঁটছে না। লোকটা বলল 'আমি কিন্তু

www.MurchOna.com

গুল মারিনি। এখানকার দিশি মদের দোকান খুব বিখ্যাত।'

'আপনি জানলেন কী করে?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'জেনে নিয়েছি। এই যে নদী, এটা ডিঙিয়ে আলপথ দিয়ে কিছুটা গেলে যে গ্রামটা পড়বে তার নাম তালতোড়। ওটা ছাড়িয়ে আর একটু হাঁটলেই কোপাই।'

লোকটার পেছন পেছন নদী পার হল ওরা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল। সুবাস বলল, 'আপনি যখন সব জানেন তখন গাইড হয়ে আগে আগে হাঁটুন, আমরা পেছনে আসছি।'

লোকটা মাথা নাড়ল, 'তা কেন, একসঙ্গে পা ফেলি আসুন।'

সুবাস বিরক্ত হল, 'দুর মশাই, এতদিন পর এর সঙ্গে দেখা হল, দুটো ব্যক্তিগত কথাও থাকতে পারে। বুঝছেন না কেন?

লোকটা বলল, 'তা তো বটে।' বলে একটু এগিয়ে হাঁটা শুরু করল। অনিমেষ অনেক দূরে গ্রাম দেখতে পাচ্ছিল। এদিকটায় শুধু মাঠ আর মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। শীতের সময় বলেই বোধহয় এখনও অন্ধকার হালকা হয়নি। সুবাস কিন্তু অনিমেষের সঙ্গে কথা বলছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনিমেষ বলল, 'সেই প্যাকেটটা নিতে আমার সঙ্গে যেতে হবে তো?'

সুবাস মাথা নাড়ল, 'না। ওটা ফিরিয়ে দিতে হবে না।'

'কী আছে ওতে?' অনিমেষ বুঝতে পারছিল না।

'রিভলবার।' বলে সুবাস কাঁধের ঝুলি থেকে একটা ছোট অস্ত্র বের করে অনিমেষকে দেখাল, 'ঠিক এই রকম।' তারপরই অনিমেষকে একদম পাথর করে দিয়ে সামনে গুলি ছুড়ল। অনিমেষ দেখল চলতে চলতে সেই মুহূর্তে লোকটা ওদের দিকে মুখ ঘুরিয়েছিল এবং গুলিটা সরাসরি তার বুকে বিদ্ধ হতেই সে যেন কিছুটা শূন্যে উঠে গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের কাছে ছুটে গেল সুবাস। লোকটার ডান পকেটে একটা ছোট অস্ত্র ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। তখনও গুলির শব্দ সেই নির্জন রাতের ফাঁকা মাঠে গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। যে ধাতস্থ হবার আগেই সুবাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দৌড়ে চলো।'

ঠিক খেয়াল নেই কতটা পথ কীভাবে ওরা পেরিয়ে এসেছে। শান্তিনিকেতনে ঢোকার মুখে সুবাস পা থামাল। অনিমেষের চোখের সামনে তখনও যেন সেই শরীরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। এ ভাবে আচমকা হত্যা করার কোনও কারণ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। লোকটি তাদের দলের না হলে এই গোপন মিটিং-এ প্রবেশ করার সুযোগ পেল কী করে? তা হলে?

সুবাস বলল, 'ভোর হয়ে আসছে। তুমি ফিরে যাও।'

অনিমেষ সরাসরি প্রশ্ন করল, 'লোকটা কী অন্যায় করেছিল?'

সুবাস বলল,' কথা বলার বেশি সময় নেই। ও পুলিশের চর। আমাদের সঙ্গে কাজ করার ভান করে এসেছে। আমি জানি ও ট্রেনেই এসেছে ট্রেনে যাবে। লরির ব্যাপারটা স্রেফ বানানো। তোমাকে কিংবা আমাকে আজ শ্রীঘরে ঢুকতে হত।'

অনিমেষ বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না—।'

সুবাস বলল, 'চোখ কান খোলা রাখো অনিমেষ। যখনই বুঝবে কেউ পথের বাধা হচ্ছে তখনই তাকে সরিয়ে দেবে। সেন্টিমেন্ট মানুষকে সব সময় দাম দিতে বাধ্য করে। লোকটার সম্পর্কে আজ বিকেলেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যা হোক, আমি এখান থেকেই চলে যাচ্ছি। তুমি পুল পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তাটা ধরো।'

'কিন্তু প্যাকেটটা—।'

'বললাম তো, ওটা তোমার জন্যে। গুলি লোড করাই আছে। সঙ্গে একটা কাগজে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া আছে। আবার দেখা হবে।'

সেই ফিকে ছাঁদের আলোয় অনিমেষ সুবাসকে উলটো পথে হাঁটতে দেখল। তারপর দ্রুত পা চালাল শ্রীনিকেতনের দিকে। কনকনে ঠাণ্ডাতেও এখন আর অনিমেষের শীতবোধ ছিল না।

হিমে স্নান করা বাড়িগুলোর কাছে এসে অনিমেষ একবার দাঁড়াল। হঠাৎ প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছে। নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। নাক মুখ বরফের মতো ঠাণ্ডা। সমস্ত এনার্জি যেন শরীর থেকে নিংড়ে নিয়েছে রাতটা। পুবের আকাশ এখন ঈষৎ লালচে। বাগান পেরিয়ে সে খিড়কি দরজার কাছে এসে দেখল সেটা বন্ধ। কয়েকবার আস্তে শব্দ করলেও ভেতরে কারও সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়িটা যেন নিঝুম হয়ে আছে। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল সে মাধবীলতার কাছে আর কখনওই পৌঁছাতে পারবে

www.MurchOna.com

না। অন্যের গড়া দুর্গে মাধবীলতাকে রেখে বেরিয়ে গেলে ফিরে এসে কখনওই আর দরজাটা খোলা পাবে না। ব্যাপারটা ভাবতেই হিম যেন বুকে ছড়াল। সে খুব জোরে আঘাত করতে লাগল দরজায়। এখন এই কাকভোরে এই শব্দ চতুর্গুণ হলেও তার কোনও প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। হতাশ অনিমেষ ভেতরে পায়ের আওয়াজ পেল এবার। দরজা খুলল মাধবীলতা। তার চোখে মুখে উদ্বেগ। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

অনিমেষ উত্তর না দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মাধবীলতার হাত নিজের দু-হাতে টেনে নিল। মাধবীলতা বলল, 'ওমা তুমি একদম জমে গেছ। এসো, তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো।'

চাতালের পাশে সব ক'টা দরজা বন্ধ। দারোয়ানটার ঘুম ভাঙার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বন্ধ ঘরের উত্তাপ বড় আরামের। অনিমেষ সরাসরি খাটে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঘুমোওনি?'

মাধবীলতা ঠোঁট টিপে মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।' অনিমেষ সহজ হবার চেষ্টা করছিল।

'তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। শুয়ে পড়ো।'

'শুয়ে আর কী হবে। একটু বাদেই তো বের হতে হবে।'

'তুমি কি আজই ফিরে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেন কখন?'

'বোধহয় বারোটা।'

'তা হলে তো অনেক দেরি আছে।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে পূর্ণ চোখে দেখল। তারপর বলল, 'তোমার কিছু বলার নেই?'

'না। তুমি ভাল থেকো শুধু এইটুকু।'

বালিশে মাথা রেখে অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। মাধবীলতা এসে ওর পাশে বসল। বসে বলল, 'তোমাকে কিন্তু আজ অন্যকরম দেখাচ্ছে।'

'একটা লোককে চোখের ওপর মরে যেতে দেখলাম।'

'সেকী! কেন?'

'লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। লতা, জানি না তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে কি না। বোধহয় না হওয়াই ভাল।'

'কেন?'

'তোমায় দেখলে আমি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ি।'

'জানতাম না তো।'

'আজ ফিরে এসে দরজা বন্ধ দেখে সেটা অনুভব করলাম। আমি দূরে থাকলে মনে হয় তুমি আমার জন্যে আছ। কিন্তু কাছে এলেই ভয় হয় যদি হারিয়ে যাও।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে ওর মুখ অনিমেষের গালের ওপর রাখল। দু'হাতে অনিমেষের মাথা আঁকড়ে ধরে নিজের শরীরের তাপে অনিমেষের শীতলটা ঢেকে দিয়ে বলল, 'আমি আছি, আমি থাকব।'

দশটা নাগাদ ওরা টাকা পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে এল। রিকশা নিল না ওরা। জিনিসগুলো দু'হাতে বয়ে বড় রাস্তায় চলে এল। বেরুবার আগে মাধবীলতা প্যাকেটটা বের করে জিজ্ঞাসা করল, 'সেই ভদ্রলোক তো এলেন না?' অনিমেষ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল, 'ওটা আমার জন্যে। কী আছে জানো এতে?'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়াল।

'রিভলভার।' অনিমেষ সযত্নে জিনিসটাকে লুকিয়ে রাখল। আর রাখতে গিয়ে ওর মনে পড়ে গেল। বড় রাস্তায় এসে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জিনিসপত্র ওরা হোস্টেল থেকে এনে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'সেগুলো ঠিক আছে?'

'কেন?'

www.MurchOna.com

'আমি একটা জিনিস একদম ভুলে গিয়েছিলাম। দুটো প্যাকেট আমার কাকা আমাকে দিয়েছিলেন দুজনকে দেবার জন্যে। মনেই পড়ছে না ওগুলো নিয়ে আমি কী করেছি। তুমি কি ছোট দুটো প্যাকেট ওগুলোর মধ্যে পেয়েছ?'

'না তো।'

'কী আশ্চর্য! তা হলে গেল কোথায় ওগুলো!'

'খুব দরকারি কিছু!'

'জানি না। আমাকে পৌঁছে দিতে দেওয়া হয়েছিল। যাঃ, খুব খারাপ লাগছে।'

'তা হলে আমি ভাল করে খুঁজে দেখব।'

'দেখো তো।'

ওরা খানিকটা এগোবার পর মাধবীলতা বলল, 'শোনো, আমার মনে হচ্ছে তোমার একা ট্রেনে ওঠা উচিত হবে না।'

'কিছু হবে না।'

'হলে কিছু করার থাকবে না। আজ কাকে মেরে ফেলা হয়েছে তার খবর পুলিশ পেলে নিশ্চয়ই হাওয়া খুব গরম হবে।'

অনিমেষ দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ। তা হলে কী করা যায়?'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'পাগল! তোমার স্কুল আছে না?'

'থাক।'

'কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে কী লাভ হবে?'

'স্বামী-স্ত্রী দেখলে পুলিশ সন্দেহ করবে না।'

অনিমেষ মাধবীলতাকে দেখল। একটা খালি রিকশা দেখতে পেয়ে মাধবীলতা ততক্ষণে সেটাকে থামিয়েছে। ওটায় চেপে মাধবীলতা আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। সামান্য একটু কাপড়ের আড়াল কিন্তু অনিমেষের মনে হল পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এর কাছে মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল। মাধবীলতা নিঃশব্দে অনিমেষের হাতে চিমটি কাটল, 'এই, কী দেখছ?'

অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে নিল, কোনও কথা বলল না। মাধবীলতা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। অনিমেষের বুকের ভেতরে একটা লোহার বল গড়াচ্ছিল, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছিল সে।

বাস স্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে অনিমেষ রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল। ঠিক সামনেই একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে লেখা সাঁইথিয়া। রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে সময়টা জেনে নিল অনিমেষ। সাঁইথিয়া যেতে সে সময় লাগবে তাতে নিশ্চিতভাবেই সেখান থেকে ট্রেনটা ধরা যাবে। সাঁইথিয়া স্টেশনে নিশ্চয়ই কোনও বিপদের ঝুঁকি নেই।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'বাসে সাঁইথিয়া যাব। তুমি ঠিকই বলেছ, রিস্ক নিয়ে কোনও লাভ নেই।'

'তুমি কি চাইছ আমি তোমার সঙ্গে না যাই?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?

'তুমি জানো লতা।'

অনিমেষ আর কথা বাড়াল না। চট করে সাঁইথিয়ার বাসটায় উঠে জায়গা খুঁজতে লাগল। একদম পেছনের দিকে একটা সিট পাওয়া গেল। ব্যাগটা সেখানে রেখে নেমে এসে দেখল মাধবীলতা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, রিকশাটা তখনও চলে যায়নি। ঠিক সেই সময় আর একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াল। ওপরে সাদা কাগজে 'স্পেশাল' শব্দটা লেখা। তার নীচে শান্তিনিকেতন-কলকাতা। কন্ডাক্টর তার দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। 'বর্ধমান, কলকাতা।'

অনিমেষ বলল, 'চমৎকার। কী সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল। তোমার আর ট্রেনে করে ফিরে দরকার নেই। নিশ্চয়ই স্টেশনে লোক পিলপিল করছে। এই বাসটার খবর পেলে আর দেখতে হবে না। উঠে এসো চটপট।' মাধবীলতার জিনিস নিয়ে অনিমেষ ভরতি হতে যাওয়া বাসটায় উঠে পড়ল। প্রথম দিকের লেডিস সিটে সেটা রেখে জানলা দিয়ে ডাকতে মাধবীলতা ভারী পায়ে উঠে এল।

অনিমেষ বলল,'একদম টানা চলে যাবে। কষ্ট পাবে না।'

www.MurchOna.com

'কষ্ট!' মাধবীলতা হাসল।

ওদিকে সাঁইথিয়ার বাস হর্ণ দিচ্ছে। অনিমেষ বাস থেকে নেমে পড়তেই মাধবীলতা পেছনে ডাকল। জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়াল অনিমেষ। মাধবীলতা চট করে ব্যাগ খুলে একটা খাম বের করে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'কী এটা?'

'তোমার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। দরকার হবে।'

অনিমেষ খামটা খুলতে যাবে, এমন সময় বাসটা আবার সজোরে হর্ন বাজাল। দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠল সে। ততক্ষণে প্রায় ভরতি হয়ে গেছে। লোকেরা এখন দাঁড়িয়ে আছে মাঝখানে। ভিড় সাঁতরে কোনওরকমে নিজের সিটে গিয়ে বসতেই সে মাধবীলতাকে দেখতে পেল। কলকাতার বাসের জানলায় ওর মুখ।

মাধবীলতা হাসবার চেষ্টা করছে, 'কবে দেখা হবে বললে না!'

'লিখব।' চেঁচিয়ে বলল অনিমেষ।

মাধবীলতা কী বলল শুনতে পেল না অনিমেষ। কারণ, তখন সশব্দে বাসটা চলতে শুরু করেছে। একপলকেই মাধবীলতার উদগ্রীব মুখটা মুছে গেল সামনে থেকে। মাধবীলতার বিপরীতমুখী বাসে বসে খামটা খুলে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। পাঁচটা একশো টাকার নতুন নোট খামের ভেতরে। সঙ্গে একটা সাদা কাগজে দুটো অক্ষর লেখা, 'ভাল থেকো।'

চল্লিশ

খুব পাকা জুয়াড়িও ভাবতে পারেনি, কংগ্রেস এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে গরিষ্ঠতা হারাবে। কয়েকটি ব্যাপারে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি হয়েছিল তার জন্যে এমন ভরাডুবি হবে তা বিরোধীরাও আশা করেনি। মুশকিল হল কংগ্রেস হারলেও কোনও দলই একক গরিষ্ঠতা পেল না।

আদর্শের যে কেতাবি কথাবার্তা এতকাল পার্টিগুলো শুনিয়েছে তা বেমালুম ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ বিরোধী চিন্তার শক্তির সঙ্গে হাত মেলাল এবার। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত এক নেতার তৈরি জোতদারের সমর্থন পুষ্ট মুষ্টিমেয় এম.এল.এ. নিয়ে নির্বাচিত দলকে সামনে রেখে ময়দানে জনসভা করল মার্কসপন্থীরা। কারণ, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের অন্যান্য দলগুলো বিশ্বাস করতে পারছিল না। অল্প ক'দিন আগে ভোট পাওয়ার জন্যে যারা খেয়োখেয়ি করেছে তারাই একসঙ্গে দাঁত বের করে হাসল।

অনিমেষরা দেখল, শুধু মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্যে কম আসন পাওয়া গান্ধীবাদী নেতাকে শিখণ্ডী করে কমিউনিস্ট পার্টি রাইটার্স বিলডিং-এ বসার স্বপ্ন সার্থক করল। এমনকী স্বরাষ্ট্র দপ্তর পাওয়ার জন্যে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে উপমুখ্যমন্ত্রী নামে একটি নতুন পদের উপঢৌকনে সন্তুষ্ট হতে হল। কিন্তু প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল, এ সবই হচ্ছে জনসাধারণের চাপে। নেতারা গোলাম হোসেনের গলায় ঘোষণা করলেন, জনসাধারণের রায় মাথা পেতে নিলাম। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল।

পার্টির বিরুদ্ধে এতকাল যে অভিযোগ বিক্ষুব্ধরা করত তা আরও সত্য বলে প্রমাণিত হল তাদের কাছে। যারা ইতিমধ্যে পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা আশা করছিল এ রকম আদর্শহীন দল থেকে এবার অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু কার্যত তা হল না। পার্টির এই আচরণের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া হল। যে কোনও অপরাধী তার সমর্থনে বড় যুক্তি তৈরি রাখতে পারে যদি তাকে জেরা করার সুযোগ না দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পার্টিকে জেরা করা মানে দলবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া।

অনিমেষরা আশা করেছিল নির্বাচনে হেরে গেলে মার্কসবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের মেকি পথ ছেড়ে আসবে। বস্তুত এ সম্পর্কে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। একটি রাজ্য সরকার হাতে পাওয়া মানে কোনওভাবেই দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা নয়। এই শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তখন একটি রাজ্য সরকার কিছুই করতে পারে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল মার্কসবাদীরা এতেই সন্তুষ্ট হয়ে পড়ছেন। কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে আবেদন নিবেদন চলছে।

অনিমেষরা বুঝে নিল যা করবার তাদের একই করতে হবে। এ দেশে থিয়োরি আর প্র্যাকটিসের মধ্যে যে আকাশ-জমিন ফারাক তা ওরা যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে কাজ করছিল তারা হাড়ে

www.MurchOna.com

হাড়ে টের পাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে বল গড়াতে শুরু করেছে। উত্তেজনা মানুষকে একত্রিত করে। অনিমেষরা পশ্চিম বাংলা ছাড়িয়ে এখন সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কিন্তু এ-কথা ঠিক, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ জনসাধারণের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছিল। তাঁরা চাইছিলেন সরকারে গিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র, আমলাদের চেহারা, বিচার ব্যবস্থা এবং পুলিশের আসল রূপ কৃষকদের সামনে ভালভাবে তুলে ধরতে। নির্বাচনের আগে তাঁরা কৃষকদের যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলোর প্রতি এক ধরনের নৈতিক দায়িত্ব তাঁরা বোধ করছিলেন। কিন্তু সরকারে গিয়ে এ সব সংস্কার করতে গিয়ে অন্য শরিক দলের কাছ থেকে এঁরা বাধা পেলেন। অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং বর্গাচাষি উচ্ছেদ বন্ধের একটা চেষ্টা তাঁরা করলেন যা বিচার ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের বাধা অকেজো হল।

১৮ই মার্চ ১৯৬৭ তারিখে মার্কসবাদীরা শিলিগুড়ি মহকুমা শাখার উদ্যোগে একটি কৃষক সভা করেন। জমির ওপর ভূমি মালিকদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান, কৃষক সমিতির মাধ্যমে জমির সুষম বন্টন জোতদারদের উৎখাত করার জন্যে কৃষকদের সশস্ত্র করার একটা কর্মসূচি নেওয়া হল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আন্দোলন তুঙ্গে, যখন যুক্তফ্রন্টের পুলিশ কৃষকদের নির্মমভাবে হত্যা করছে তখন সরকারে থেকেও মার্কসবাদীরা সামান্য প্রতিবাদ ছাড়া কিছু করতে পারেনি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালালেও তাঁরা মন্ত্রিত্বে থেকে যান এবং সেই পথেই কৃষক আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেন।

প্রথম বিস্ফোরণ সাতষট্টি সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে, শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়িতে। দলে দলে গরিব, শুকিয়ে যাওয়া কৃষকরা বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে বেনামি জমি দখল করতে। জোতদাররা প্রতিরোধ করল বন্দুক হাতে। কিন্তু মানুষ যখন মরিয়া হয় তখন সে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। সে সময় তাকে দাবিয়ে রাখা শক্ত। কৃষকরা ব্যাপক হারে জমি দখল করতে লাগল। জোতদারের হাত শক্ত করল পুলিশ। স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাওয়া গরিব কৃষকের রক্ত ঝরল। তারা চেষ্টা করল পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে, জোতদারকে নিরস্ত্র করতে। কিন্তু বিনিময়ে মহিলা এবং শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করল পুলিশ। নকশালবাড়ির মাটিতে যে রক্ত ঝরল তার প্রতিবাদে কোনও রাজনৈতিক দল কিন্তু গলা খুলল না। যুক্তফ্রন্টে বাস করে মার্কসবাদীরা কিছুটা প্রতিবাদ জানানোর ঝুঁকি নিয়ে চুপ করে গেল। কারণ তখন সারা দেশে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে মার্কসবাদীরা নাকি খুব কট্টর। তাঁদের মনোভাব জঙ্গি। শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য চিন্তা করতে পারে না। ফলত তাঁদের সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি অন্য শরিক দলের মধ্যে সঞ্চারিত হল। তারা এদের বিরুদ্ধে আট্টা হল। তাই নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে মার্কসবাদীরা এই জঘন্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হল না। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টকে বাঁচানো গেল না। পরস্পরকে প্রতিনিয়ত সন্দেহ এবং অবিশ্বাস করে একটি পরিবার কখনও টিকে থাকতে পারে না।

নকশালবাড়িতে যে আন্দোলনের সূচনা হল তা সেখানেই আপাত দৃষ্টিতে থেমে গেলেও সারা দেশে তার প্রতিক্রিয়া হল ব্যাপক। এই আন্দোলনের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ত্রিপুরা, তামিলনাড় , উত্তরপ্রদেশ, আসাম ইত্যাদি রাজ্যে ভূমি হীনদের জন্যে জমি দাবি, জোর করে বাড়তি জমি দখলের চেষ্টা, উচ্ছেদ হওয়া বর্গাদাররা মাঠের ফসল কেটে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। নকশালবাড়িতে যে রক্ত ঝরেছিল কৃষকের শরীর থেকে তা যেন সমস্ত নিরস্ত্র কৃষকদের বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

অনিমেষ এতদিন সংবিধানের কাজে ব্যস্ত ছিল। শিলিগুড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ। নকশালবাড়ির আন্দোলনের পর সারা দেশে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। বেশির ভাগ সময়েই তাকে এবং তার সঙ্গীদের গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হল। একটা ব্যাপার অনিমেষকে প্রায়ই চিন্তিত করত। এত কাছে নকশালবাড়িতে যে ঘটনা ঘটে গেল তার কোনও প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত কিংবা শ্রমজীবীদের মধ্যে হচ্ছে না। যেন, এ সব করে কৃষকেরা জমি পাচ্ছে তাতে আমাদের কী—এইরকম প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল। অনিমেষরা আজ সারা দেশে ব্যাপকভাবে নকশালবাড়ির সমর্থনে পোস্টার ফেলছে। ছোট ছোট জনসভা করছে। ওরা ধরে নিচ্ছিল এইভাবে ওরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারবে।

খুঁটিমারি জঙ্গলের মধ্যে অনিমেষের সাময়িক আস্তানাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। সিরিল প্রায়ই খবর আনছিল যে স্বর্গছেঁড়া অঞ্চলে পুলিশি তৎপরতা বাড়ছে। এখন সারা দেশ গরম। কাগজ খুললেই পুলিশের সঙ্গে নকশালপন্থীদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কথাটা ভাবলে অনিমেষের

www.MurchOna.com

অবাক লাগে। যেহেতু নকশালবাড়িতে প্রথম বিস্ফোরণ তাই একটা দলের নাম চিহ্নিত হয়ে গেল নকশালপন্থী বলে ? অন্ধ্রপ্রদেশে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে কেউ নিহত হলে তাকে বলা হয়েছে নকশাল। কেন ? অবশ্যই নিজেদের নকশালবাড়ির কৃষকদের উত্তরসূরী বলতে গর্বিত বোধ করার কারণ আছে কিন্তু সমস্ত দেশে যখন বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা চলছে তখন একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নিজেদের পরিচয় আবদ্ধ করা কেন ? এ সবই বুর্জোয়া মানসিকতার ফসল কিন্তু তারাও ক্রমশ সেটা মেনে নিচ্ছে।

নির্দেশ এসেছে এই এলাকায় যত ব্যক্তিগত মালিকানায় বন্দুক আছে তা জোর করে ছিনিয়ে নিতে হবে। সেই লিস্ট এখন অনিমেষের হাতে। আজ রাত্রে প্রথম অ্যাকশনে বের হবে সে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটুও উত্তেজনা বোধ হচ্ছিল না। সিরিল এবং সে ছাড়া এই তথ্যটি কাউকে জানানো হয়নি। বিকেল হয়ে যাওয়া এই সময়টায় অনিমেষ একা বসেছিল। বড় বিষণ্ণ লাগে এই সময়টা। তার ওপর জলো বাতাস বইছে। ভুটানের পাহাড় থেকে মেঘ ভেসে আসছে ক'দিন থেকে। প্রথম বর্ষণ শেষ হবার পর কিছুদিন প্রকৃতি চুপচাপ ছিল। এখন যে বর্ষা নামবে তা চলবে একটানা। সময়টা অবশ্যই অ্যাকশনের পক্ষে উপযুক্ত।

সন্ধের খানিক বাদে জুলিয়েন এল। সঙ্গে সিরিল। মালবাজার-মেটেলি অঞ্চলে কাজ করছে জুলিয়েন। আজ ওর আসবার কথাও নয়। অনিমেষ হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এখানে ?'

'কিছু টাকার দরকার। কিছু ভাল মাল আসছে পাকিস্তান থেকে।'

'কী আছে ?'

'যা আছে তাতে একটা থানা উড়ে যাবে।'

অনিমেষ বলল, 'ভালই হল। চলুন, দেখি কপালে কী আছে আজ।' তারপর সে জুলিয়েনকে আজকের পরিকল্পনার কথা খুলে বলল। সিরিল চুপচাপ শুনছিল, শেষ হলে বলল, 'আজ রাত্রেই এখান থেকে হাওয়া হয়ে যেতে হবে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কার গাড়ি ?'

'পানিরামেরই। ওর গ্যারেজে তিনটে জিপ আছে। চাবি কার কাছে থাকে আমি জেনে এসেছি।'

জুলিয়েন বলল, 'কাজ শেষ হলে কোথায় যাওয়া হবে ?'

'শিলিগুড়ি চলে যাব।'

'মোটেই তা করতে যাবেন না। শিলিগুড়ি এখন খুব গরম। রাত্রে জিপ দেখলে পুলিশ ছাড়বে না।'

'কিন্তু একটা বড় শহরে গিয়ে গা ঢাকা না দিলে মুশকিল হবে। শিলিগুড়ি ছাড়া আর কিছু তো মাথায় আসছে না।'

'জিপ নিয়ে সোজা নাগরাকাটায় চলে যান। সেখানে রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের ট্রেন ধরে হাসিমারায় ফিরে আসবেন। ওখান থেকে ভুটানের বর্ডার মিনিট পনেরোর রাস্তা।

পুলিশ জিপ খুঁজে পেলে ভাববে শিলিগুড়ির দিকেই গিয়েছেন। আবার উলটো রাস্তায় ফিরে যেতে পারেন এ-কথা ওদের মাথায় ঢুকবে না।'

নাগরাকাটায় অনিমেষ কখনও যায়নি। হাসিমারায় গিয়েছে ওখান থেকে ফুন্টশিলিং খুব কাছে। পাশেই নদীর ওপর বিরাট বাঁধের কাজ হচ্ছে। সেখানে ওদের কিছু লোক আছে। আস্তানা পেতে অসুবিধে হবে না। জুলিয়েনের পরিকল্পনা তাই ওর খুব পছন্দ হল। লোকটার মাথায় খুব স্বাভাবিক ব্যাপারটা চমৎকার খোলে।

রাত বারোটায় একদম মৃত হয়ে যায় স্বর্গছেঁড়া। কোথাও সামান্য শব্দ নেই। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়েছে। অনিমেষ আর জুলিয়েন স-মিলগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল। সিরিলকে বলা হয়েছে মেছুয়া পুল থেকে স্কোয়াডের বাকি সবাইকে নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেখানে চলে আসতে। অনিমেষের একটুও উত্তেজনা আসছিল না। সে একবার পেটের ভেতর গোঁজা অস্ত্রটা দেখে নিল। সুবাসদার দেওয়া জিনিসটা খুব ভাল। একদিন বৃষ্টির রাত্রে সে নিয়ম-কানুন মেনে পরীক্ষা করেছিল। হাত কাঁপেনি, কিন্তু একটি গুলি ছোড়ার অভিজ্ঞতা ছাড়া তার কোনও সম্বল নেই। বরং জুলিয়েনের হাতের ঝোলার মধ্যে যে মালগুলো আছে তা অনেক নিরাপদ। অ্যাকটিভ করে ছুড়ে দাও। একসঙ্গে অনেকটা জায়গা উড়ে যাবে।

অনিমেষ চারপাশে তাকাল। সামনেই ওদের স্কুল। এখন অবশ্য নামেই স্কুল, আসলে কিছু ভাঙাচোরা টিনের ঘর আর পুজো মণ্ডপ। আসল স্কুল হচ্ছে ও পাশে মাঠের গায়ে। কিন্তু এখানেই

www.MurchOna.com

ভবানী মাস্টার ওদের পড়াতেন। সেই সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট এই স্কুলের সামনে সে জাতীয় পতাকা তুলেছিল। কানের পরদায় এখনও বন্দেমাতরম চিৎকারটা মাখামাখি হয়ে আছে। অনিমেষ হাসল, সে-সব শৈশব-স্মৃতি সুদৃশ্য রাংতায় মোড়া যেন।

ছায়ায় ছায়ায় সিরিল বেরিয়ে এল, 'রেডি।'

জুলিয়েন বলল, 'তুমি চলে যাও আগে। হাওয়া দেখলে সিটি দেবে। আমরা আসছি।'

মোট আট জন। অনিমেষ এদের প্রত্যেককে চেনে। একটা সুবিধে এই যে এদের কারও নাম পুলিশের খাতায় নেই। কিন্তু ছেলেগুলোর মুখচোখ দেখে অনিমেষ বুঝতে পারছিল এরা ঠিক স্বাভাবিক নেই। সে ওদের সামনে গিয়ে বলল, 'কমরেডস, আজ আমরা যা করতে যাচ্ছি তা এই দেশের জন্যেই। মনে কোনও সঙ্কোচ রাখবেন না কেউ।'

ছেলেগুলো কোনও কথা বলল না। অনিমেষ জানে সিরিল ওদের যা বোঝানোর বুঝিয়েছে। দুটো দলে ভাগ হয়ে ওরা রাস্তা পার হল। বৃষ্টির জল মাথায় জমছে। ভাগ্যিস এখন মেঘ ডাকছে না, কারণ বিদ্যুৎ ঝলসালে অসুবিধেয় পড়তে হত।

চৌমাথায় এসে ওরা পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। পানিরামের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। নিঝুম এই রাতে সেখানে একটাও আলো নেই। এই সময় সিটি বাজল। তীক্ষ্ণ একটা শব্দ আচমকা কানের পরদায় স্ক্রুর মতো পেঁচিয়ে ঢুকে যেতেই অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পাঁচিলটা কাঁধ বরাবর। ওরা সবাই ডিঙিয়ে এ পারে চলে এল। গেটে ভেতর থেকে তালা দেওয়া। একজন একটা ছোট লোহার রডের চাপ দিয়ে তালাটাকে খোলার চেষ্টা করতেই শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ডেকে উঠল ভেতরে। ততক্ষণে তালা খুলে গেছে। ওরা চট করে বাড়ির দেওয়ালের দিকে সরে এল। কুকুরটা তখন প্রবল শব্দে ডেকে যাচ্ছে। একটা মানুষের গলা শোনা গেল। কুকুরটাকে ধমকাচ্ছে।

কিন্তু আরও মরিয়া হয়ে উঠল ওর গলার শব্দ। অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে লোকটা ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকটা দেখতে চেষ্টা করে হাঁকল, 'দারোয়ান, দারোয়ান!'

গেটের ডান দিকে দরজা-বন্ধ একটা ছোট ঘর থেকে উত্তর এল, 'জি সাব।'

'শালা শুয়ারকি বাচ্চা! রাতভোর নিদাতা। দেখো বাহার মে কেয়া হুয়া।'

অনিমেষ দেখল ছোটঘরের দরজাটা খুলে গেল। একটা মাঝবয়সী লোক সন্দেহ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। অনিমেষরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চট করে নজর পড়া সম্ভব নয়। কিন্তু অনিমেষ চট করে ভেবে নিল, লোকটাকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওপরের লোকটা তখনও ঝুঁকে আছে বারান্দার। কুকুরের চিৎকারও কমেনি। গেটের তালা যে ভাঙা হয়েছে দারোয়ান বোধহয় ভাবতে পারেনি কারণ সেটা ফাঁক করা ছিল না। একটু অসতর্ক হয়েই লোকটা ঘুরে দেখার জন্যে এ পাশে এল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ওর খুব অস্বচ্ছন্দ হচ্ছিল, তা ছাড়া রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে উঠে আসার আলসেমিও হয়তো চোখে জড়িয়ে ছিল। অনিমেষরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে লক্ষ করছিল। কাছাকাছি আসতেই সিরিল আচমকা ওর মাথায় আঘাত করল। একটাও শব্দ বের হল না, কাটা কলাগাছের মতো লোকটা মাটির নেতিয়ে পড়ল। ওরা দ্রুত শরীরটাকে কার্নিশের নীচে নিয়ে এল যাতে ওপর থেকে এ ব্যাপারটা দেখা না যায়।

তখনি ওপর থেকে চিৎকার এল, 'দারোয়ান, সব ঠিক হ্যায় ?'

কোনও উত্তর না পেয়ে লোকটা খিঁচিয়ে উঠল, 'আরে এ হারামি, কাঁহা হ্যায় তুম ?'

অনিমেষ ইশারায় সবাইকে চুপ করে থাকতে বলে গুটি গুটি করে বারান্দায় উঠে এসে সদর দরজার পাশে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ হাঁকাহাঁকির পর বোধহয় লোকটার মনে সন্দেহ ঢুকল। কুকুরটাকে টানতে টানতে সে ভেতরে ঢুকে গেল। জুলিয়েন অনিমেষের পাশে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওরা অ্যালার্ট হবার আগে আমাদের ঢোকা উচিত।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। ওরা কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না। ওয়েট করুন।'

ভেতরে তখন অনেকগুলো গলা কথা বলছে। তারপর পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনিমেষরা ততক্ষণে প্রস্তুত। বিরক্ত গলায় কিছু বলতে বলতে কেউ দরজাটা খুলতেই কুকুরটা তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে এল। কিন্তু বারান্দার শেষ প্রান্তে পৌঁছবার আগেই আর্ত চিৎকার করে বেচারাকে শুয়ে পড়তে হল। সিরিলের সঙ্গীদের মধ্যে একজন এত চটপটে হাতে কাজ শেষ করতে পারবে তা অনিমেষও ভাবতে পারেনি। ফলে যে লোকটা দরজা খুলেছিল সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখে

www.MurchOna.com

ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অনিমেষ লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পানিরাম কোথায় ?' তিন-চারবার কথা বলার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত লোকটা আঙুল দিয়ে ভেতরটা দেখিয়ে দিল।

সময় নষ্ট করল না অনিমেষরা। লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে অন্দরে ঢুকে পড়ল। বেশ বড় বাড়ি। চারপাশের ঘরগুলোর কিছু মুখ কৌতূহলে বাড়িয়ে হকচকিয়ে গেল।

অনিমেষ চিৎকার করল, 'আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন নইলে এই লোকটিকে মেরে ফেলা হবে।' অস্ত্রটি বের করে লোকটির শরীরে ঠেকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। পিল-পিল করে পাঁচ-ছয়জন নারী পুরুষ জড়োসড়ো হয়ে ঘরের কোনায় এসে দাঁড়াল। সিরিল গিয়ে ঘরগুলো দেখে এল। এসে ঘাড় নাড়ল, কেউ নেই।

ঠিক তখনই একটা গুলির শব্দ হল আর অনিমেষ দেখল ওদের দলের একটি ছেলে ছিটকে পড়ে গেল। অনিমেষ দ্রুত মুখ তুলে একটা মোটা লোককে দেখতে পেল। দুই হাতে বন্দুক নিয়ে আবার টিপ করছে। কিন্তু বোঝার আগেই বিস্ফোরণ ঘটে গেল ওপরে। জুলিয়েনের হাত শূন্য থেকে নেমে আসার আগেই দোতলার কাঠের রেলিং-এর একাংশ খসে গেল, বন্দুকধারী উবু হয়ে বসে আর্তনাদ করতে লাগল।

দুজনকে এদের পাহারায় রেখে অনিমেষরা ওপরে উঠে এল। সিরিল চটপটে হাতে লোকটিকে তুলে ধরল, 'কেয়া পানিরামজি, কেয়া হুয়া ?'

সর্বাঙ্গ রক্ত ঝরছে, হাতের বন্দুক পড়ে গেছে, লোকটা তখনও গোঙাচ্ছে। মরে যাওয়ার মতো আহত হয়নি বোঝা যায়। অনিমেষের মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, সে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞাসা করল, 'গুলি করলেন কেন ?'

'ডাকু-উ-উ।' পানিরাম তখনও কাঁপছিল।

জুলিয়েন বলল, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। শব্দ পেয়ে লোকজন ছুটে আসতে পারে। চটপট—জলদি।'

বেশিক্ষণ সময় লাগল না দুটো বন্দুক হাতাতে। পানিরামের শোয়ার ঘরের সিন্দুকে টাকার স্তূপটা পাওয়া গেল। দুটো বাজারের থলেতে পুরে নিল সেগুলোকে। সিরিল সোনার গয়নাগুলোর দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, নিষেধ করল অনিমেষ, 'ওগুলো নিলে ঝামেলা বাড়বে। তুমি গাড়ির চাবি জোগাড় করো।'

এক লাফে নীচে নেমে গেল সিরিল। অনিমেষ দ্রুত বারান্দায় গিয়ে বাইরের দিকটা দেখল। আশেপাশে লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে এ তল্লাটের মানুষের। আর এখানে থাকা যায় না।

ভেতরের বারান্দায় আসতেই জুলিয়েনের গলা পাওয়া গেল, 'আজ বদলা হল পানিরামবাবু। এতদিনে যে রক্ত শুষেছেন গরিব মানুষের তার হিসেব মেটালেন আজ।' কথাটা শেষ করে ইঙ্গিত করতেই সিরিলের সেই সঙ্গীটি যে কুকুরটাকে ঠাণ্ডা করেছিল তার হাত চলল। অনিমেষ দেখল বসে থাকা বিরাট শরীরটা লাশ হয়ে গেল।

অনিমেষের দিকে তাকিয়ে জুলিয়েন হাসল, 'উপায় ছিল না। শালা আমাদের চিনতে পেরেছিল। বাঁচিয়ে রাখলে বেশি দাম দিতে হত।'

অনিমেষ আবিষ্কার করল এই ছারপোকাটির মৃত্যু চোখের ওপর দেখে তার একটুও খারাপ লাগল না। বরং অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল নার্ভগুলো। চট করে মনে পড়ে গেল নীচের মাটিতে ওদের একজন শুয়ে আছে। ওরা এবার নীচে নেমে এসে ছেলেটির পাশে দাঁড়াল। এক পলকেই বোঝা যায় প্রাণ গুলি লাগা মাত্রই চলে গেছে। বুকের ওপর অনেকটা রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে। জুলিয়েন নিচু গলায় নির্দেশ দিতেই ছেলেরা শরীরটাকে তুলে নিল। ঘরের কোনায় দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে যে ঘর থেকে বের হবে তাকেই পানিরাম বানিয়ে দেব।'

ওরা বারান্দায় এসে দেখল অন্তত জনা পনেরো লোক গেটের বাইরে জমা হয়ে গেছে। দু-একজন গেট টেনে ঠেলে ঢুকব ঢুকব করছিল, ওদের দেখে কী করবে বুঝতে পারছে না। যদিও এখানে বেশ অন্ধকার, মুখের আদল পরিষ্কার দেখা যায় না। তবু কোনও সুযোগ নিতে চাইল না অনিমেষ। শূন্যে মুখ করে গুলি ছুড়ল আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জটলাটার মধ্যে। কে আগে পালাতে পারে সে চেষ্টা চলল এবার।

www.MurchOna.com

পাশের গ্যারেজ থেকে একটা জিপ নিয়ে সিরিল তখন প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, 'দুটো গাড়ি পাওয়া গেল না। একটার আবার ইঞ্জিন খারাপ।'

ওরা সন্তর্পণে মৃত ছেলেটিকে জিপের পেছনের দুই সিটের মাঝখানে শুইয়ে দিয়ে উঠে বসল এক এক করে। জায়গা কম হচ্ছিল কিন্তু তা নিয়ে কেউ কোনও কথা বলল না। জিপ চলতে আরম্ভ হবার আগে অনিমেষের মনে পড়ে গেল। এক মিনিট দাঁড়াতে বলে সে লাফিয়ে নেমে পকেট থেকে কালো চক বের করে সাদা দেওয়ালের ওপর দ্রুত হাতে লিখল 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' 'গরিব মানুষের শত্রু পানিরামরা সাবধান।'

চটপট লিখে জিপে উঠতেই জুলিয়েন বলল, 'হাতের লেখার প্রমাণ রেখে গেলেন।'

অনিমেষ গম্ভীর গলায় বলল, 'আজ থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল যখন তখন সারা শরীর দিয়েই তো প্রমাণ রাখছি।'

গেট পার হবার সময় জুলিয়েন দাঁড়িয়ে ঝোলা থেকে বস্তুটি বের করে পানিরামের বাড়ির ওপর ছুড়ে মারল। প্রচণ্ড শব্দে স্বর্গছেঁড়া কেঁপে উঠতেই ওরা রাস্তায় এসে পড়ল। একটি মানুষকেও কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে না। জিপ ছুটল নাগরাকাটার দিকে। অনিমেষ একটা পা বাইরে রেখে সামনের সিটে কোনওমতে বসে আছে। তার পাশে জুলিয়েন। জুলিয়েনের পায়ের নীচে থলে ভরতি টাকা। পেছনের একটি ছেলের হাতে বন্দুক দুটো।

কেউ কোনও কথা বলছিল না। মুখে কোনও শব্দ কেউ না করলেও প্রত্যেকেই মৃতদেহটির কথা ভাবছিল। যাবার সময় সে সবার মতোই সহজ ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়েছিল। এখন তার শরীর নিথর, জিপের মেঝেতে থলের মতোই পড়ে আছে। প্রথম অ্যাকশনেই একটা বড় দাম দিতে হল। অনিমেষ এই কুড়ি-একুশ বছরের ছেলেটিকে আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু ছেলেটির কথা যত ভাবছিল সে, তত তার ভেতরে ক্ষরণ হচ্ছিল। ওর সঙ্গীরাও এখন চুপচাপ। ডানদিকে বানারহাটকে রেখে ওরা ডায়না নদীর ওপর উঠে আসতেই অনিমেষ সিরিলকে গাড়িটা থামাতে বলল। চুপচাপ সে নীচের নদীটার দিকে তাকাল। অনেকটা জায়গায় চর পড়ে আছে। মাঝখানে সরু ফিতের মতো জলের রেখা। সে ফিরে এসে বলল, 'গাড়িটাকে ব্যাক করে নদীর বেডে নিয়ে যাওয়া যায় না?'

'হ্যাঁ, ও পাশে একটা রাস্তা আছে।'

'তাই করুন।'

ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সিরিল ধীরে ধীরে গাড়িটা পিছু নিয়ে গেল। অনিমেষ সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাল। সে যা ভেবেছে এরাও কি তাই ভেবেছে! না হলে কী কারণে জিপটাকে নীচে নিয়ে যেতে বলল তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না কেন? আঘাত সব মানুষের ভাবনা এক খাতে বইয়ে দেয়?

ওরা নিঃশব্দে নীচে নেমে এল। বড় বড় বোলডারের পাশ দিয়ে সরু প্যাসেজ দিয়ে জিপটাকে কোনও মতে নদীর ওপর নিয়ে এল সিরিল। ছেলেটা খুব ভাল গাড়ি চালায়। ওরা সেই আবছা অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে ঠিক ব্রিজের নীচে একটা নরম জায়গা পেল। অনিমেষ দেখল জায়গাটা অনেকটা বালি, পাথর-টাথর বড় একটা নেই।

সিরিল গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'আমরা সবাই একমত তো?'

সবাই জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতেই সিরিল খানিক ইতস্তত করল, 'সোমরার ডেডবডি ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা—।'

জুলিয়েন বলল, 'অসম্ভব। সেটা করলে পুরো দল ধরা পড়ে যাবে।'

অনিমেষ সিরিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কী ইচ্ছে?'

হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সিরিল। সবাই চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এদের অনেকের কান্নাই সিরিল প্রকাশ্যে কাঁদছে। অনেক চেষ্টার পর নিজেকে শান্ত করল সিরিল, 'শুধু আমার কথা শুনে সোমরা বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আমি ওর মায়ের সামনে কখনও যেতে পারব না। ঠিক আছে, এখানেই হোক।'

বালি নরম বলে অসুবিধে হল না। ওরা সবাই মিলে হাত চালাল। জিপের মধ্যে একটা ছোট ত্রিপল পাওয়া গেল। গর্তটা ফুট চারেক খুঁড়তে প্রায় দেড় ঘণ্টা খরচ হয়ে গেল। এখন এখানো কোনও শব্দ নেই। নদীর দুধারে জঙ্গল। মাঝে মাঝে এক একটা ভারী লরি ওপরের ব্রিজ দিয়ে হু হু করে ছুটে যাচ্ছে। আশেপাশে কোনও জনবসতি নেই। ঠিক ব্রিজের নীচে থাকায় কোনও চলন্ত গাড়ির নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। এক সময় খুঁড়তে খুঁড়তে জল বেরিয়ে এল। খোঁড়া বন্ধ করে

www.MurchOna.com

জুলিয়েন ছেলেদের বলল কিছু মাঝারি সাইজের বোলডার জড়ো করতে। তারপর গাড়ি থেকে ত্রিপলটা বের করে গর্তের মধ্যে সুন্দর করে বিছিয়ে দিল। ত্রিপলের একটা দিক অনেকখানি বাইরে বের করে রাখল সে।

সিরিল এবার তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে জিপ থেকে সোমরার শরীরটাকে পরম যত্নে বয়ে নিয়ে এল সেখানে। এই পাতলা অন্ধকারকেও বোঝা যাচ্ছিল ছেলেটার মুখ অত্যন্ত স্বাভাবিক যেন গভীর ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখছে সে।

অনিমেষ জানে না এই কালো ছেলেটি রাজনীতি বুঝল কিনা। লেখাপড়া কতদূর শিখেছে, আদৌ শিখেছে কিনা তাও তার জানা নেই। কিন্তু একটা নতুন ভারতবর্ষ তৈরি করার যে স্বপ্ন এখন তাদের চোখে এ তার শরিক ছিল। কিংবা এ সবের কিছুই সে তেমন করে জানত না। বন্ধুর কথায় হয়তো অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু অনিমেষের মনে হল আসন্ন বিপ্লবের ভিড় তৈরি করতে সে একটা ইঁট পাতল।

জুলিয়েনের মাথা ঠিক ছিল। চটপটে হাতে সে ছেলেটির পকেট দেখে নিল। একটা চারমিনারের প্যাকেট, দেশলাই আর গোটা তিনেক টাকা ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বুকের ওপর নেতানো ক্রশ দেওয়া চেনটাকে সযত্নে খুলে নিয়ে সে সিরিলের হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়ল। তারপর কপালে, দুই কাঁধে হাত ছুঁইয়ে অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষ সঙ্গীদের দিকে এগিয়ে এল, 'কমরেডস। এটা অত্যন্ত বেদনার যে আমাদের একজন সাথি আজ প্রথম অ্যাকশনের দিনেই শহিদ হলেন। আসন্ন বিপ্লবের সূচনায় এই মৃত্যু আমাদের যদিও নিঃসঙ্গ করল কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমাদের উদ্যমকে আরও শক্তিশালী করবে। যা সত্য তা আমাদের মানতেই হবে। আসুন, আমরা সবাই কমরেড সোমরার কাছে শপথ করি, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমরা যেন তাঁর আত্মার অপমান না করি।'

সবাই এসে সোমরাকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসল। সেই নির্জন মধ্যরাতের নদীর চরে শিরশিরে বাতাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। প্রত্যেকের হাত সোমরার শরীর স্পর্শ করতেই অনিমেষের মনে হল এখনও তাপ আছে মৃতদেহে। অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'আপনারা আমার সঙ্গে উচ্চারণ করবেন—যতদিন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন আমরা বিশ্রাম করব না।'

খুব গম্ভীর বিষণ্ন কিন্তু দৃঢ় গলায় শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হল। তারপর অত্যন্ত যত্নে সোমরার শরীর গর্তের ভেতরে ত্রিপলের ওপর শুইয়ে দিয়ে ত্রিপলের অন্য প্রান্তটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। সামান্য বালি ছড়িয়ে দিয়ে এক এক করে বোলডারগুলো সাজানো হল শরীরের ওপর। এবার প্রত্যেকে বালি চাপিয়ে দিতে লাগল গর্তে। জুলিয়েন চাপা গলায় বলল, 'কমরেড সোমরা যুগ যুগ জিয়ো।' ওরা সাড়া দিল, 'যুগ যুগ জিয়ো।' 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম—লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

'কমরেড সোমার লাল সেলাম—লাল সেলাম, লাল সেলাম।'

সেই রাত্তিরে কতগুলো বুকের গভীর কষ্টের মধ্যে ভীষণ উত্তাপ জন্ম নিচ্ছিল। প্রতিটি শব্দ যেন জ্বলন্ত মশালের মতো ওদের সমস্ত শরীরে সেই তাপ ছড়াচ্ছিল। একসময় যখন সেই গর্তটির কোনও অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল না তখন ওরা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল।

নাগরাকাটা স্টেশনের মাইলখানেক আগেই ওরা জিপটাকে বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিল। সিরিল চাইছিল ওটাকে জ্বালিয়ে দিতে, কিন্তু জুলিয়েন নিষেধ করল। আগুন জ্বাললেই অনেক দূর থেকে মানুষ আকৃষ্ট হবেই। তা ছাড়া ভোর হয়ে আসছে। নিজের অস্তিত্ব সবাইকে জানিয়ে দেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো দু-একদিনের মধ্যে জিপটা কারও নজরে পড়তে পারে।

যতটা সম্ভব জিপ থেকে হাতের চাপ মুখে ফেলা হল। সিরিল ইঞ্জিনের তারগুলো ছিঁড়ে রেখে দিয়ে দাঁত বের করে হাসল। অনেকক্ষণ পরে তাকে স্বাভাবিক চেহারায় দেখে অনিমেষের ভাল লাগল। মুশকিল হল বন্দুক দুটো নিয়ে। ওগুলো প্রকাশ্যে বয়ে নিতে দেখলে অনেকের সন্দেহ হতে পারে। জুলিয়েন পথ বাতলাল। নাগরাকাটায় ঢোকার মুখে ওর পরিচিত এক ডেরায় বন্দুক জমা রেখে যাবে। বিশ্বাসী লোক প্রয়োজনে পেতে অসুবিধে হবে না। টাকাগুলো আপাতত ব্যাগেই থাক।

www.MurchOna.com

কিন্তু অনিমেষ এত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। ধরা পড়লেই সব ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু জুলিয়েন এত টাকা কোথাও রেখে যেতে রাজি নয়। টাকার পরিমাণ কত তাও জানা নেই। এখন গুনে দেখারও সময় নেই। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল টাকা নিয়ে জুলিয়েন একাই চলে যাবে। প্রয়োজনটা আপাতত ওর মারফত জানতে পেরেছিল অনিমেষ। মালপত্র কেনার ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি হাত বদল হয় ততই মঙ্গল। জুলিয়েন অবশ্য আরও একজনকে সঙ্গে নিয়ে নিল। ঠিক হল নাগরাকাটা থেকে দলটা আপাতত ভেঙে যাবে। ঠিক দশ দিন পরে ফুন্টশিলিং-এ সবাই দেখা করবে। জায়গাটা ঠিক করে নেওয়া হল।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ওরা হাঁটা শুরু করল। নাগরাকাটার মুখে এসে জুলিয়েন অনিমেষের দিকে হাত নাড়ল। তারপর বাঁ দিকে নেমে গেল সঙ্গীকে নিয়ে। ওদের দুজনের কাছে দুটো বন্দুক আর দুটো ব্যাগ। লোকটার সাহস আছে প্রচণ্ড। জঙ্গল ছাড়ার আগে সে প্রস্তাব দিয়েছিল এখন যেহেতু কারও বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই তাই প্রয়োজনের খরচ চালাতে অর্থের প্রয়োজন হবেই। সে ক্ষেত্রে পানিরামের টাকা থেকে প্রত্যেককে একশো করে টাকা দিয়ে দেওয়া হোক। অনিমেষের এতে সায় ছিল না। সাধারণ ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে যেন ব্যাপারটা। যদিও তার নিজের কাছে সামান্য কিছু অর্থ আছে কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, অন্যান্যদের পকেটে কিছু নাও থাকতে পারে। তবু ওখান থেকে টাকা নেওয়াতে তার অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু জুলিয়েন বোঝাল, 'আমরা তো যুদ্ধের জন্যেই টাকাটা নিচ্ছি। যদি শুধু মাত্র টাকার অভাবেই কেউ ধরা পড়ি তা হলে বিপ্লবটা করবে কে ? আমরা বিলাসের জন্য এই টাকা নিচ্ছি না। প্রয়োজন মেটাতে নেওয়া, বন্দুকের গুলি কেনার মতোই স্বাভাবিক।'

সেই মতো কিছু টাকা সে সবাইকে দিয়েছিল। ব্যাগের টাকার পরিমাণ দেখে বোঝা গিয়েছিল, যে টাকাটা ওরা খরচের জন্যে নিল তা মূল টাকার দুশো ভাগের এক ভাগও নয়।

সকালে যে ট্রেনটা এল সেটা একদম ফাঁকা। অনিমেষ আর সিরিল অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা ফাঁকা কামরায় উঠে বসল। সিরিল টিকিট কাটতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে নিষেধ করল অনিমেষ। এই ভোরে কাউন্টারে গেলে রেল কর্মচারীটি মনে রাখবে তাদের। মাত্র দুজন লোক চাদর মুড়ি দিয়ে এক কোনায় ঢুলছিল। অনিমেষ ঠিক করল সামনের কোনও স্টেশনে টিকিট কেটে নেবে। এ সব ট্রেনে চেকার বড় একটা ওঠে না।

জানলার ধারে বসার পর প্রথম ক্লান্তি বোধ করল অনিমেষ। একটা পুরো রাত কীভাবে উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেছে টের পাওয়া যায়নি। এখন শরীরে ভার বোধ হচ্ছে। সিরিল ট্রেনে উঠেই একটা বেঞ্চিতে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। এর মধ্যেই তার ঘুমন্ত শরীর থেকে মৃদু নিশ্বাস বের হচ্ছে। মুখ শিশুর মতো শান্ত। একে দেখলে কে বলবে যে গতরাতে এক দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিয়েছে। কিন্তু ক্লান্তিবোধ করলেও অনিমেষের ঘুম আসছিল না। জানলার বাইরে পৃথিবীটা একটু একটু করে ফরসা হয়ে কচি চেহারা নিয়েছে। নরম কলাপাতার মতো রোদ জঙ্গলের শরীরে। দুপাশে গাছ-গাছালি আর চা বাগান রেখে ট্রেন ছুটছিল হাসিমারার দিকে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। আজ অনিমেষরা যেমন সলতে পাকানোর কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতবর্ষের সবদিকেই এরকম ছোট ছোট দল এইরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে। এ ভাবে কতগুলো রক্তচোষা বাদুড়কে সরিয়ে দিতে পারলেই ব্যবসায়ীরা ভয় পাবে। আর নির্যাতিত জনসাধারণ বুঝতে পারবে তারা ওদের বন্ধু। অবশ্যই প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে তারা। এইসব ছোট ছোট মশালগুলো একসময় বিরাট অগ্নিকুন্ডের চেহারা নেবে সারা দেশ জুড়ে। নির্যাতিত মানুষের সেই পথে নেমে আসা স্রোতে ভেসে যাবে বুর্জোয়া ফ্যাসিবাদীর দুর্গ। এই সময় যদি কমিউনিস্ট পার্টিগুলো তাদের সঙ্গে আসত তা হলে বোধহয় ব্যাপারটা আরও দ্রুততর হত। কিন্তু অনিমেষ মাথা নাড়ল, এই ভাল, জনসাধারণ এদের চেহারাটা আরও ভাল করে চিনুক। তা হলে তাদের শক্তি আরও জোরদার হবে।

আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়ায় কী হচ্ছে অনুমান করতে চাইল সে। ওই ছোট্ট শান্ত জায়গার মানুষগুলো তাদের স্মৃতিতেও এমন ঘটনার কথা খুঁজে পাবে না। পানিরামের মৃত্যুর খবর পেয়ে ওরা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে, চা বাগানে যে সব গরিব শ্রমিক গলায় ফাঁস পরেছিল তারা নিশ্চয়। স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস ফেলছে। অনুমান করা যায় এখন পুলিশ ছুটে গিয়েছে বানারহাট থেকে। দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করেছে পানিরামের বাড়ির সামনে। ডাকাতির গল্প মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে লেখাগুলোও পড়ছে লোকে। যদি কেউ তাদের চিনে ফেলে পরোয়া নেই। অন্তত ওই

www.MurchOna.com

লেখাগুলো স্বর্গছেঁড়ার গরিব কুলি-মজুরদের মনে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। তারা যদি বুঝতে পারে। অনিমেষরা ওদের ভাই তা হলে আর কীসের ভয়!

একচল্লিশ

হাসিমারায় বসে কলকাতার খবর পাওয়া মুশকিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দলের খবর আসতে লাগল। সমস্ত দেশ একটু একটু করে নকশালবাড়ি হয়ে উঠছে। বীরভূম মেদিনীপুর চব্বিশ পরগণা তো বটেই, খোদ কলকাতায় এখন পুলিশের সঙ্গে সংগ্রাম চলছে। বেলঘরিয়া যাদবপুর বেলেঘাটার কিছু কিছু জায়গা প্রায় মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। রেডিয়ো শুনলে অবশ্য মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই সব ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। যে খবরটা সবচেয়ে আনন্দের তা হল সাধারণ মানুষ নকশালপন্থীদের জন্যে মৌন সমর্থন রাখছে। ঘরছাড়া ছেলেগুলোকে আশ্রয় বা খাবার দেওয়ার ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্রয়ের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

সাধারণ মানুষ এখনও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে যোগ দেয়নি। কিন্তু এ ভাবে যদি এগিয়ে যায় তা হলে তাদের দরজা খুলবেই। স্বর্গছেঁড়ায় এর মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে বলে খবর এসেছে। পুলিশ নাকি পানিরামের হত্যার বদলা নিতে ওই অঞ্চলে চিরুনি-অপারেশন চালিয়েছে। ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে। কিন্তু ওদের কাউকে পুলিশ ধরতে পারেনি। তবে খুঁটিমারির জঙ্গলে ডেরাও পুলিশ আবিষ্কার করেছে। এই মুহূর্তে অনিমেষ, সিরিল এবং জুলিয়েনকে পুলিশ গরুখোঁজা খুঁজছে। স্বর্গছেঁড়ার ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে গেছে খুব কিন্তু সাধারণ মানুষ যে স্বস্তি পেয়েছে তা হাটেবাজারে গেলেই বোঝা যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, অনিমেষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করার পর পুলিশ চা-বাগানে গিয়েছিল। মহীতোষকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কী কথাবার্তা হয়েছে অনিমেষ খবর পায়নি তবে থানা থেকে ফিরে এসে মহীতোষ লম্বা ছুটি নিয়ে ছোটমাকে সঙ্গে করে জলপাইগুড়িতে চলে গেছেন। কথাটা শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনিমেষ। এত কাছাকাছি দীর্ঘকাল থেকেও সে বাবার সঙ্গে দেখা করেনি। করেনি যাতে ওঁরা না জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হল। অনিমেষ এখানেই ছিল এবং পানিরাম-হত্যার সঙ্গে জড়িত জেনে বাবার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ? খুবই সামান্য সময়, অনিমেষ তারপর ব্যাপারটাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করল।

নদীর ওপর তাঁবু পেতে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। অনিমেষের আপাতত আশ্রয় এখানেই। ওর বয়সী যে ছেলেটি কন্ট্রাকটরের অধীনে কাজ করছে তার সঙ্গে দলের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়েছিল কিছুদিন আগে। আশ্রয় চাইতে সে একটুও আপত্তি করেনি। শুধু বলেছিল, 'সহজ হয়ে ঘোরাফেরা করুন। নদীর বেড়ে পুলিশ আসবে না। আমি বলব আপনি আমার মাসতুতো ভাই'। সিরিলকে সেই কাজে লাগিয়েছিল। কুলিরা মাথায় করে যে পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার তদারকির কাজ। ফলে এখানে এসে আর সবার সামনে সিরিলের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে না। যা কিছু খবর ওই ছেলেটির মাধ্যমেই পাচ্ছে অনিমেষ। একদম নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ছেলেটির বুকে উত্তাপ আছে, নাম করুণাসিন্ধু।

তবু এর মধ্যে একদিন শিলিগুড়িতে গেল অনিমেষ। করুণাসিন্ধু নিষেধ করেছিল, 'আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে যখন তখন যাওয়া ঠিক হবে না।' কিন্তু এ ভাবে হাত পা গুটিয়ে নদীর ওপর তাঁবুর ভেতরে ইঁদুরের মতো লুকিয়ে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। পরবর্তী কাজকর্মের ব্যাপারে কথা বলা দরকার। সমচিন্তাযুক্ত দলগুলো এখন একত্রিত হয়েছে কি না, আন্দোলনের নেতৃত্ব এখন কোনও যোগ্য হাতে গিয়েছে কি না, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে একটা সুষ্ঠু ধারণায় আসা হয়েছে কি না —এইসব জানতে আগ্রহ হচ্ছিল তার। একজন পানিরামকে হত্যা করে সেই তল্লাটের কিছু মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেখানেই শেষ কথা নয়। আশেপাশে তাকালে মনে হয় না, সাধারণ মানুষ তাদের বিপ্লব নিয়ে তেমন ভাবছে। এ-কথা ঠিক, একদিনে সেটা সম্ভবও নয় কিন্তু তার আয়োজন করা দরকার।

আকাশে মেঘ করেছিল। তাঁবুতে বসে চিঠি লেখা শেষ করল অনিমেষ। নাম সই করল না, কেউ চিঠিটা পড়লে রাজনীতির গন্ধ পাবে না। কিন্তু যাকে চিঠি লিখছে সে বুঝবে। মাধবীলতাকে লেখা এটি তার চতুর্থ চিঠি। শান্তি নিকেতন থেকে ফিরে আসার পর সে একতরফা চিঠি লিখে যাচ্ছে। মাধবীলতার কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার উপায় নেই। মাধবীলতাকে নিজের আস্তানার ঠিকানা

www.MurchOna.com

দেওয়ারও উপায় নেই। অনিমেষ চিঠিটা ভাঁজ করে ফেলার আগে আর একবার পড়ে নিল। এবার সে সম্বোধন করেনি, সরাসরি শুরু, 'তুমি কেমন আছ জানি না, তবে আমার জন্যে তুমি ভাল থাকবেই এটা জানি। কেমন স্বার্থপরের মতো শোনাচ্ছে তবু তোমার কাছেই তো আমি স্বার্থপর হতে পারি?

'ছটফট করছি কাজ শুরু করতে কিন্তু কিছুদিন হল চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় দেখছি না। এ যে কী যন্ত্রণা তা তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমরা যা করতে চাইছি তা হবেই। পৃথিবীটা পালটে যাবেই। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তা করতে হবেই।

'শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পর বেশি করে তোমার কথা মনে পড়ছে। চোখ বন্ধ করলেই তোমার মুখের প্রতিটি টান দেখতে পাই। আইন কিংবা ধর্ম কী বলবে জানি না কিন্তু আমি চিৎকার করে বলতে পারি তুমি আমার স্ত্রী।

'কিন্তু আমি তোমাকে আমার সঙ্গে কাজ করতে বললাম না কেন? কেন তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখলাম? যে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে। হয়তো একজন প্রকৃত কমিউনিস্টের এটা অপরাধ। যে কমিউনিজমে বিশ্বাস করে তার কর্তব্য আর একজনকে সেই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু আমি যখন বুঝলাম তুমি আমার এই 'আমি'টাকেই গ্রহণ করেছ, আমার আর সব কাজকর্মে তুমি বাধাও দেবে না, মুখ ফুটেও কিছু বলবে না তখন তোমার ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে চাইনি। শুনেছি বিখ্যাত গুরুদেবদের শিষ্যরা নাকি বন্ধুবান্ধবদের গুরুভাই করতে ব্যগ্র হয়। সেরকম করতে চাইনি আমি।

'কিন্তু তোমার সমস্ত ভালমন্দের জন্যে আমি নিজের কাছে দায়বদ্ধ অথচ এই মুহূর্তে যদি তুমি অসুস্থ হও তবু আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারব না। এ যে কী যন্ত্রণা তা কী করে বোঝাই।

'কবে দেখা হবে জানি না, আদৌ দেখা হবে কি না তাও জানি না, কিন্তু আমি প্রতিমুহূর্তে তোমার স্পর্শ পাচ্ছি।'

ইনল্যান্ড লেটারের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে মাধবীলতার নাম ঠিকানা লিখে তাঁবুর বাইরে এসে দেখল করুণাসিন্ধু আসছে। এখন সকাল। চারদিকে ফিনফিনে রোদের ছড়াছড়ি। নদীর ওপর শুকনো নুড়িতে অবশ্য এখনও দুপাশের পাহাড়ের ছায়া মাখামাখি। কিন্তু মুখ তুললেই সোনাগলা রোদ্দুর। জায়গাটা সত্যি সুন্দর। চওড়া নদীর দুধারে গাছে মোড়া বড় পাহাড়। নদীর জল এখন একপাশ দিয়ে ছোট্ট শরীর নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কুলিরা এখনও কাজে নামেনি।

করুণাসিন্ধু কাছে এসে বলল। 'কপাল ভাল বলতে হবে।'

'কেন?'

'আপনি শিলিগুড়িতে যাবেনই।'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তৈরি হয়ে নিন। আধঘন্টার মধ্যে আমাদের একটা জিপ ছাড়ছে। সন্ধে নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসবে। আমি একটু গায়ে পড়ে কাজটার দায়িত্ব নিলাম। অতএব আপনি সঙ্গে যেতে পারেন।'

কথাটা শুনে অনিমেষ স্বস্তি পেল। বারোয়ারি ট্রেন কিংবা বাসে যাওয়ার চেয়ে প্রাইভেট জিপে যাওয়া অনেক নিরাপদ এবং সময়ও কম লাগবে। তাঁবুর ভেতরে ঢুকে করুণাসিন্ধু বলল, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

'বলুন।'

'দাড়িটা কেটে ফেলুন।'

চমকে নিজের গালে হাত দিল অনিমেষ, 'সে কী?'

করুণাসিন্ধু হাসল, 'লোকে নিজেকে লুকোতে দাড়ি রাখে। তাই দাড়ি দেখলেই অনেকে সন্দেহের চোখে তাকায় আজকাল। তা ছাড়া আপনাকে যারা চেনে তারা দাড়ি দেখেই অভ্যস্ত। শিলিগুড়িতে যখন যাচ্ছেনই তখন একটু সতর্ক হয়ে থাকা ভাল।'

অনিমেষ ইতস্তত করছিল, 'এ কত বছরের দাড়ি জানেন? আমি জীবনে কখনও গালে ক্ষুর লাগাইনি।'

করুণাসিন্ধু ঠাট্টার গলায় বলল, 'এত হাজার বছরের জঞ্জাল যখন সরাতে নেমেছেন তখন আর সামান্য দাড়িতে মায়া করছেন কেন?'

কথাটা শুনে অনিমেষের ভ্রূ কুঁচকে গেল দেখে গলা পালটিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। আমি কিছু মিন করতে চাইনি।'

www.MurchOna.com

করুণাসিন্ধুর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম ব্যবহার করতে অনিমেষকে বেশ পরিশ্রম করতে হল। গালের কয়েক জায়গায় কেটেকুটে গেল। কিন্তু মুখ মোছার পর সে নিজেকে আয়নায় দেখে নিজেই চিনতে পারছিল না। মসৃণ গাল একটি সুশ্রী মোলায়েম তরুণকে হাজির করছিল। সিনেমার পোস্টারে এরকম মুখ দেখা যায়। করুণাসিন্ধু ক্যাম্পখাটে বসে ওর পরিবর্তন লক্ষ করছিল, এবার বলল, 'অ্যাদ্দিন আপনি দাড়ির আড়ালে বয়সটাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবার এখন ধরা পড়ে গেলেন।'

অনিমেষ হাসল কিন্তু প্রতিবাদ করল না। তার চেয়ে বয়সে বড় অনেকেই তাকে দাদা এবং আপনি বলে থাকে। সেটা যে দাড়ির জন্যেই বোঝা যেত। কিন্তু কারও ভুল ভাঙিয়ে দিত না সে। যে যা বলে খুশি হয় তাই হতে দেওয়া উচিত। করুণাসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'চলুন'।

জিপে ওরা চারজন। বাড়তি দুজনের একজন করুণাসিন্ধুর মালিকের ছেলে, অন্যজন ড্রাইভার। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই ছেলেটিকে লক্ষ করছিল অনিমেষ। বছর কুড়ি বয়স হবে, বেশ মোটাসোটা। করুণাসিন্ধু ওর কথা বলে রেখেছিল তাই কোনও প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়নি। হাসিমারা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর ছেলেটি বলল, 'বাবা কি আজই ফিরতে বললেন?'

করুণাসিন্ধু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ধ্যুৎ, এতদিন বাদে শিলিগুড়ি গিয়ে রাত না কাটিয়ে ফিরে আসা যায়?'

'আপনি আজ ফিরবেন না?'

'আমি মানে আমরা সবাই। বাবাকে বলব গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল!'

'কেন? কোনও কাজ আছে ওখানে?'

'কাজ? ধ্যুৎ, আপনি একদম বেরসিক। আপনি এর আগে শিলিগুড়িতে গিয়েছেন?' প্রশ্নটা অনিমেষকে উদ্দেশ করে।

সঠিক উত্তর দিল সে, 'না। মানে থাকার জন্যে যাইনি।'

নিচু হয়ে ছেলেটি একটা ব্যাগ খুলে বোতল বের করল। ভুটানের সামচিতে তৈরি শস্তা দামের রাম। তারপর করুণাসিন্ধুকে বলল, 'আপনি তো মাল খান না?'

'না স্যার।' করুণাসিন্ধু দ্রুত ঘাড় নাড়ল।

'আপনি?'

'গোঁড়ামি নেই কিছু তবে এখন খাব না।' অনিমেষ জানাল।

'কেন?'

'সকালবেলায় চা-ই ভাল লাগে।'

ছেলেটি আর কথা বলল না। ব্যাগ থেকেই গেলাস আর জল বের হল। প্রথম এক চুমুকে শেষ করে হাসল, 'আজ মশাই অনেকদিন বাদে স্বাধীনতার আলো দেখেছি। শালা বুড়ো শকুনটা মদ ছুঁতে দেয় না আমাকে। অথচ সতেরো বছর বয়স থেকে মালাবৃত হয়ে আছি। তখন থেকে সাইটগুলোতে আমি যেতাম একা একা। তা একবার রাত্তিরে শুকুনটা গিয়ে হাজির। আমরা মাল খেয়ে বোতলগুলো একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিতাম। শকুন সেটায় ঝুঁকে দেখল প্রায় বুজে গেছে বোতলে। ব্যাস, আমার স্বাধীনতা চৌপাট হয়ে গেল। আজ অনেকদিন পর ফিফটিনথ আগস্ট হল।'

করুণাসিন্ধু বলল, 'কিন্তু কাজটা যদি না হয়!'

'সেজন্যেই তো আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। মন দিয়ে কাজ করবেন।'

এরকম একটি বাচ্চা ছেলের মুখে এমন পাকা পাকা কথা শুনতে শুনতে অনিমেষের মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। তবে ছেলে বেশ তৈরি। এখন গেলাস হাতে ধরে রেখেছে, বেশ সময়ের ব্যবধানে চুমুক দিচ্ছে। অনিমেষ বাইরে তাকাল। চা বাগান সবুজ গালচের মতো দিগন্তে ছড়ানো। মাঝখানের শেড-ট্রিগুলোয় পাখির ঝাঁক। খুব স্পিডে গাড়ি ছুটছে, রাস্তা ফাঁকা। একসময় নীরসাড়া ছাড়িয়ে স্বর্গছেঁড়ার কাছে এসে গেল ওরা। করুণাসিন্ধু ওর দিকে তাকাতেই সে একটু পেছনে সরে বসল। বলা যায় না কিছু, যদি কারও নজর খুব তীক্ষ্ণ হয় তা হলে মুশকিল।

হঠাৎ ছেলেটি বলল, 'আপনি কী করেন মশাই?'

করুণাসিন্ধু বলল, 'পড়াশুনা করে। কলকাতায়। এখানে বেড়াতে এসেছে।'

ছেলেটি বলল, 'কী হবে পড়াশুনা করে? শালা পরের গোলামি করে করে জাতটা ডুবে গেল। ব্যবসা করুন, মাল কামান। শকুনকে দেখছেন না? ক্লাশ থ্রি পর্যন্ত পড়েছিল বলে শুনেছি।'

অনিমেষ বলল, 'শকুন কে?'

www.MurchOna.com

'যার গাড়িতে আপনি চড়েছেন, মাই ফাদার। সব সময় ভাগাড়ে নজর। যতদূরেই থাক কিছুতেই অ্যাভয়েড করতে পারি না। দাঁড়ান, দাঁড়ান, এই গাড়ি থামা তো।' ছেলেটি ব্যগ্র হয়ে বাইরে তাকাল।

অনিমেষ গুটিয়ে গেল। ওরা এখন স্বর্গছেঁড়ার চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। পকেট থেকে টাকা বের করে ছেলেটি ড্রাইভারকে দিল, 'নায়ারের হোটেলে যা, পাঁচটা রামের বোতল আনবি।'

ড্রাইভার ওর বাপের বয়সী কিন্তু স্বচ্ছন্দে তুই তোকারি করছে সে। টাকা নিয়ে চলে গেলে ছেলেটি বলল, 'যান, আপনারা চটপট চা খেয়ে নিন। সকাল হলে বাঙালি ছাগলের মতো চা চা করে ডাকে, হ্যা হ্যা।'

অনিমেষের ইচ্ছা করছিল ঠাস করে একটা চড় মারে ছেলেটার গালে। ওর শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু করুণাসিন্ধু ওর হাত ধরল, 'না, একেবারে শিলিগুড়িতে গিয়েই খাব।' ছেলেটি সামনে বসে থাকায় ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। করুণাসিন্ধু হাত ছেড়ে দেবার আগে চোখ টিপল তাকে।

অনিমেষ দেখল চৌমাথা একদম নির্জন। দোকানপাট কিছু কিছু খুলেছে বটে কিন্তু রোজ সকালকার স্বাভাবিক ভিড় নেই। একটু বাদেই ড্রাইভার ফিরে এল শূন্য হাতে, 'নেই মিলা ছোটাসাব।'

'নেই মিলা? কিঁউ?' খিঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'নায়ার বোলতা থা পুলিশ বহুত ঝামেলা কিয়া। ইঁহা এক আদমি খুন হুয়া আউর উসি বারে মে পুলিশ বহুত ঝামেলা কিয়া। তিন চার আদমিকো আরেস্ট কিয়া। নায়ারকো বহুৎ তংক্ কিয়া।'

দুটো কাঁধ নাচাল ছেলেটি বিরক্তিতে। তারপর বলল, 'নায়ারকে আমার নাম বলেছিলি?'

'হাঁ সাব।'

ঠিক তখনি নায়ারকে দেখতে পেল অনিমেষ। নিরীহ মুখ করে বিরাট শরীর নিয়ে এদিকে হেঁটে আসছে। অনিমেষ আর একটু মুখ ঘুরিয়ে বসল। ছেলেটার গলা শোনা গেল, 'কী মশাই, মেরে ফেলবেন নাকি?'

'আর বলবেন না স্যার, পুলিশ আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। পানিরাম খুন হয়ে গেছে জানেন তো?'

'পানিরামবাবু?'

'হ্যাঁ। ক'দিন আগে রাত্রে ডাকাতি হয়। সাধারণ ডাকাতি নয়।' নায়ারের গলা নীচে নেমে এল, 'নকশাল। মাল লুট করেছে আর পুলিশ তার বদলা নিচ্ছে আমাদের ওপর। এখানকার ক'টা নিরীহ ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে।'

'নকশাল! সে তো কলকাতায় হচ্ছে শুনেছি, এখানে এল কোত্থেকে?'

'তলে তলে ছড়িয়ে পড়েছে। দু' একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। এখানকার চা-বাগানের এক বাবুর ছেলে নাকি ওদের মধ্যে আছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না স্যার, ছেলেটাকে আমি চিনি, খুব শান্ত ছিল।'

'নকশাল-ফকশাল না, সব মাল কামানোর ধান্দা।'

'না স্যার। ব্যাপারটা লাইট না, একটু সাবধানে থাকবেন।'

'সাবধানে থাকব কেন?'

'ওরা লিখে গেছে বড় ব্যবসায়ীদের খুন করবে।'

'কিন্তু এখনই তো আপনি আমাকে খুন করছেন। একটা পাঁইট হবে না?'

'কোনওরকমে একটাই ম্যানেজ করে এনেছি স্যার।'

'বেঁচে থাকুন, বেঁচে থাকুন।' ছেলেটির গলায় হাসি গলছে, 'এতদিন বাদে স্বাধীনতা পেলাম আর শুকনো থাকব এতটা পথ?'

টাকা দিয়ে জিপ চলা শুরু করল। চোখের ওপর স্বর্গছেঁড়া মিলিয়ে যাচ্ছে। ডানদিকে চা-বাগানের কোয়াটার্সগুলো দেখা যাচ্ছে। অনিমেষ ওর বাড়িটার দিকে তাকাল। দরজা বন্ধ, বারান্দায় একটা নেড়ি কুকুর শুয়ে আছে। কেমন খাঁ-খাঁ করছে জায়গাটা।

বোতল খুলতে খুলতে ছেলেটা বলল, 'এই আর এক নকশা শুরু হয়েছে মশাই, নকশাল। এল গেল কত শাল এখন দেখি নকশাল। মাল গোটানোর ধান্দা। সব শালা সি আই এ-র কারবার।'

করুণাসিন্ধু অনিমেষের হাত ধরল, 'সি আই এ?'

www.MurchOna.com

'আমেরিকার চর মশাই। এইসব করে দেশে একটা ঝামেলা ক্রিয়েট করে ওরা। পৃথিবীর সব দেশেই নাকি এইরকম করে। কাল রাত্রে শকুনকে বলছিল হাসিমারার ওসি।' ছেলেটি বলল।

'ওসি এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ। শকুনকে বলতে এসেছিল কোনও উটকো লোককে যেন কাজে নেওয়া না হয়। শকুনের বন্দুকটা থানায় জমা দিতে বলছিল।'

'কেন?'

'তেনারা নাকি বন্দুক ছিনতাই করে দেশে বিপ্লব করবেন। পেছনে বিছুটি পাতা ঘষে দিতে হয় হারামিদের।' শেষের কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

অনিমেষ খুব কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা শুনলে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল হয়। কিন্তু এখানে কিছু করতে গেলে পুরো ঝক্কিটা করুণাসিন্ধুর ঘাড়ে পড়বে। বেচারা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তাদের সাহায্য করছে, ওকে বিপদে ফেলে লাভ নেই।

জলপাইগুড়ি শহর বাঁ পাশে রেখে ওরা শিলিগুড়ির পথ ধরল। যেতে যেতে অনিমেষের চোখে লেখাগুলো পড়ছিল। খুবই অযত্নে কিন্তু যেখানেই জায়গা পাওয়া গেছে সেখানেই এদিকের ছেলেরা লিখেছে, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম। নকশালবাড়ির লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও।'

অর্থাৎ এদিকে সংগঠন খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা খুব ভাল কথা, বেশ আশার কথা।

শিলিগুড়ি শহরে পৌঁছে অনিমেষ করুণাসিন্ধুর কাছে বিদায় নিল। ঠিক হল বিকেল চারটের সময় স্টেট বাসের টার্মিনাসের সামনে সে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে। সামনের সিটে ছেলেটা তখন প্রায় আউট কিন্তু তবু তার তাল ঠিক আছে। বলল, 'আজ বিকেল নয়, কাল সকাল আটটায় দেখা হবে। আজ আমরা ফিরছি না।'

করুণাসিন্ধু পেছন থেকে চোখ টিপল। ছেলেটার কথায় গুরুত্ব দিতে নিষেধ করল সে। অর্থাৎ আজই ফিরে যেতে হবে। জিপ চলে গেলে অনিমেষ হাঁটা শুরু করল। সঙ্গে কোনও মালপত্র নেই, কেমন হালকা লাগছে তাই। শিলিগুড়ির সব রাস্তাঘাট সে চেনে না। কিন্তু মোটামুটি একটা আন্দাজ রেখে সে এগোচ্ছিল। দুপাশের বাড়ির দেওয়ালগুলোয় আন্দোলনের নানান শ্লোগান লেখা। অথচ লোকজন যে সেগুলো খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে এমন দৃশ্য তার চোখে পড়ল না। হয়তো দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সবাই। কিন্তু কিছুদূর যেতে যেতে আর এক ধরনের পোস্টার চোখে পড়ল অনিমেষের। 'হঠকারী দূর হঠো', 'সি আই এ-র দালাল নকশাল নিপাত যাক্', 'দেওয়ালে লিখে বিপ্লব হয় না হবে না।' যারা এই শ্লোগান লিখেছে তারা নিজেদের অস্তিত্ব লুকোয়নি। চোয়াল শক্ত হল অনিমেষের। কংগ্রেস থেকে এইসব কথা লিখলে তার একটা মানে বোঝা যেত কিন্তু। সংশোধনবাদের শীর্ষবিন্দুতে না পৌঁছালে এইরকম বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ বিরোধ শুরু হচ্ছে এবং তা হচ্ছে আর একটি মার্কসবাদীদের সঙ্গেই। চমৎকার!

রাস্তার পাশে ডাকবাক্সে মাধবীলতাকে লেখা চিঠি ফেলে বারীনদার দোকানের কাছাকাছি এসে অনিমেষ দাঁড়াল। মার্কেটের ভেতরে চট করে ঢুকতে রাজি নয়। ওখানে পরিস্থিতিটা কেমন তা না জানলে মুশকিলে পড়তে হতে পারে। সে রাস্তার দুপাশে তাকাল। খুবই স্বাভাবিক জীবন। তবু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অনিমেষ। যদি কোনও পরিচিত মুখ চোখে পড়ে তা হলে ভাল হয়। তারপর যেন দোকান খুঁজছে এমন ভঙ্গিতে মার্কেটের ভেতরে ঢুকে পড়ল। একটু এগোতেই বারীনদার দোকান নজরে এল। বন্ধ। ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার? এত বেলা পর্যন্ত তো বারীনদার দোকান বন্ধ থাকার কথা নয়। কিছু হয়ে গেল নাকি? পুলিশ এখানে হানা দিয়েছিল কি না বোঝা যাচ্ছে না। যাই হোক, বারীনদার বাড়িতে যাওয়া উচিত হবে না। ওদের যে আড্ডায় খবরা-খবর পাওয়ার জন্য দেখা করতে যাওয়ার কথা সেখানে এখন কী অবস্থা কে জানে! এর আগে যতবার সে এসেছে এই বারীনদার মাধ্যমেই কাজ হয়েছে।

ভেতর ভেতরে একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল অনিমেষ। কী করবে বুঝে ওঠার আগেই সে ছেলেটাকে দেখতে পেল। রাস্তার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটু আলো দেখা গেল এই ভঙ্গিতে অনিমেষ পা চালাল। ছেলেটি বোধহয় অনেক আগে থেকেই তাকে লক্ষ করছিল কারণ অনিমেষ এগোনো মাত্রই সে অলস ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। দূরত্বটা কমতে দিচ্ছে না অথচ হাঁটাচলায় ব্যস্ততাও দেখাচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনিমেষও আর ব্যস্ত হল না।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কাছে এসে ছেলেটা দাঁড়াল। লেবেল ক্রসিং বন্ধ। সার দিয়ে দুপাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ভিড়-ভাট্টায় একাকার। অনিমেষ কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার?'

www.MurchOna.com

'খুব খারাপ। বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে।'

'সে তো বুঝলাম কিন্তু হয়েছে কী?'

'দাদাকে শুইয়ে দিয়েছে ওরা।'

'খুলে বলো।'

বারীনদা মার খেয়েছে জানতে পেরে মাথা গরম হয়ে গেল অনিমেষের। সে ছেলেটিকে নিয়ে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া প্লাটফর্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াল। জায়গাটা এককালে রমরমা ছিল। এখন স্টেশন হিসেবে এর কোনও গুরুত্ব নেই। ফলে লোকজন চোখে পড়ে না।

ছেলেটি বলল, 'পার্টির বাবুরা খুব শাসিয়ে গিয়েছিল দাদাকে। নকশালদের সঙ্গে নাকি দাদা যোগাযোগ রাখে। দাদা অস্বীকার করেছিল কিন্তু ওরা বিশ্বাস করেনি। তারপর পুলিশ এসে একদিন খুব জেরা-টেরা করে গেল। আমি ভাবলাম আর দোকানে আড্ডা বসবে না। কিন্তু কোথায় কী, ওই ছেলেগুলোর আসা বন্ধ হল না। শেষে এই গতরাতে ওরা এসে হামলা করল, বোমা মারল আর দাদাকে দোকান থেকে বের করে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বলে গেছে দোকান যেন খোলা না হয় আর।'

'ওদের চেনো?'

'হ্যাঁ, পার্টির বাবুরা।'

'বারীনদা এখন কোথায়?'

'বাড়িতেই। সকালে আমাকে পাঠাল হালচাল দেখতে। আমি এসে আপনাকে দেখতে পেলাম। এখন যে কী হবে বুঝতে পারছি না।'

অনিমেষ আর সময় নষ্ট করল না। ছেলেটিকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে একটা রিকশা নিয়ে সটান বারীনদার বাড়ির দিকে রওনা হল। বারীনদার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করা দরকার। ওখানে গেলে বিপদ হবে কি না সে ভাবনা এখন মাথা থেকে উড়ে গেছে।

এক ডাকেই সাড়া পাওয়া গেল। জানলা দিয়ে শব্দ ভেসে এল, 'কে?'

'আমি অনিমেষ।'

কয়েক মুহূর্ত, বারীনদার মা দরজা খুললেন। একটু অচেনার ভাব কিন্তু সেটা খুব দ্রুত কেটে গেল, 'ছেলেকে মারল কেন ওরা?'

'আমি জানি না।' অনিমেষ মাথা নিচু করল।

'আমি ওকে জানি। ও তো কোনও দোষ করেনি, তবে মারল কেন?' বৃদ্ধার গলা এখন থমথম করছে। ঠিক সেইসময় অনিমেষ বারীনদার গলা শুনতে পেল, 'ওকে ভেতরে আসতে দাও মা।'

খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই বৃদ্ধা একপাশে সরে দাঁড়ালেন। অনিমেষ বারীনদার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল। সর্বাঙ্গে ব্যান্ডেজ, বারীনদা শুয়ে আছেন। চোখ নাক এবং ঠোঁট ছাড়া মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওকে দেখা মাত্র বললেন, 'অনেকদিন পর রেস্ট নিচ্ছি ভাই। এ ভাবে শুয়ে থাকা তো হয় না।'

বারীনদাকে যারা আঘাত করেছে তাদের অনিমেষ চেনে না কিন্তু এই মুহূর্তে তার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। সে এগিয়ে যেতে বারীনদা বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে বললেন, 'বসো ভাই।'

অনিমেষ বুঝতে পারল বারীনদার নড়াচড়া করতেই অসুবিধে হচ্ছে। সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল?'

'ইংরেজরা বলে না— এ সবই খেলার একটা অঙ্গ— তাই। জলে নামব কিন্তু বেশী ভেজাব না, তা আর ক'দিন চলে। কিন্তু তুমি খবর পেলে কী করে! তোমার তো এখন হাসিমারায় থাকার কথা।'

অনিমেষ অবাক হল, 'হাসিমারার কথা আপনি জানেন?'

'জেনেছি।'

অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। সে প্রসঙ্গে ফিরে এল, 'আপনার দোকানে গিয়ে দেখলাম সেটা বন্ধ। বেরিয়ে এসে আপনার অ্যাসিস্টেন্টের দেখা পেলাম।'

'তুমি দোকান ঘুরে এসেছ?' হঠাৎ বারীনদা উত্তেজিত হলেন।

'হ্যাঁ, কেন?'

'খুব অন্যায় করেছ, তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

www.MurchOna.com

'আঃ, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমার দোকানের ওপর ওদের নজর আছে। এ বাড়ির মুখে গলিতেও ওরা আছে। তুমি এখান থেকে যখন বেরোবে তখন সতর্ক হয়ে বেরিয়ো।' বারীনদা যেন হাল ছেড়ে দিলেন।

'আপনি কি আমাকে খুলে বলতে চাইছেন না?'

'অনিমেষ, এ সব নিয়ে কম চিন্তা করাই ভাল। তবু যখন জানতে চাইছ বলছি। কিছুদিন হল সি পি এম নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নেমেছে। এরা সি আই এ-র চর, বিদেশি টাকায় গোলমাল করতে চাইছে, এইসব প্রচার ছিলই। এখন পাড়া দখল নিয়ে বোমাবাজি শুরু হয়েছে। এমনকী কোথায় নকশাল অ্যাকশন করবে তাও আগেভাগে পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে যাচ্ছে। তুমি জানো আমার দোকানে এখানকার গল্পলিখিয়েরা আড্ডা মারে। তারা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বাইরের কেউ জানে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা এসে আমাকে শাসিয়ে গেল। পরদিনই এল পুলিশ। ওরা কী করে খবর পেল তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দল থেকেই খবর বেরিয়ে যাচ্ছে। পুলিশকে উলটোপালটা বোঝাতে পারলেও ওদের বোঝাতে পারছিলাম না। কারণ ওরা বুঝতে পারছে যে অ্যাদ্দিন জনসাধারণের সামনে ওদের যে চেহারাটা ছিল তা তোমরা কাগুজে বাঘে পরিণত করে দিয়েছ। নিজের অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্যে ওরা তাই মরিয়া হয়ে পড়েছে।' বারীনদা নিশ্বাস ফেলল। সামান্য সময় নিল দম নেবার জন্যে। অনিমেষ চুপচাপ মানুষটিকে দেখছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওরাই আপনাকে মেরেছে?'

বারীনদা মাথা নাড়লেন, 'না।'

'তা হলে? কে মারল?'

'তোমরা।'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। মনুমেন্টের ওপর থেকে পড়ে গেলেও এমন ধাক্কা খেত না।

বারীনদা বললেন, 'ওই ইংরেজদের কথাটা, এ সবই খেলার অঙ্গ। এইভাবেই মেনে নিয়েছি। তুমি কি জানো আন্দোলন এখন দ্বিমুখী হয়ে গেছে। দুটো দল পাশাপাশি কাজ করছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। এখন মেইন লাইন যাদের হাতে তাদের বক্তব্য হল, খতম অভিযান চালিয়েই আমরা সমস্ত সমস্যার সমাধান করব,' 'ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে খতম অভিযানের মাধ্যমে গেরিলা যুদ্ধ চালানো যায়', 'এই খতমের সংগ্রামের প্রশ্নে যারা আমাদের বিরোধিতা করবে তাদের আমরা পার্টিতে থাকতে দেব না।' কিন্তু এ সব করতে গিয়ে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে সরে আসছি। সাধারণ মানুষ এখন আমাদের ভয় পাচ্ছে। একজন কনস্টেবলকে খুন করে কতটা বিপ্লব করা যায়? পুলিশের যে কর্তারা নকশাল হত্যার মদত দিচ্ছে তাদের গায়ে হাত পড়ছে না কেন? কলকাতায় যে সব এলাকায় সংঘর্ষ চলছে সেগুলো গরিব মধ্যবিত্তদের জায়গা। পার্কস্ট্রিট বড়বাজার এলাকায় কেন অ্যাকশন হচ্ছে না? আমি এ সব প্রশ্ন তুলেছিলাম।'

'তারপর?'

'সি পি এম থেকে শাসিয়ে গেল, পুলিশ জেরা করল, আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যাচ্ছি। তোমার বন্ধুরা সন্দেহ করলেন আমি গোপনে ওদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি। শুধু সন্দেহের বশে ওরা আমাকে মেরে গেল। যাচাই করার প্রয়োজন কেউ বোধ করছে না আজকাল।'

অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। শুরুতেই যদি পার্টির মধ্যে ভাঙন দেখা যায় তা হলে কাজ হবে কী করে? পার্টির মূল উদ্দেশ্য, ব্যাপক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করা, গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মুক্তাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে শহরে ধর্মঘট সংঘটিত করে শাসনযন্ত্রকে চলৎশক্তিহীন করে দেওয়া, বিচ্ছিন্ন গেরিলা স্কোয়াডগুলোকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করে গণমুক্তি ফৌজে পরিণত করা। কিন্তু বিভেদ যদি গোড়াতেই আসে তা হলে এ সব হবে কী করে?

বারীনদা বললেন, 'অনিমেষ, এখন পার্টির মধ্যে হু-হু করে বেনোজল ঢুকছে। গুণ্ডামি করার এমন সুযোগ ক'জনে ছাড়ে! ঝাড়াই বাছাই করার সুযোগ আর নেই। আমার খুব ভয় হচ্ছে অনিমেষ।'

'আপনাকে মারার সিদ্ধান্ত কি পার্টি থেকে নেওয়া হয়েছিল?'

'আমার তো মনে হয় না। আসলে এখন দু-তিন চারজন মানুষ যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাই ঠিক। আবার দুটো ভাগ হয়ে যাওয়ায় দু'দলের দুই রকম সিদ্ধান্ত। কলকাতায় বিদ্যাসাগর বা সুরেন ব্যানার্জির মূর্তি ভেঙে কী লাভ হচ্ছে? অনিমেষ, আমার মনেহচ্ছে কেউ কিংবা কারা অত্যন্ত

www.MurchOna.com

চতুরভাবে আমাদের আন্দোলনকে হত্যা করার জন্যে এইসব কাজ করাচ্ছে। আমরা তাদের হাতের পুতুল হয়ে যাচ্ছি।'

'কারা ?'

'আমি জানি না।'

'আপনাকে মারল তার বিচার হবে না ?'

'ছেড়ে দাও। আজ সকালে মহাদেববাবু খবর পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁকেও বলে দিয়েছি এ নিয়ে কোনও ঝামেলা না করতে।'

'মহাদেবদা এখানে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ, ওহো তুমি জানো না। খুব মুশকিলে আছেন ভদ্রলোক। এখুনি ওঁর একটা শেল্টার দরকার। আমি খাড়া থাকলে—।'

'কোথায় আছেন উনি ?'

ঠিকানাটা জেনে নিয়ে অনিমেষ উঠল, 'বারীনদা, আমি খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরছি আপনার গায়ে হাত তুলল কেন ওরা! এ ভাবে ভাঙন শুরু হল, কেন এই ভাঙন ?'

'নেতৃত্ব নিয়ে। বাঙালি কাউকে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না।'

গলির মুখে এসে অনিমেষ দুপাশে তাকাল। দুটি ছেলে নিরীহ মুখ করে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। অনিমেষ বিপদের গন্ধ পেল। এই ধরনের মুখগুলো অনেক কথা বলে দেয়। তার একটা হাত জামার মধ্যে ঢুকে রিভলভারের স্পর্শ নিল।

'কোথায় এসেছেন ?' একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

'বারীনদাকে দেখতে।'

'কী নাম ?'

'কেন ?'

'ঝামেলা না করে নাম বলুন।'

'নামে কী দরকার, নিয়ে চল।' দ্বিতীয় জন অসহিষ্ণু গলায় বলল।

অনিমেষ চোয়াল শক্ত করল, 'কেটে পড়, সুবিধে হবে না।'

'যা বে ফোট্!' কথাটা শেষ করার আগেই ছেলেটার হাতে চকচকে ছুরি ঝলসে উঠল। অনিমেষ আর দ্বিধা করল না। দ্রুত সরে গিয়ে রিভলভার বের করে চিৎকার করল, 'নড়লেই শেষ করে দেব। ছুরি ফেল।'

ছেলেদুটো আচমকা রিভলভার দেখে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে ওদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। ছুরিটা মাটিতে পড়ল ঠক করে। অনিমেষের কানে দ্রুত জানলা দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ এল। আশেপাশের বাড়ির লোক শামুকের খোলে মুখ লুকোচ্ছে। অনিমেষ আর সময় নষ্ট করল না। সে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে একটা রিকশায় উঠে চালাতে বলল। লোকটা তার হাতে রিভলভার দেখে জোরে জোরে প্যাডেল ঘুরোতে লাগল। অনিমেষ পেছনে তকিয়ে দেখল ছেলেদুটো তখনও নড়ছে না। ওরা যেন কী করবে বুঝতে পারছে না। রিভলভারটা লুকিয়ে রাখল অনিমেষ। কিন্তু এতক্ষণে অনেকেই এটার অস্তিত্ব জেনেছে। জানুক, আর লুকোচুরি করে কী হবে। মাইল দুয়েক এলোমেলো ঘুরে রিকশাটা ছেড়ে দিল অনিমেষ। পকেট থেকে পয়সা বের করে ভাড়া দিতে গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা মাথা নেড়ে প্রায় ছুটে চলে গেল খালি রিকশা নিয়ে। লোকটা ওর কাছ থেকে পয়সা নিল না কেন ? ভালবেসে নিশ্চয়ই না। রিভলভারটা দেখতে পেয়ে লোকটা ওকে ভয় পেয়েছে। অনিমেষের খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কেনও মানে হয় না। সে বেশ কিছুটা এগিয়ে একটা পঞ্জাবির দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নিল।

এখন ভর দুপুর। অনিমেষ নির্দিষ্ট ঠিকানায় মহাদেবদাকে খুঁজে পেল। একমুখ দাড়ি, মহাদেবদাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। ওকে দেখে বললেন, 'কিছুতেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তোমার খবর যারা জানে তারা তো এখন আমার শত্রু।'

'মানে ?'

'আমরা এখন বিরোধীপক্ষ অনিমেষ। যা হোক, তুমি কেমন আছ ?'

'চলছে।'

'তুমি কোন দলে অনিমেষ ? খতমপন্থী না বিরোধী ?'

'ঠিক করিনি।'

www.MurchOna.com

'আমার একটা থাকার জায়গা দরকার ক'দিনের জন্যে। তুমি সেরকম কোনও জায়গার সন্ধান জানো?'

অনিমেষ একটুও দ্বিধা করল না, মাথা নাড়ল সম্মতির।

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

মহাদেবদা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর চোখ বন্ধ করে বললেন, 'গত সপ্তাহে বরানগরে পুলিশ সুবাসকে মেরে ফেলেছে।

বিয়াল্লিশ

মহাদেবদার সঙ্গে রিকশায় যেতে যেতে অনিমেষ চোখ বন্ধ করে বসেছিল। বন্ধ চোখের পাতায় সুবাসদার মুখ। সেই উজ্জ্বল উদ্দাম সুবাসদা। কলকাতায় প্রথমে পা দেবার পর যে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আহত হবার পর, যাকে সে প্রথম চিনেছিল হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সেই সুবাসদা আজ নেই। কেমন ফাঁকা লাগছিল অনিমেষের। তার জীবনের বড় বড় বাঁকগুলো সে সুবাসদার হাত ধরেই ঘুরেছে। বিপ্লবের স্বপ্ন ছিল যার চোখে, স্বপ্ন অন্য মানুষের চোখে ছড়িয়ে দিতে যে জানত, বিপ্লব শুরু হওয়ার আগেই তাকে চলে যেতে হল। সত্য বড় নিষ্ঠুর, দুরমুশের মতো মানুষকে বিশ্বাসে বাধ্য করে। অনিমেষের বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। এখনও তার পেটের ওপর সুবাসদার দেওয়া অস্ত্র, তার আত্মরক্ষার কিংবা আক্রমণের জন্য সুবাসদার ভালবাসা, এখনও প্রমাণিত হয়নি সে এর কতটা যোগ্য!

আজ শিলিগুড়িতে এসে একটার পর একটা খারাপ খবর পেল অনিমেষ। বারীনদার মার খাওয়া, পার্টির ভাঙন এবং সুবাসদার মৃত্যু। অনিমেষের কথা বলতে আর ভাল লাগছিল না। শিলিগুড়িতে আজ যে উদ্দেশ্যে আসা তার কোনওটাই সম্ভব হল না। এখন মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। করুণাসিন্ধু ঠিকই বলেছিল, শিলিগুড়ি এখন সত্যিই গরম হয়ে আছে। কিন্তু এবার তার সঙ্গে আছেন মহাদেবদা। ওঁর মতো ডেডিকেটেড নেতাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। অন্য কোনও চিন্তা মাথায় আসছে না, এক করুণাসিন্ধু যদি রাজি হয়। এ ভাবে প্রকাশ্যে রিকশায় যাওয়াটাও বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া তো কোনও উপায়ও নেই।

নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে খুশি হল অনিমেষ। করুণাসিন্ধুদের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। পাশের একটা সিগারেটের দোকানে খুচরো পয়সা দিয়ে করুণাসিন্ধু এগিয়ে এল, 'আপনার জন্যখুব চিন্তায় ছিলাম—।' তারপর একজন অপরিচিত মানুষের উপস্থিতি ভেবে চুপ করে গেল আচমকা।

অনিমেষ রিকশা থেকে নেমে করুণাসিন্ধুর সামনে এসে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কাছে একটা সাহায্য চাই। এঁকে শেল্টার দিতে হবে ক'দিন।'

'আমার ওখানে তো আর জায়গা নেই।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী আশ্চর্য, আপনি একা আছেন বলে কেউ কিছু ভাবছে না কিন্তু আর একজন গেলে—একটা অন্যায় অনুরোধ হয়ে যাচ্ছে না?'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না। ইনি ধরা পড়লে আমাদের লজ্জার শেষ থাকবে না।'

'কে ইনি?'

'মহাদেবদা।'

'মহাদেববাবু?' করুণাসিন্ধুর মুখ দ্রুত পালটে গেল। সে আরও নিচু গলায় অনিমেষের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে মাথা নেড়ে জিপের দিকে এগিয়ে গেল। এবার একটু হালকা হল অনিমেষ। সে রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে বলল, 'নেমে আসুন মহাদেবদা, এই জিপটায় উঠতে হবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'হাসিমারার কাছে একটা রিভারবেডে। এই ছেলেটি ওখানে কাজ করে।'

মহাদেবদাকে সঙ্গে নিয়ে জিপের দিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষের মনে পড়ল করুণাসিন্ধুর ছোটমালিকের কথা। সে যদি মহাদেবদাকে দেখে বিগড়ে যায়! করুণাসিন্ধু কীভাবে ম্যানেজ করবে ওকে?

www.MurchOna.com

জিপের ভেতর তাকিয়ে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। পেছনের সিটে পা গুটিয়ে ছোটমালিক হাঁ করে ঘুমুচ্ছে। করুণাসিন্ধু বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।'

অনিমেষ ছেলেটিকে ইশারা করে দেখাতে করুণাসিন্ধু বলল, 'পুরো আউট হয়ে গেছে। কাল সকালের আগে ডিস্টার্ব করবে না। অবশ্য আউট না হলে আজ বিকেলে ফেরা যেত না। উঠে পড়ুন।'

ওরা পেছনে উঠে বসতেই জিপ ছেড়ে দিল। বিশ্রী টোকো গন্ধ ছড়াচ্ছে ছেলেটির মুখ থেকে। অনিমেষের শরীর গুলিয়ে উঠছিল। মহাদেবদা একটা কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন। চশমাটা বাঁ হাতে ধরা। বাইরে শিলিগুড়ি শহর সরে সরে যাচ্ছে। অনিমেষ ছেলেটির দিকে তাকাল, মৃতদেহের মতো নিঃসাড়। এটাকে মাঝরাস্তায় কোনও জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে দিলে কেমন হয়। ড্রাইভারটা না থাকলে তাই করত সে। মহাদেবদাকে ড্রাইভার লক্ষ করছিল, কী ভাবছে কে জানে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পর মহাদেবদা বললেন, 'বারীনের খবর শুনেছ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ। তারপর মহাদেবদার মুখের দিকে তাকাল।

মহাদেবদা চোখ বন্ধ করেই বললেন, 'মুঠোটা খুলে গেছে অনিমেষ, আঙুলগুলো যে যার ইচ্ছে মতন কাজ করছে। শত্রুপক্ষের এখন মহা সুবিধে।'

'কেন এমন হচ্ছে?'

'মত পার্থক্য। আমরা বিপ্লব করি কিংবা খেলি, আমাদের প্রত্যেকের যে নিজের নিজের মত আছে। আমরা চাই প্রত্যেকে আমারটাই মানুক।'

'তা হলে আমরা কি হেরে যাব?'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুললেন মহাদেবদা, 'কে বলল হেরে যাব? নো, নেভার। যারা আজ ভুল করছে তাদের বাদ দিয়েই আমরা এগিয়ে যাব।'

'কিন্তু একমত হবার কি উপায় নেই?'

'আছে, যদি প্রয়োজনটা এক হয়। একটা কনস্টেবলের গলা কেটে কিংবা একটা মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে এ দেশে বিপ্লব আসতে পারে না। এতে প্যানিক ছড়ানো যায়। এ সব করে আমরা ইতিমধ্যে জনসাধারণকে আমাদের সম্পর্কে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। ওদের বাদ দিয়ে বিপ্লব হবে কী করে তা এরা চিন্তা করছে না। কিন্তু একবার পাহাড় ছেড়ে বেরিয়ে এলে ঝরনা আর ফিরে যেতে পারে না। অতএব আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। মুশকিল হল সমুদ্রের পথটা এখন ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' মহাদেবদা হাসবার চেষ্টা করলেন।

'সারা দেশ জুড়ে একটা সেন্ট্রাল কমিটি তা হলে গঠন হল না?'

'না।'

'তা হলে?' গলা কেঁপে গেল অনিমেষের।

'অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

যেন যুদ্ধ শুরু করার মুখে জানা গেল কারও রাইফেলে গুলি নেই। অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল। না, এ হতে পারে না। হাজার হাজার ছেলে আজ ভবিষ্যৎ না ভেবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তারা কিছুতেই থেমে থাকতে পারে না। যাঁরা থিয়োরি নিয়ে মাথা ঘামান তাদের বিরোধের জন্য এতগুলো আগুন নিবে যেতে পারে না। যেতে যেতে মহাদেবদার কাছে আরও অনেক খবর শুনল অনিমেষ। কলকাতা বীরভূম এবং মেদিনীপুরে পুলিশ এখন নকশাল-হত্যার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিয়েছে। ছেলেদের ধরতে পারলে কুকুর বেড়ালের মতো প্রকাশ্যে হত্যা করছে তারা। দলের সবাই এখন আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে। সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে ছেলেদের আশ্রয় দিচ্ছিল, খাবার দিচ্ছিল কিন্তু এখন যেন তারা সন্ত্রস্ত। এক একটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ চিরুনির মতো তল্লাশ চালিয়ে সন্দেহজনক ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে মদত দিচ্ছে পুনর্নির্বাচিত মার্কসবাদে দীক্ষিত এক বামপন্থী দল। তাদের নেতা ময়দানে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে তিনি ইচ্ছে করলে একদিনে নকশাল আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। বাইরে থেকে আন্দোলন ভাঙার এই প্রচেষ্টা বোঝা যায় কিন্তু দলের ভেতর থেকে সবকিছু ভেস্তে দেবার জন্য সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে। মহাদেবদা বলতে পারলেন না কোনও বিদেশি শক্তি কিংবা কোনও রাজনৈতিক দলের এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা আছে কিনা, কিন্তু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরে একটা গুজব খুব ছড়াচ্ছে। গুজবটা হল নকশাল আন্দোলন বিদেশি শক্তির পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। ঠিক এইরকম আন্দোলন পৃথিবীর নানান দেশে সময়ে সময়ে হয়েছে। এতে আর কিছু না হোক সেই দেশের সরকার এমন বিব্রত হয় যে তা

www.MurchOna.com

থেকে সেই শক্তি হয়তো মুনাফা পেতে পারে। কিন্তু অনিমেষ তো বটেই, মহাদেবদাও এ ব্যাপারে কোনও তথ্য জানে না।

মহাদেবদা চুপ করে গেলে অনিমেষ দেখল জিপ স্বর্গছেঁড়া ছাড়িয়ে গেল। করুণাসিন্ধু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ সামনে তাকিয়ে আছে। এ পাশে ছোটমালিক নিঃশব্দে পড়ে আছে। করুণাসিন্ধু নকশাল আন্দোলনের সমর্থক। ওর পরিচয় এবং মানসিকতা অনিমেষ জানে। কিন্তু সক্রিয়ভাবে করুণাসিন্ধু আন্দোলনে নামেনি। সে সাহায্য করছে কিন্তু তাকে বিপদে ফেলতে ইচ্ছে নেই অনিমেষের। মহাদেবদার কথায় জানা গেছে যে পুলিশ তাঁকে ধরলেই হত্যা করবে। কথাটা করুণাসিন্ধুও শুনেছে। যদি কোনও কারণে তার মতটা পালটে যায়! একা বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। ফুন্টশিলিং-এ ওদের সমবেত হবার দিনটা এসে গেল।

দু-পাশ জঙ্গল, একটানা ঝিঁঝি শব্দ করে যাচ্ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও পৃথিবী থেকে শেষ আলোটুকু মুছে যায়নি। অনিমেষ সামনের দিকে তাকিয়েছিল। ড্রাইভার এবং করুণাসিন্ধুর মাথার মাঝখান দিয়ে সামনের কাচ ভেদ করে সরু পিচের রাস্তাটা দেখছিল সে। আর মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে। হঠাৎ অনিমেষের চোখে পড়ল অনেক দূরে ঠিক রাস্তার মাঝখানে একটা কালো বিন্দু নড়ছে। একটু বাদেই বোঝা গেল ওটা একটা মানুষ। লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, যেন জিপটি চিনতে পেরেই হঠাৎ দু-হাত তুলে নাচতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে লোকটা ওদের থামতে বলছে। ড্রাইভার চাপা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে সামনে হাতি বেরিয়েছে।'

করুণাসিন্ধু বলল, 'হাতি?'

কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষ ওকে চিনে ফেলেছে। সে চিৎকার করে গাড়িটাকে থামাতে বলল। ড্রাইভার যেন একটু অবাক হয়ে গাড়িটা থামাতেই অনিমেষ লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল সিরিলের কাছে। সিরিল উত্তেজিত, তার কালো মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমে সে যেন অনিমেষকে চিনতেই পারল না। পরক্ষণেই দাড়িটা কামানো হয়েছে বুঝতে পেরেই সে তার হাত চেপে ধরল। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে, তুমি এখানে কেন?'

'নেমে পড় ন চটপট, ওদিকে যাবেন না।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'আপনারা চলে যাওয়ার পর পুলিশ ক্যাম্পে ক্যাম্পে সার্চ শুরু করেছে। ওরা নাকি আমাদের কথা জেনে গেছে। আমি কোনও মালপত্র নিয়ে আসতে পারিনি।'

সিরিল মুখ দিয়ে বাতাস টানছিল।

অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়ল। ওরা যে রিভারবেডের ক্যাম্পে আছে তা পুলিশ জানল কী করে? কোনওরকম সন্দেহ তারা উৎপাদন করেনি, তা হলে! যাওয়ার সময় ছোটমালিক বলেছিল যে দারোগা ক্যাম্পে এসেছিল। সেটা কি এই উদ্দেশ্যেই? এখন নিশ্চয়ই ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া যায় না। অথচ মহাদেবদা সঙ্গে আছেন। যেমন করেই হোক ওঁকে বাঁচাতে হবে। সে সিরিলের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শাবাশ কমরেড, তুমি এখানে না এলে আমরা বিপদে পড়তাম।'

সিরিলের কালো মুখে সাদা মুক্তো ঝলসে উঠল।

অনিমেষ একটু চিন্তান্বিত গলায় বলল, 'কিন্তু মুশকিল হল আমার সঙ্গে মহাদেবদা আছেন। ওঁকে বাঁচানো দরকার। কোথায় যাওয়া যায়!'

'মহাদেবদা কে?'

'আমাদের প্রথম সারির নেতা। কলকাতা থেকে এসেছেন। পুলিশ ওঁকে পেলেই মেরে ফেলতে পারে।' অনিমেষ কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াল। জিপটা খানিক দূরে, করুণাসিন্ধু গাড়ি থেকে নেমে বনেটে ঠেস দিয়ে ওদের দেখছে। অনিমেষ ওকে ডাকল। করুণাসিন্ধু বেশ গম্ভীর মুখে কাছে আসতেই অনিমেষ বলল, 'আপনাদের ক্যাম্পে পুলিশ আমাদের জন্যে বসে আছে। এ অবস্থায় আমি মহাদেবদাকে নিয়ে এখানে যেতে চাইছি না।' অনিমেষ জানাল।

'কী করবেন?'

'আমাদের হাসিমারায় পৌঁছে দিন।'

করুণাসিন্ধু মাথা নাড়ল, 'এখন আর সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আপনাদের জন্যে আমি আর ঝুঁকি নিতে রাজি নই। অনেক করেছি।'

www.MurchOna.com

'করেছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ অবস্থায় যদি এখানে ছেড়ে দেন তা হলে সেই করার কোনও মূল্য থাকবে না।' অনিমেষ যথেষ্ট নরম গলায় বলল।

'দেখুন ইতিমধ্যেই আমার যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন বলে হয়তো অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি আর রিস্ক নিতে চাই না।' করুণাসিন্ধু ফেরার জন্যে ঘুরতেই অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু হাসিমারা পর্যন্ত ফিরে যেতে আপনার আপত্তি কেন?'

করুণাসিন্ধু বলল, 'ড্রাইভার পুলিশের কাছে ঘটনাটা জানিয়ে দেবে।'

অনিমেষ আবেদনের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।'

'না, ভাববার কিছু নেই। অনেক হয়েছে।'

'আপনি আন্দোলনের বিপক্ষে যাচ্ছেন!' অনিমেষের গলা শক্ত হল।

'আন্দোলন? সে তো শিকেয় উঠেছে। আমি আর এই হঠকারিতার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই না।'

করুণাসিন্ধু ফিরে যাচ্ছিল। অনিমেষ খুব দ্রুত মন স্থির করে নিল। সে সিরিলের মুখের দিকে তাকাতেই সিরিল মাথা নাড়ল। যেন তার মনের কথা সিরিল বুঝে নিয়েছে। যতটা সম্ভব নিরাসক্ত মুখ করে জিপের কাছে এগিয়ে গেল। ভেতরে মহাদেবদা যেন কিছুটা আন্দাজ করেই উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন। ড্রাইভার ওদের দেখছে। জিপের বাইরে দাঁড়িয়েই করুণাসিন্ধু বলল, 'আপনি নেমে আসুন। আমি আর সময় নষ্ট করতে রাজি নই।'

হতভম্ব মহাদেবদার গলা শোনা গেল, 'কী হল?'

ততক্ষণে অনিমেষরা করুণাসিন্ধুর পেছনে এসে গেছে। এবং কিছু বোঝার আগেই সিরিল ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে করুণাসিন্ধুর গলায় হাতের প্যাঁচ দিয়ে পেছনে টানার চেষ্টা করতেই সে ঘুরে লাথি মারতে চাইল। কিন্তু সিরিল আরও চটপটে। সে দু'হাত এক করে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল করুণাসিন্ধুর মাথায়। ওরকম রোগা ছেলে যে এমন জোরে আঘাত করতে পারে তা অনিমেষ ভাবতে পারেনি। দেখা গেল করুণাসিন্ধুর শরীরটা টলতে টলতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। অনিমেষ দেখল সিরিলের কালো মুখে আবার মুক্তো ঝলসাচ্ছে।

ড্রাইভার ব্যাপারটা দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। করুণাসিন্ধু পড়ে যেতেই সে ইঞ্জিনটা চালু করল। কিন্তু অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে রিভলভার ঠেসে ধরল, 'যা বলব তা না শুনলে মরতে হবে তোমাকে।'

রিভলভার দেখে লোকটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কোনওরকমে ঘাড় নেড়ে সে জানাতে চাইল সে কথা শুনবে। অনিমেষ রিভলভারটা মহাদেবদার হাতে দিয়ে বলল, 'এটার দিকে লক্ষ রাখুন, আমরা ওটার ব্যবস্থা করছি।'

করুণাসিন্ধুর শরীরটাকে ওরা দুজনে ধরাধরি করে রাস্তা থেকে নেমে এল। দুপাশে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে এখন বেশ অন্ধকার। মানুষের চোখের আড়ালে ওরা করুণাসিন্ধুকে শুইয়ে দিল। তারপর জিপে ফিরে আসতেই খেয়াল হল আর একজনের কথা। এই অবস্থায় আর কোনও ঝুটঝামেলা বাড়ানো উচিত নয়।

ছোটমালিকের নেশা কেটে গেছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু এখনও তার চোখ বন্ধ কিন্তু মুখে অস্পষ্ট শব্দ বের হচ্ছে। ওরা তার শরীরটা নিয়ে নীচে নামতে দূরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। অনিমেষ বলল, 'কেউ কথা বলবেন না। গাড়িটা দাঁড়ালে বলবেন ইঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে। লোক গেছে খবর দিতে।'

দ্রুত ওরা ছোটমালিককে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। এইসময় গোঙানি শুরু হয়ে গেল। ছোটমালিক জিজ্ঞাসা করল, 'কে, কে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে?' অর্থাৎ এর জ্ঞান ফিরে এসেছে। মাটিতে শুইয়ে দিতেই সে উঠে বসতে চাইল। অনিমেষ আর ঝুঁকি নিল না। সজোরে একটা লাথি মারল ছোটমালিকের পেটে। কক্ করে একটা শব্দ করেই শরীরটা নিথর হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে গাড়িটা হেড লাইটের আলোয় রাস্তা আলোকিত করে হুস করে বেরিয়ে গেল। জিপটাকে তারা নিশ্চয়ই দেখেছে কিন্তু থামবার কোনও চেষ্টা করল না। অনিমেষ সিরিলকে আর একবার করুণাসিন্ধুর খোঁজ নিতে বলল। কয়েক মিনিট বাদেই সিরিল এসে জানাল সব ঠিক আছে।

ওরা রাস্তায় উঠে এল। চারধার চুপচাপ, এমনকী ঝিঁঝিগুলোও শব্দ করছে না। এবার সিরিল চাপা গলায় বলল, 'ড্রাইভারকে শুইয়ে দিন।'

'গাড়ি চালাবে কে?'

'আমি পারি!'

www.MurchOna.com

'ও হ্যাঁ।' অনিমেষের নিজের ওপরেই রাগ হল, এই উত্তেজনার সময় সে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি! সে এগিয়ে মহাদেবদার কাছ থেকে রিভলভারটা চেয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'নেমে দাঁড়ান।'

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত জোড়া করে লোকটা ককিয়ে উঠল, 'আমি কিছু জানি না বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'তোমাকে কিছু জানতে হবে না। নেমে এসো।'

অনিমেষের আদেশ সত্ত্বেও লোকটা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। আর সময় নষ্ট করা যায় না। সিরিল গিয়ে ওকে টানতেই যেন গড়িয়ে নেমে এল লোকটা। ওর শরীরে ভয়েতেই কোনও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সিরিল ওকে ঠেলতে ঠেলতে জঙ্গলে নিয়ে চলল। অনিমেষ বুঝল তাকে যেতে হবে না। ড্রাইভারের ব্যবস্থা সিরিল একাই করবে।

এতক্ষণ মহাদেবদা চুপচাপ দেখছিলেন, এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটা কে?'

'ওর নাম সিরিল। খুব অ্যাকটিভ।'

'দেখতেই পাচ্ছি। ওর জন্যে আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।'

একটু বাদেই সিরিল হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। এই অন্ধকারেও ছেলেটার ভাবভঙ্গি দেখে অনিমেষ বুঝতে পারল ওর চেহারাটা যেন আমূল পাল্টে গেছে। সেই নিরীহ ভাবটুকু উধাও। এসেই জিপে লাফিয়ে উঠল। অনিমেষরা জায়গা নিতেই একেবারে ইউ টার্ন করে জিপ ঘুরিয়ে ছুটে চলল হাসিমারার দিকে।

এখন গাড়িতে তিনজন কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছিল না। অনিমেষ ভেবে পাচ্ছিল না এখন কোথায় যাওয়া যায়! আজ রাত্রের মতো একটা শেল্টার দরকার। কাল সকাল হলে একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তা ছাড়া, এতক্ষণে বেশ খিদে পেয়ে গেছে। কোথাও বসে খেয়ে নেওয়া দরকার। কিন্তু এদিকে বেশি গাড়ি চলে না বলেই বোধহয় কোনও চটি নেই। খেতে হলে হাসিমারায় যেতে হবে। যদি পুলিশ তাদের গন্ধ পেয়ে থাকে তা হলে হাসিমারায় গিয়ে খাওয়া মানে যেচে জেলখানায় ঢোকা।

অনিমেষ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাওয়া যায়?'

মহাদেবদা বললেন, 'এদিকে তোমার জানাশোনা কেউ নেই?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। তারপরেই ওর খেয়াল হল জলপাইগুড়িতে চলে গেলে কেমন হয়! ওখানে যে-কোনও পরিচিতের বাড়িতে কয়েকদিন থাকা যেতে পারে। নিজের বাড়ির কথা একবার মনে এলেও সে এখন মহীতোষের মুখোমুখি হতে চাইল না। কথাটা সিরিলকে বলতেই সে ঘাড় নাড়ল, 'অতদূর যাওয়ার মতো তেল নেই বোধহয়। মুশকিলে পড়ে যেতে হবে।'

'তা হলে?'

'ফুন্টশিলিং-এ চলুন।'

হাসিমারা এসে গেল। এই রাতে তেমন দোকানপাট খোলা নেই। তেমাথা থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিল ওরা। ফুন্টশিলিং-এ হোটেল আছে। জায়গাটা ভুটানে। অতএব ভারতীয় পুলিশের কোনও এক্তিয়ার নেই। অনিমেষ কিছুটা স্বস্তি পেল। এ দেশের পুলিশ ও দেশের সরকারকে অনুরোধ করে ওদের ধরতে চাইলে অনেক সময় পাওয়া যাবে।

সামনে পেছনে কোনও গাড়ি নেই। যেন ওদের জিপটা একাই অন্ধকার সাঁতরে চলছে। কিন্তু হঠাৎ জিপটা নড়ে উঠল বেয়াদপভাবে। রাস্তার একপাশে জিপটাকে কোনওরকমে দাঁড় করিয়ে সিরিল লাফিয়ে নামল। তারপর ঘুরে এসে বিষণ্ণ গলায় জানাল, 'তেল নেই। অনিমেষ দাঁতে দাঁত চাপল। এইটুকু আসতেই তেল যদি শেষ হয়ে যায় তা হলে সে কীভাবে জলপাইগুড়ি যেত? ওরা জিপ থেকে নেমে এল। গাঢ় অন্ধকারেও আকাশের রং পরিষ্কার থাকে। তার নিজস্ব আলোয় মানুষ অভ্যস্ত হলে পরস্পরের মুখ বোঝা যায়। অনিমেষ সিরিলকে জিজ্ঞাসা করল, 'এদিকে কোনও পাম্প নেই?'

'জানি না।'

মহাদেবদা বললেন, 'থাকলেও সেখানে যাওয়া সেফ হবে না। ফুন্টশিলিং এখান থেকে কতদূর?'

দেখা গেল সঠিক আন্দাজ কারও নেই। তবু যেটুকু আঁচ করা যায় তাতে এখন হাঁটা শুরু করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

মহাদেবদা বললেন, 'জিপটার কী গতি হবে? এটা এখানে থাকলে পুলিশ আমাদের হদিস জেনে যাবে।'

www.MurchOna.com

কথাটা শোনা মাত্র অনিমেষ স্থির হল। করুণাসিন্ধুর জ্ঞান ফিরে আসতে নিশ্চয়ই দেরি হবে না। আর তারপরেই সে পুলিশের মন পাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে। এই রাত্রেই পুলিশ যদি বেরিয়ে পড়ে তা হলে হদিস পেতে দেরি হবে না। কথাটা মাথায় আসামাত্রই দূরে হেডলাইট দেখা গেল। ওরা আর জিপের কাছে না দাঁড়িয়ে থেকে দৌড়ে রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে চলে এল। দুধার আলোয় ভাসাতে ভাসাতে একটা গাড়ি আসছে। গাড়িটা বেশ স্পিডে খানিক এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর হেড লাইট জ্বালা অবস্থায় ব্যাক করে এল ওদের জিপটার কাছে।

রাস্তা থেকে বেশি দূরে না থাকায় স্পষ্ট গলা কানে এল, 'জিপটা এ ভাবে পড়ে আছে কেন?'

'বোধহয় খারাপ হয়ে আছে।'

'কিন্তু এখানে খারাপ হবে কেন? নাম্বারটা আমার চেনা। নেমে দ্যাখো তো কী ব্যাপার!'

'খারাপ হয়েছে স্যার, না হলে লোক থাকত।'

'দূর, যা বলছি তাই করো! এটা কনট্রাক্টরবাবুর জিপ।'

বোঝা যাচ্ছে বেশ অনিচ্ছায় একটি লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। অনিমেষ শক্ত হয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা পুলিশের। এই রাত্রে এ পথে পুলিশের গাড়ি কেন এল তার মাথায় ঢুকছে না। অনিচ্ছুক লোকটা বাতিল জিপের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বলল, 'কেউ নেই স্যার।'

'সে তো বুঝতেই পারছি, চাবি আছে?'

'হ্যাঁ স্যার আছে।' বলে লোকটা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। তারপর ইঞ্জিনের বিকট একটা গোঙানি শোনা গেল। সেটাকে থামিয়ে লোকটা নিশ্চিন্ত-গলায় জানাল, 'তেল নেই বলে এখানে রেখে গেছে। গাড়ি অলরাইট।'

'তেল নেই? যারা এসেছিল তারা জানত না তেল নেই?'

'বোধহয়।'

'কিন্তু যাওয়ার সময় তো গাড়িটাকে দেখিনি!'

'তা ঠিক স্যার। তবে এ নিয়ে ভাববার কী আছে?' বাতিল জিপ থেকে লোকটা নেমে এসে নিজেদের গাড়ির দিকে এগোল। কিন্তু অফিসার তাকে আবার ফিরিয়ে দিল, 'চাবিটা নিয়ে এসো। তেল আনতে কেউ চাবি ফেলে গেছে বলে কখনও শুনিনি। সামথিং ফিশি ব্যাপার আছে। চলো গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।' ওদের গাড়ি থেকে চাবি খুলে নিয়ে লোকটা ফিরে যেতেই গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল হাসিমারার দিকে।

আবার সব চুপচাপ, অন্ধকার আরও ঘন হয়ে নির্জনতা আনল। ওরা রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল।

অনিমেষ বলল, আর ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে এই এলাকা ছেড়ে যেতে হবে আমাদের।'

সিরিল বলল, 'রাস্তা দিয়ে তো হাঁটা যাবে না।'

মহাদেবদা বললেন, 'ওরা কিন্তু সহজেই বুঝবে আমরা ফুন্টশিলিং-এ গিয়েছি। যাদের জঙ্গলে শুইয়ে রাখা হয়েছে তাদের স্টেটমেন্ট পেয়ে গেলে তো আর কোনও কথা নেই। ফুন্টশিলিংটা অ্যাভয়েড করাই ভাল।'

অনিমেষ একটু উত্তেজিত হল, 'ফুন্টশিলিং অ্যাভয়েড করবেন আবার এদিকে হাসিমারাতেও যাওয়া যাবে না। তা হলে?'

মহাদেবদা হাসলেন, 'উত্তেজিত হয়ো না। ভেবে দ্যাখো, এই অবস্থায় হাসিমারাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কারণ ওরা ভাববেই না যে ওদের নাকের ডগায় আমরা যেতে পারি।'

হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে বাজল। পায়ের তলায় পথটা কাঁপছে। সিরিল হাত দিয়ে রাস্তাটা ছুঁয়ে বলল, 'ফুন্টশিলিং থেকে একটা গাড়ি আসছে।'

মহাদেবদা বললেন, 'সাধারণ গাড়ি হলে লিফট চাওয়া যায় না?'

সিরিল হাসল, 'এরকম ফাঁকা জায়গায় থামাবেই না।'

অনিমেষ বলল, 'ওটাকে থামাতে হবে। দরকার হলে গায়ের জোরে ওই গাড়িতে উঠতে হবে।'

মহাদেবদা বললেন, 'কীভাবে করবে? ওটা তো স্পিডে আসছে। হাত দেখালে থামবে?'

সিরিল মাথা নাড়ল। তারপর অনিমেষকে বলল, 'মনে হচ্ছে লরি আসছে। কোনওভাবেই থামাতে পারবেন না। রাত্তিরে ওরা অচেনা লোককে ভয় পায়। তার চেয়ে চলুন হাঁটতে শুরু করি।'

www.MurchOna.com

ততক্ষণে গাড়ির হেডলাইট ডাইনির চোখের মতো জ্বলছে অন্ধকারে। ক্রমশ গর্জন করে গাড়িটা ছুটে এল। ওরা জিপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে চলে যেতে দেখল। একটা মালবোঝাই লরি।

কোন দিকে যাচ্ছে ওরা কেউ জানে না। কিন্তু মূল পিচের পথটা ছাড়িয়ে এসেছে ওরা অনেকক্ষণ। এদিকে জঙ্গল তেমন গভীর নয় কিন্তু ডুয়ার্সের বনের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায় না। অনিমেষের শরীর ক্লান্তিতে টলছিল। সিরিল আগে আগে যাচ্ছে, মাঝখানে মহাদেবদা পেছনে অনিমেষ। নিজের শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বুঝলেও অনিমেষ মুখে প্রকাশ করেনি। কারণ মহাদেবদার পক্ষে এই দুর্গম পথে হাঁটা যে অসম্ভব হয়ে পড়ছে এটা ওরা টের পাচ্ছিল। চটি এবং ধুতি পরে এ ভাবে জঙ্গলে হাঁটা যায় না। পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছে ওদের। এক সময় মহাদেবদা ভেঙে পড়লেন। মাটিতে উবু হয়ে বসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?' মহাদেবদা কোনও শব্দ করলেন না। অনিমেষ ওঁর শরীরে হাত দিল, বেশ গরম। মহাদেবদার জ্বর হয়েছে?

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হাঁটতে পারবেন?'

এবার মাথা নাড়লেন মহাদেবদা, 'না।'

'তা হলে?'

'তোমরা এগোও, আমি ভোর অবধি এখানেই বিশ্রাম নিই।'

'তা কি হয়! এই জঙ্গলে কী বিপদ আছে জানি না, তা ছাড়া আপনাকে আমরা ছেড়ে যেতে পারি না।'

হঠাৎ সিরিল মহাদেবদার দুই বগলে হাত দিয়ে ওঁকে সোজা করে দাঁড় করাল, 'আপনি আমার পিঠে উঠুন।'

মহাদেবদা চমকে উঠলেন, 'না। তা হয় না!'

'কেন হবে না? আপনার বয়স হয়েছে আর ওজনও বেশি নয়। আমার মাল বয়ে নেবার অভ্যেস আছে।' কথা শেষ করে মহাদেবদার আপত্তি সত্ত্বেও সিরিল ওঁকে পিঠে তুলে নিল। অনিমেষ অবাক চোখে ব্যাপারটা দেখল। এই কালো প্রায় অশিক্ষিত ছেলেটি প্রতি মুহূর্তে তাকে নতুন করে শিক্ষা দিচ্ছে। ওর পিঠে উঠেও মহাদেবদা আপত্তি জানাচ্ছিলেন। সিরিল স্বচ্ছন্দ গলায় বলল, 'চলুন। আপনি আগে যান।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

সিরিল হাসল, 'জানি না।'

সারাটা জঙ্গল যেন ওরা মাড়িয়ে এল। যদিও মাঝে মাঝেই ওরা বিশ্রাম নিয়েছে কিন্তু অনিমেষের মনে হল ওর শরীরে এখন একটুও শক্তি নেই। মাথা ঘুরছে, খিদে এবং পরিশ্রমে শরীর টলছে। এদিকে আকাশ এখন প্রায় পরিষ্কার। অন্ধকার চলে যাওয়ার আগে সামান্য সময় ধন্দ বাড়ায়। এটি সেই মুহূর্ত। টলতে টলতে অনিমেষ এগোচ্ছিল। পেছনে সিরিলের দিকে তাকাবার সাহস কিংবা ইচ্ছে ওর নেই। একটা প্রমাণ সাইজের মানুষকে কী অবলীলায় বয়ে আনছে ওই ছিপছিপে ছেলেটা, একটুও কষ্টের কথা বলেনি। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের চোখের সামনে সব টলছিল এখন। কোমর থেকে পা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সে হঠাৎ চোখ বন্ধ করল। সামনে ওটা কী? পেছন থেকে সিরিলের গলা পাওয়া গেল, 'ব্যস, আ গিয়া।'

অনিমেষ নিজের দৃষ্টি কয়েকবারের চেষ্টায় সহজ করে ভালভাবে তাকাল। একটা ছোট্ট একতলা ঘর। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা জঙ্গলের শেষ। ঘরটা যে একটা স্টেশন তা বুঝতে অসুবিধে হল না। কারণ ও পাশে রেললাইন দেখা যাচ্ছে। দু-তিনটে লোক এই প্রায় ভোর হওয়া সময়টায় প্রায় গুটিসুটি মেরে প্লাটফর্মে বসে আছে। কোনও রেলের লোককে নজরে পড়ল না।

সিরিল মহাদেবদাকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিতেই অনিমেষ দেখল ওর মুখ ফ্যাকাসে। মহাদেবদা এখন অনেকটা সুস্থ কিন্তু ছেলেটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। যেন এতক্ষণ পিঠে বোঝা ছিল বলেই সে চলতে পারছিল, বোঝা নামিয়ে সে বেসামাল হয়ে পড়েছে। সিরিলের কাঁধে হাত দিল অনিমেষ, 'কী হয়েছে?'

মাথা নাড়ল সে, 'কিছু হয়নি।'

জোর করে ওকে মাটিতে বসিয়ে অনিমেষ নিজেও বসল। এখানে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু জায়গাটার হালচাল বোঝা যাচ্ছে না তাই সামান্য সময় অপেক্ষা করা দরকার।

www.MurchOna.com

মহাদেবদা বললেন, 'কোনও ট্রেন এলে উঠে পড়তে হবে। কোনদিকে যাচ্ছে জানার দরকার নেই। এই এলাকাটা অবিলম্বে ছাড়া দরকার।'

'মনে হচ্ছে বাঁ দিকটা শিলিগুড়ি, ডান দিকটায় আসামের পথ।'

'আসাম! এখান থেকে আলিপুরদুয়ার কতক্ষণ লাগবে?'

'ঘন্টা দুয়েক।'

'গুড। চল ওখানেই যাই। তুষার সেন ওখানে থাকে, স্কুলে পড়ায়। ওটা খুব ভাল শেল্টার হবে।'

'তিনজনেই যেতে পারব?'

'হ্যাঁ। ওর বাড়িতে বুড়ি মা ছাড়া লোকজন নেই।'

ঠিক এই সময় একটা জিপ সজোরে এসে ব্রেক চাপল স্টেশনের সামনে।

তিন-চারজন পুলিশ লাফিয়ে নেমে স্টেশনে ঢুকে গেল। হাঁকাহাঁকির পর দেখা গেল রেলের লোকজন বেরিয়ে এসেছে। অফিসার কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। অনিমেষরা পাথরের মতো চুপচাপ ওদের দেখল। সন্দেহ না থাকলে ওরা এখানে আসবে না এবং শেষ পর্যন্ত নীচ থেকেই ওরা ঘুরে গেল। এ সবই যে তাদের তল্লাশে তা বুঝতে অসুবিধে হল না।

শেষ পর্যন্ত পুলিশের গাড়িটা ফিরে গেল কিন্তু যাওয়ার আগে দুজন কনস্টেবলকে এখানে রেখে গেল। একজনের হাতে রাইফেল অন্যজনের হাতিয়ার লাঠি। মিনিট কয়েক তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে পায়চারি করে শেষ পর্যন্ত পাশাপাশি বসে গল্প করতে লাগল।

মহাদেবদা বললেন, 'ঝুঁকি নিতেই হবে। এদের সামনে দিয়েই ট্রেনে উঠতে হবে। মনে হচ্ছে ম্যানেজ করা যাবে।'

সিরিল কী বুঝল বোঝা গেল না, আস্তে আস্তে উঠে নীচে নামতে লাগল। অনিমেষ চাপা গলায় তাকে ডাকলেও ততক্ষণে সিরিল নেমে গেছে। যেন কোনও উত্তেজনার সঙ্গে সংস্রব নেই এমন ভঙ্গিতে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল সে। অনিমেষরা দেখছিল ওকে। কনেস্টবলের সামনে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করল সিরিল। বেশ বিরক্ত হয়ে কোনও উত্তর দিল না তারা। সিরিল বোকা বোকা ভাব করে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। খানিকবাদেই একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল স্টেশনে। তিন-চারজন যাত্রী ব্যগ্র চোখে বাঁদিকে তাকাচ্ছে। তারপরেই ট্রেনের হুইসল শোনা গেল। মহাদেবদা চাপা গলায় বললেন, 'চলো, এগিয়ে যাই।'

দু'পায়ে যেন লোহার ওজন, অনিমেষ কোনওরকমে নীচে নেমে এল। এবার মহাদেবদাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ এবং সেই মুহূর্তেই পুলিশ দুটোর নজর পড়ল ওদের দিকে। বোধহয় চেহারার বিবরণ আগেই পেয়েছিল ওরা, কারণ দেখা মাত্র সোজা হয়ে দাঁড়াল দুজনেই। নিজেদের মধ্যে কথা বলেই একজন রাইফেল উঁচিয়ে চিৎকার করল, 'হল্ট!'

অনিমেষরা সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন রাইফেল তাগ করে দাঁড়িয়ে, অন্যজন লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এমনভাবে আসছে যে সঙ্গীর লক্ষ্য থেকে সে এদের আড়াল না করে। দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল লোকটা, 'কাঁহাসে আতা হ্যায়?'

অনিমেষের নজর তখন রাইফেলধারীর দিকে। তার পেছনে বেড়ালের পায়ে হেঁটে এসেছে সিরিল। লোকটার একাগ্র নজর এদিকেই। এক পলকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সিরিল। আচমকা আক্রমণে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা, রাইফেলটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলভার বের করে লাঠিধারীকে পাথর করে দিল অনিমেষ। তখন গাড়ি প্লাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে।

যদিও যাত্রী কম তবু সবার চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটল। কিন্তু কেউ এক পা এগিয়ে এল না। অনিমেষ মহাদেবদাকে গাড়িতে উঠতে বলে সিরিলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতেই অন্য পুলিশটা চোঁ চোঁ দৌড় শুরু করল। অনিমেষ যখন ওদের কাছে পৌঁছেছে তখন সিরিল মাটিতে আর তার ওপর দু'পা দিয়ে পুলিশটা বসে আছে। ওর হাত দুটো সিরিলের গলায় সাঁড়াশির মতো বসে যাচ্ছে। উন্মাদ হয়ে গেল অনিমেষ। জোরে রিভলভারের বাঁট দিয়ে আঘাত করল পুলিশটার মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হল মাথা থেকে, চুপচাপ শুয়ে পড়ল লোকটা।

'সিরিল!' অনিমেষ চাপা গলায় ডাকল। চিত হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটা। চোখ বিস্ফারিত, মুখ থেকে ফেনা বের হচ্ছে। অনিমেষ দু'হাতে ওকে ঝাঁকাতে লাগল। একটা নিশ্বাস টেনে স্থির হয়ে গেল

www.MurchOna.com

কালো শরীরটা। এক মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু অনিমেষের বুকের ভিতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। সিরিল নেই, ওদের বাঁচাতে ছেলেটা লড়ে গেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সারা রাতের ক্লান্তির কথা আমল দেয়নি। সেই মুহূর্তে অনেক শব্দ বাজল কানে। ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। মহাদেবদার গলা পাওয়া গেল, 'অনিমেষ উঠে এসো।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। ট্রেনটা সাপের মতো এগিয়ে যাচ্ছে! কামরায় কামরায় মুখগুলো এখন ওর দিকে তাকিয়ে। রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে গেল ট্রেনটার দিকে। সামনে মহাদেবদার হাত, হাতটা সরে গেল। অনিমেষ পরের কামরার হাতল ধরার জন্যে লাফ দিতেই হাঁটুতে সেই ব্যথাটা আচমকা চলকে উঠল। নিজের শরীর এক পলকেই নিজের নয়, ট্রেনের গায়ে আঘাত খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল অনিমেষ। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে কেন্নোর পায়ের মতো ট্রেনের চাকাগুলোকে ছুটে যেতে দেখল সে। তারপর সব অন্ধকার।

একটা রেললাইন, তার ওপরে ছোট ছোট গাছ যার ওপর আকাশটা উপুড় হয়ে আছে। এমন একটা স্থিরচিত্র দুচোখের সামনে, অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। পরক্ষণেই মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভবে এল। হাত চলে এল অজান্তেই, অনিমেষ চটচটে উষ্ণতা স্পর্শ করতেই আবার চোখ খুলল। আঙুলগুলো গড়িয়ে রক্ত ঝরছে। এক মুহূর্ত মাত্র, অনিমেষ চট করে সোজা হয়ে বসল। যন্ত্রণাটা এখন যত তীব্রই হোক না কেন, অনিমেষ সাদা চোখে চারধারে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। দশ-বারোজন দেহাতি মানুষ গোল হয়ে ঘিরে তাকে দেখছে। সে উঠে বসতেই একটা অস্ফুট শব্দ হল কারও কারও মুখে, ভাবটা এমন যে লোকটা বেঁচে আছে। একজন চেঁচিয়ে কাউকে ডাকল।

কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতেই মানুষের বৃত্তটা বড় হল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল তার আঘাত বীভৎস রকমের, কারণ লোকগুলোর চোখে দারুণ বিস্ময়। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মাথায় চিন্তাটা চলকে উঠল। পালাতে হবে, এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাওয়া দরকার। আশেপাশে কোথাও রেলগাড়ির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, এমনকী সেই ছুটে যাওয়া পুলিশটাও নেই। অনিমেষের চোখের ওপর এখন একটা লালচে পরদা আসতেই সে রগড়ে নিল চোখ। ও পাশে সিরিলের শরীর মাটিতে শক্ত হয়ে পড়ে আছে, পুলিশটার দেহের পাশে।

অনিমেষ এক পা এগোতেই মানুষগুলো যেন চিন্তিত হল। কোন দিকে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে সে জানে না। কিন্তু আর সময় নষ্ট করা বোকামি হবে। সে পা ফেলল। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, বারংবার ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে চোখ, কাঁধ থেকে মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, অনিমেষ জঙ্গলের দিকে এগোল। বৃত্তটা এর মধ্যে ভেঙে গেছে। অনিমেষ এগিয়ে যেতে লোকগুলো কৌতূহলী হয়ে ওর পেছনে হাঁটা শুরু করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের নিষেধ করতে গিয়ে উত্তেজিত হল অনিমেষ, 'কেউ আসবে না, খবরদার বলছি, আমার সঙ্গে বোমা আছে, সবকটাকে মেরে ফেলব!'

চিৎকারটা শুনে লোকগুলো প্রথমে থতিয়ে গেল। কিন্তু অনিমেষ হাঁটা শুরু করতেই ওরা এগোতে লাগল। সঙ্গে একটা পেনসিল কাটা ছুরিও নেই, অনিমেষ এবার দৌড়াবার চেষ্টা করল। আর তার ফল হল বিপরীত। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো চিৎকার করে উঠল, 'ভাগতা হ্যায়, ডাকু ভাগতা হ্যায়।' আচম্বিতে একটা পাথর এসে ছিটকে পড়ল পিঠে। মাথা থেকে যন্ত্রণাটা যেন এবার সারা শরীরে ছড়াল। অনিমেষ ঘুরে তাকাল। লোকগুলো এবার তার দিকে ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতে পাথর। সে না তাকালে এতক্ষণে ওগুলো ছোড়া হয়ে যেত। এখন তাকাতেই হাতগুলো নেমে এল কিন্তু পাকড়ো পাকড়ো চিৎকারটা কমল না।

অনিমেষ দু'হাত জোড় করল, 'শুনুন, আপনারা ভুল করবেন না, আমি ডাকাত নই, আমি আপনাদের মতোই একজন মানুষ। আমি নিজের জন্যে কখনও খুন করিনি। আপনারা বিশ্বাস করুন।'

'পাকড়ো পাকড়ো, মার ডালা সিপাইকো।' পেছনে আরও গলা পাওয়া যেতেই সামনের লোকগুলো উজ্জীবিত হল। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এদের এখনই থামানো দরকার। সে মরিয়া হয়ে চিৎকার করল, 'শুনুন, আমি ডাকাত নই। আমরা এই দেশের জন্য কাজ করছি। আপনাদের অবস্থা আমরা পালটাতে চাই। সারা দেশে আজ আমরা লড়ছি। আপনারা নিশ্চয়ই নকশালবাড়ির নাম শুনেছেন।'

'ন-ক-শা-ল।' শব্দটা অস্পষ্ট শোনা গেল মানুষগুলোর মুখে। সেই মুহূর্তে দূরে পালিয়ে যাওয়া পুলিশটাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সমানে চিৎকার করছে সে, 'পাকড়ো পাকড়ো!'

www.MurchOna.com

অনিমেষ আবার কিছু বলতে গিয়ে হতাশ হল। সে লোকগুলোর হাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করল। এতক্ষণে চোখ অন্ধ, রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে মুখে। অনিমেষের ছুটন্ত শরীরে ছোট ছোট পাথর ছিটকে পড়ছিল। একসময়ে মাথার পেছনটা ঝনঝন করে উঠতেই অনিমেষ বসে পড়ল। পরমুহূর্তেই অনেকগুলো হাত একসঙ্গে নেমে এল ওর শরীরে। অনিমেষ শেষবার চেষ্টা করল কথা বলতে। হাতগুলো এখন নির্মম।

সারা শরীর আগুনে পুড়ছে এমন অনুভব হল অনিমেষের। চোখ বন্ধ, চেষ্টা করেও দুটো পাতা খুলতে পারল না সে। একটু বাদে বুঝতে পারল কোনও চলন্ত জিনিসের ওপর সে শুয়ে আছে। দুর্বল একটা চিন্তাশক্তি কোনওরকমে টিকে ছিল মাথায়, সেটাকে জিইয়ে রাখতে চাইছিল সে। ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল, দু' একবার হর্ন, কোনও ছুটন্ত গাড়িতে শুয়ে চলেছে সে। গাড়িটা কার, কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন কোনও ভাবনা মাথায় এল না। আচ্ছন্নের মতো বেশ কিছুটা সময় পার হয়ে যাবার পর সে কাঁধে নরম স্পর্শ পেল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটা কিছু তার শরীর স্পর্শ করছে বারংবার। পেটের ওপর পড়ে থাকা হাত দুটো তোলার চেষ্টা করল সে। কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, দুটো হাত একসঙ্গে ওপরে উঠেই পড়ে গেল। কবজিতে সাড় নেই। দুটো কবজি একসঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়ে আছে। অর্থাৎ এখন সে বন্দি। আর একবার চোখ খোলার চেষ্টা করল সে প্রাণপণে। অস্পষ্ট সাদা যেন সামনে ঝুলছে। সে কি অন্ধ হয়ে গেল। অনিমেষ চেষ্টা করল মনে করতে কোনও আঘাত তার চোখে লেগেছিল কিনা। ভাবতে পারছে না, কিছুই মনে পড়ছে না।

মুখ ঘোরাল সে। একটা বোধ তার হচ্ছিল, মাথার বাঁ দিকটা ফেটেছে। ডান দিক দিয়ে পাশ ফেরার চেষ্টা করল সে এবার। যে জিনিসটার সে স্পর্শ পাচ্ছে সেটা মানুষ। অথচ সেই মানুষটা এমনভাবে ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে গড়িয়ে পড়ছে যে বোঝাই যাচ্ছে তার নিজের কোনও শক্তি নেই। অনিমেষ চাপা গলায় ডাকবার চেষ্টা করল, 'কে?'

কোনও উত্তর এল না। গাড়ির একটানা ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া কোনও কিছু কানে বাজছে না। পাশের মানুষটি কোনও সাড়া দিল না। মাথার মধ্যে ফিকে অন্ধকার হঠাৎ দুটো টুকরো হয়ে গেল। পাশের মানুষটাকেও তা হলে তারই মতো বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কে হতে পারে? চিন্তাটা স্পষ্ট হতে শক্ত হয়ে গেল সে। সিরিল নয়তো! আর কেউ তো তাদের সঙ্গে ছিল না। মহাদেবদা তো সেই ট্রেনেই চলে গেছেন। সিরিল যদি হয় তা হলে তো—! জোর করে চোখ বন্ধ করে আচমকা পাতাগুলো খুলতেই অস্পষ্ট একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটা যে সিরিলের তা বুঝতে অসুবিধে হল না ওর। সিরিলের মৃত শরীরের পাশে সে শুয়ে যাচ্ছে। আহ্, সিরিল! সেই উজ্জ্বল ছেলেটা! অনিমেষ চোখ বন্ধ করতেই আর একটা আওয়াজ এই প্রথম তার কানে ঢুকল। অস্ফুট যন্ত্রণার অভিব্যক্তি কারও গলায় বাজছে। মাঝে মাঝেই ককিয়ে উঠছে সে। কে হতে পারে? নির্ঘাত সেই পুলিশটা। নিশ্চয়ই তাকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই গাড়িতে। অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

গাড়িটা কখন থেমেছিল টের পায়নি অনিমেষ। স্পষ্ট একটা গলা কানে এল, 'ডেড?' শব্দ হল, কেউ গাড়িতে উঠল। মচমচ শব্দটা কানে যেতে অনিমেষ স্থির হয়ে গেল। বেশ জোরে কেউ লাথি মারল তার পাছায়। অনিমেষ অনেক কষ্টে শক্ত হয়ে থাকল। লোকটার গলা কানে এল, 'মরে গেছে মনে হচ্ছে।'

'ভাল করে দ্যাখ।' হুকুমটা এল বাইরে থেকে।

'নড়ছে না। কিন্তু এখনও রক্ত বের হচ্ছে।

'মড়ার শরীর থেকে রক্ত বের হয় না। তা হলে বেঁচে আছে।' একটা হাত গলা এবং বুকের ওপর কিছুক্ষণ হাতড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মরেনি স্যার, অজ্ঞান হয়ে আছে।'

'হরমোহনের কী অবস্থা?'

'গোঙাচ্ছে।'

'ওটাকে নামিয়ে আন।'

'কাকে স্যার!'

'নকশালটাকে। শেষ করে নিয়ে যাই।'

'গুলি করবেন স্যার?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ। এখানে ধারে কাছে কেউ নেই।'

'কী দরকার স্যার। জলপাইগুড়িতে পৌঁছবার আগেই পাশের বডিটার মতো শক্ত হয়ে যাবে। এ কেস টিকবে না।'

'নকশালদের তুই চিনিস না।'

'তা হলে স্যার গাড়িতেই গুলি করুন। কষ্ট করে নামালে আবার ওটাতে হবে তো।'

'তা ঠিক। তবে এমন ভাবে গুলি করবি যাতে গাড়িতে দাগ না হয়। বুঝলি?'

'আমি করব স্যার?'

'আমি তুমি আবার কী কথা? জলদি কর। করা দরকার সেটাই আসল কথা। এই শালা নকশালদের ঝাড়েবংশে শেষ করা দরকার।'

পায়ের আওয়াজ একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। আসাটা খুব স্বচ্ছন্দ নয় বুঝতে পারা যাচ্ছিল। এবার ওরা গুলি করবে, অনিমেষ এটুকু ভাবতে পারল। গুলিটা গায়ে লাগলেই সে মরে যাবে। অথচ তার হাত নাড়ার সামান্য ক্ষমতা নেই। গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অনিমেষ নিজের অজান্তেই ভয়ের কথা ভুলে গেল। এই মুহূর্তে, সম্পূর্ণ অসচেতনতায় মাধবীলতার মুখ চলকে উঠল সামনে। মাধবীলতার সেই আদুরে হাসিটাকে বন্ধ চোখের পাতায় অনুভব করতে করতে কান ফাটানো শব্দটা তার শরীর কাঁপিয়ে দিল। পেটের ভেতর আর একটা যন্ত্রণা জন্ম নিল মাত্র। কিন্তু চোখের সামনে থেকে মাধবীলতা এখন উধাও, তার চেতনা মুছে যেতে যেতে একটা সুতোয় যেন ঝুলতে লাগল। সিপাহিটা বলল, 'হয়ে গেছে স্যার।'

'মরেছে?'

'একদম পেটের ভেতরে।'

'রক্ত পড়ছে?'

'গলগল করে।'

'মুছে ফ্যাল।'

'মুছব? মুছব কীসে?'

'সেই জন্যেই তো বাইরে বের করে কাজটা শেষ করতে বলেছিলাম। এত কুঁড়ে হলে চলে! এখন ওই রক্তের দাগ নিয়ে তো আর ফেরা যাবে না।'

'যেতে যেতে রক্ত বের হতেও তো পারে।'

'তা পারে। রক্ত বের হলে আমরা কী করব। ঠিকই তো!'

'তা হলে নামি স্যার?'

'বেশ, নাম।'

দুটো শরীরকে ওরা পাশাপাশি রাখছিল। এমন সময় একটা গলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'স্যার, মরেনি এখনও।'

'মরেনি? এই যে বললি মরে গেছে।'

'তাই তো ভেবেছিলাম তখন।

'ভেবেছিলাম! এরকম ভাবলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে?'

'তবে বেশিক্ষণ টিকবে না স্যার। হয়ে গেল বলে।'

'এখন তো কিছুই করা যাবে না। পাবলিক দেখছে, এটা হাসপাতাল। এই যে, আপনারা কী দেখছেন এখানে? যান যান, নিজের কাজে যান। ডেডবডি দ্যাখেননি কখনও? যান।—আসুন ডক্টর।'

'দুটোই ডেড কেস?'

'অলমোস্ট।'

'অলমোস্ট মানে? এ দেখছি এখনও মরেনি। খুব সিরিয়াস কেস। অনেকগুলো উন্ড হয়েছে দেখছি। এই, একে তোল শিগ্‌গির।'

অফিসারের গলা শোনা গেল, 'ঝামেলা বাড়াচ্ছেন কেন? মর্গে যেতে যেতে ঠেঁসে যাবে। এখন জামাই আদর করে কী লাভ?'

তা সত্ত্বেও অনিমেষ যেন টের পেল সে দোলনায় দুলছে। অথবা পালকিতে চড়ে যাচ্ছে কোথাও। শারীরিক যন্ত্রণার বোধগুলো কখন নেতিয়ে গিয়েছিল। অনন্ত শূন্যে সে যেন একা ভেসে

www.MurchOna.com

যাচ্ছে। তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, কাউকে কিছু করার ক্ষমতা অথবা ইচ্ছেটুকুও তার নেই। আঃ, কী আরাম!

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অনিমেষ চুপচাপ দরজার দিকে তাকিয়েছিল। এখানে সে কতদিন এসেছে হিসেব নেই। যেটুকু অনুমান তাতে দুটো মাসের হিসেব সে পাচ্ছে না। জ্ঞান হবার পর শরীরের কষ্টগুলো ওকে পাগল করে তুলেছিল। এখন সেগুলো থিতিয়েছে। সব সময় অবসন্ন লাগে। আজ সকালে প্রথম পা রেখেছিল মাটিতে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শরীর টলতে লাগল। নিজেকে এখন ঝাঁঝরা লাগছে।

মাথায় চুল নেই বললেই হয়। ক'বার কামানো হয়েছে সে জানে না। ব্যান্ডেজ খুলে এখন হাওয়া লাগানো হচ্ছে। হাত দিতেই বোঝা যায় খুব বড় অপারেশন হয়ে গেছে। পেটের কাটা দাগ এখন শুকনো। কিন্তু শরীরে জোর নেই এক ফোঁটাও। যে নার্স অথবা ডাক্তার তাকে দেখতে আসেন তাঁরা কথা বলেন না বাড়তি। মেশিনের মতো কাজ করে যান তাঁরা। অনিমেষ চেষ্টা করেও জানতে পারেনি সে কী অবস্থায় আছে। তবে দরজার দিকে তাকালেই পাহারাদার চোখে পড়েছে।

প্রথম বার পায়ে গুলি লাগার পর দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। কলকাতার সেই হাসপাতালে থাকার সময় মনের ওপর চাপ পড়ত খুব। এখন একটা দিন এল কি গেল তাতে কিছুই এসে যায় না। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চিন্তা করার ক্ষমতাটাই তার হারিয়ে গেছে। বোধ যদি ভোঁতা হয়ে যায় তখন যন্ত্রণা অনুভবে আসে না। যেমন সকাল থেকে সে একটা চিরকুট পড়ার পর থেকেই সেটা নিয়ে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। অবশ্য ঘর মোছার পর যে লোকটা ওটা এনেছিল সে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যে লিখেছে তাকে অনিমেষ মনে করতে পারছে না। আজ দুপুরে নাকি তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন নিয়ে যাবে তখন যেন সে চুপচাপ থাকে। সেখানে বেশি পুলিশ যাবে না। তাই যে চিঠি লিখেছে সে জানিয়েছে একটা চেষ্টা হবে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। সে যেন সজাগ থাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ সকাল থেকে ব্যাপারটা ভেবে কূল পাচ্ছিল না। কেনই বা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কিংবা কেনই বা তাকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে ? ছিনিয়ে যারা নেবে তারা কোথায় তাকে রাখবে ? মুশকিল হল, এই সব ভাবনা চিরকুট পড়ার পর থেকেই মাথায় তুবড়ির মতো ফিনকি দিয়ে উঠেই নিবে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ ভাবলেই কান-মাথা গরম হয়ে শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে।

'এখন কেমন আছ হে ?'

একটি বয়স্ক গলা জুতোয় শব্দ তুলে পাশে এসে দাঁড়াল। অনিমেষ তার ইউনিফর্মটা দেখল। মোটাসোটা লোকটার কোমরে রিভলভার ঝুলছে। অনিমেষ মুখ ফেরাল। লোকটি হিকহিক করে একটু হাসল, 'নাও, মুক্তি। ডাক্তার তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এবার শ্বশুরবাড়িতে চলো। ওঠো।'

কোনও প্রতিবাদ না করে অনিমেষ উঠে বসতে চেষ্টা করল। শরীর কাঁপছে। লোকটা বলল, 'এখনও কাহিল দেখছি। আরে বাবা মিছিমিছি কষ্ট করছ তুমি। আমার সঙ্গে হাত মেলাও দেখবে তুমি ড্যাং ড্যাড্যাং করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ। কী, হাত মেলাবে ?'

অনিমেষ তাকাল লোকটার দিকে। কী বলতে চাইছে ধরতে পারল না সে। লোকটা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'মহাদেব কোথায় ?'

মহাদেব! অনিমেষের কপালে ভাঁজ পড়ল। মহাদেব কে ? তারপরেই মহাদেবদার কথা মনে পড়ল। মহাদেবদা রেলের কামরায় দাঁড়িয়ে তাকে চিৎকার করে ডাকছিলেন। সেই মহাদেবদার কথা জিজ্ঞাসা করছে এরা। অনিমেষ আর কিছু ভাবতে না পারলেও এটা স্থির করতে পারল মহাদেবদার কথা কিছুতেই বলা উচিত নয়। সে নীরবে মাথা নাড়ল। জানি না।

'হারামির বাচ্চা! একশো বার প্রশ্ন করলাম তবু এক উত্তর। মেরে পেছনের ছাল ছাড়িয়ে নেব যখন তখন বুঝতে পারবে। আরে বাবা, বলেই ফেলো না বাবা লোকটা কোথায় লুকিয়েছে ? কেউ জানতে পারবে না, মাইরি বলছি, আমার প্রমোশনটাও হয়ে যাবে আর তুমিও ছাড়া পেয়ে যাবে। বলো ভাই!' লোকটি ওর কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু অনিমেষ ততক্ষণে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। এই প্রশ্নটা তাকে অনেকবার করা হয়েছে ? কিন্তু তার এ কথা একটুও মনে পড়ছে না কেন ? স্মৃতিশক্তি কি একদম অকেজো হয়ে গেছে! অনিমেষ চোখ বন্ধ করল।

www.MurchOna.com

'তোমরা তো একসঙ্গে হাসিমারা থেকে হাওয়া হয়েছিলে। আরে বাবা, ওই করুণাসিন্ধু সে-কথা আমাদের বলেছে। মহাদেব ট্রেনে উঠে পড়েছিল, তুমি পারোনি। লোকটা কী স্বার্থপর দ্যাখো, তোমাকে একা ফেলে বেশ কেটে পড়ল। তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে সেইটে বলে দাও ভাই।'

অনিমেষ চোখ খুলল, 'আমি জানি না।'

নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগল তার। সরু এবং কাঁপা কাঁপা হয়ে গেছে কখন।

'শালা! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি। তখনই টেঁসিয়ে দিলে ভাল হত। ঠিক আছে, এক ঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে ভেবে দ্যাখো বলবে কি না। তারপর তোমার হচ্ছে। এখন ওঠো, থিয়েটার করে আসবে চলো।'

থিয়েটার! অনিমেষ অবাক হয়ে তাকাতেই লোকটা ওর কাঁধ ধরে টেনে দাঁড় করাল। সমস্ত শরীরে ঝনঝনানি শুরু হয়ে গেল তার। এবার পেছন থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে ওর কোমরে একটা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে টানতে লাগল।

তাল রাখতে অনিমেষের অসুবিধে হচ্ছিল। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো সে টাল খাচ্ছিল। অফিসার ওর পাশে হেঁটে এসে নিজের মনেই বলল, 'মালের হাল যা দেখছি তাতে হাতকড়া পরাবার কোনও দরকার নেই।' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'গাড়িতে তোল। যত আদিখ্যেতা হয়েছে আজকাল। কেউ মরলেই নিয়ে যেতে হবে দেখাতে।

গাড়ির দরজা ধরে নিজেকে সামলাল অনিমেষ। কে মরেছে? সে অফিসারের দিকে তাকাতেই তাকে প্রায় তুলে ভ্যানের পেছনে ফেলে দেওয়া হল। দুটো সিপাই বন্দুক নিয়ে ওর সঙ্গে উঠল। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হওয়ামাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর নিজেকে সামলাতে পারল অনিমেষ। পুলিশ দুটো নির্বিকার মুখে বসে আছে। মাথার পাশে ছোট্ট জানলার মতো চৌকো গর্ত। অনিমেষ তাতে চোখ রাখল। দিনবাজার ছাড়িয়ে শিল্প-সমিতিপাড়ার দিকে যাচ্ছে গাড়ি। দু-ধারে নির্বিকার লোকজন হাঁটছে বা আড্ডা মারছে। দেওয়ালের গায়ে গায়ে লেখা "নকশালবাড়ি লাল সেলাম।'

একসময় গাড়ি থামল। সিপাই দুটো দরজা খুলে নীচে নেমে দড়ি ধরে টানতে অনিমেষ নেমে এল। এই সময় অফিসারটি হাসতে হাসতে এসে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে বলল, 'যাও, শেষবার দেখে নাও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।'

অনিমেষ গাড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই লোকজন দেখতে পেল। সবাই চুপচাপ বসে আছে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। চিতা সাজানো হয়ে গেছে। চিতার পাশেই মাটিতে কাপড়ের ওপর একটি দেহ শুয়ে আছে। সিপাই ওকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে এল শরীরটির কাছে। অনিমেষ পাথর হয়ে গেল।

সরিৎশেখর শুয়ে আছেন। খুব স্বাভাবিক মুখের চেহারা, যেন ঘুমাচ্ছেন। তাঁর শরীর একটা কাপড়ে বুক অবধি ঢাকা, চোখ বন্ধ। দাদু মারা গেছেন? অনিমেষের চিবুক বুকের ওপর নেমে এল। ঠিক সেই সময় অনিমেষ কনুইতে হাতের স্পর্শ পেল। অনিমেষ মুখ তুলল, ছোটমা।

ছোটমায়ের মাথায় ঘোমটা, মুখ পাথরের মতো। নিচু গলায় বলল, 'কাছে চলো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছিল।'

আচ্ছন্নের মতো অনিমেষ ছোটমায়ের সঙ্গে দাদুর পাশে এসে দাঁড়াল। দুটো চন্দন মাখা তুলসীপাতা দাদুর চোখে লাগানো। অনিমেষের বুকের ভেতর হু-হু করছিল কিন্তু আশ্চর্য, তার চোখে জল আসছিল না। কাঁদতে চাইছিল সে কিন্তু কিছুতেই কান্না আসছিল না। ছোটমায়ের গলা শুনতে পেল সে, 'উনি তোমাকে দুদিন দেখতে গিয়েছিলেন কিন্তু ওরা দেখতে দেয়নি। তবে উনি জেনে গেছেন তুমি ভাল হয়ে গেছ।'

এই সময় শ্মশানবন্ধুরা দাদুর শরীরটাকে চিতায় শোওয়াবার ব্যবস্থা করতে লাগল। ছোটমা অনিমেষের বাজু থেকে হাত সরায়নি। চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে মুখাগ্নি করতে হবে।' অনিমেষ ছোটমায়ের দিকে তাকাল। ছোটমা বলল, 'তোমার দাদুর শেষ ইচ্ছে তাই।'

অনিমেষ মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। বেশ কিছুটা দূরে মহীতোষ বসে আছেন দুহাতে মুখ ঢেকে। বাবার কাছে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে ওর। কিন্তু ছোটমা ওকে চিতার পাশে টেনে নিয়ে গেলেন। দাদুর শরীর আগুনের অপেক্ষায়। ছোটমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'দু' মিনিটের জন্যে হাতকড়া খোলা যাবে না?' অফিসারটির গলা শোনা গেল, 'হাতকড়াতে কোনও অসুবিধা হবে না।'

'আপনারা কি মানুষ!' হিস-হিস করে উঠল ছোটমা।

www.MurchOna.com

হাতকড়া পরা অবস্থায় মুখাগ্নি করল অনিমেষ। চিতা জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। হঠাৎ অনিমেষের চোখের সামনে বহু বছর আগের সেই ছবিটা ছিটকে চলে এল। এই শ্মশানে সে একদিন মায়ের মুখে আগুন ছুঁইয়েছিল। মায়ের শরীরের রক্ত তার হাতে শুকিয়েছিল। লাল আগুনের আড়াল থেকে মায়ের ছড়ানো চুল দেখা যাচ্ছিল। সেদিন সে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল। মহীতোষ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আজ, দাদুর চিতার দিকে তাকিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সেই প্রিয় শরীরটা, জন্ম থেকেই যা ছিল তার আশ্রয় তা এখন কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে আগুনে। চোখ বন্ধ করল সে।

হরিধ্বনি চলছিল তখনও। এমন সময় কানের পাশে ফিসফিসে গলা পেল অনিমেষ, 'কোমরের দড়িটা কেটে দিলেই আপনি ডানদিকে দৌড়ে যাবেন। ওখানে গাড়ি স্টার্ট করা আছে। আমরা ওদের বোম মারব।'

চিতায় কাঠ শব্দ করে ফাটছে। অনিমেষ বিস্ময়ে ছেলেটির দিকে তাকাল। শ্মশান বন্ধুদের মধ্যে একজন এরকম পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে! কিন্তু সে দৌড়ে যাবে কী করে? স্বাভাবিক ভাবেই সে হাঁটতে পারছে না। তা হলে? সে মাথা নাড়ল, না। ছেলেটি বলল, 'সে কী! সবাই রেডি, এখন না বলছেন কেন?

'আমি পারব না।'

'বোকামি করবেন না।'

অনিমেষ পেছনের দিকে তাকাল। পুলিশ দুটো অন্যমনস্ক হয়ে চিতার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু অফিসারের একটা হাত কোমরে ঝোলানো রিভলভারের ওপর। চোখ তার দিকে সতর্ক। অনিমেষ বুঝতে পারল পালিয়ে যাওয়ামাত্র তাকে গুলি খেতে হবে। এখন তার শরীরের যা অবস্থা তাতে গুলির হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। শুধু তাকে মেরেই এরা শান্ত হবে না, যারা এই পরিকল্পনা করেছে তারাও বিপদে পড়বে। অনিমেষ এটুকু ভাবতে পারল এটা খুব বোকামি হবে। হ্যাঁ, হঠকারিতা বোধ হয় একেই বলে। নিজের জন্যে সে চিন্তা করছে না, এই ছেলেগুলোকে বিপদে পড়তে সাহায্য করা কিছুতেই উচিত হবে না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে অফিসারটির দিকে এগিয়ে গেল, 'চলুন।'

অফিসার বলল, 'ছোঁড়াটা তোমাকে কী বলছিল?'

'আমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। চলুন।'

'ভাবভঙ্গি ডাউটফুল। পরে দেখব। এই, চলে এসো সব।' অফিসার গাড়ির দিকে এগোলেন। অনিমেষের মাথার ভেতরটা টনটন করছিল। মাঝে মাঝেই সব সাদা হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির দরজায় হাত রেখে ওর মহীতোষের কথা মনে পড়ল। এখন দূরত্বটা অনেক বেড়ে গেছে। বাঁ দিকে নদীর গায়ে দাদুর শরীর এখন পূর্ণ-আগুনে গলে গলে পড়ছে। ডানদিকে সেই একই অবস্থায় মহীতোষ বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি এখন অনিমেষের দিকে। চোখাচোখি হলেও চোখ সরিয়ে নিলেন না। বিমর্ষ ওই চোখ দুটো যেন অনিমেষকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। বাবার সঙ্গে কোনওদিনই তার আন্তরিক সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু বাবা একলা, খুব একলা এ-কথা অনিমেষ বুঝল। আজ পুলিশের ভ্যানে ওঠার সময় সে যেন এই বোঝার ব্যাপারটা বাবাকে নতুন করে বোঝাতে পারলে খুশি হত। এই সময় সে ছোটমাকে এগিয়ে আসতে দেখল। পেছনে চিতার উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে ছোটমাকে খুব দীপ্ত দেখাচ্ছে। ভ্যানের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল ছোটমা, 'ওকে শ্রাদ্ধের দিন বাড়িতে আনা যাবে।'

অফিসার ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'কেন?'

'পরশু ওকে কলকাতায় চালান করা হবে। ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট তো। ওঠো, উঠে পড়ো।'

অনিমেষ ভ্যানে উঠে বসামাত্র সিপাই দুটো দরজা বন্ধ করল। তারের জানালার মতো ফোকর দিয়ে অনিমেষ বাইরে তাকাতেই চিতাটাকে চোখে পড়ল। দাদুর শরীর আর চেনা যাচ্ছে না। এর মধ্যেই একটা গোল পিণ্ডের মতো হয়ে গেছেন সরিৎশেখর। দাদু নেই। দাদুর চলে যাওয়াতে ওর কোনও কষ্ট হচ্ছে না। শেষ সময়ে উনি যে কষ্ট পাচ্ছিলেন তার চেয়ে চলে যাওয়া ওঁর পক্ষে অনেক ভাল হল। কিন্তু মুখাগ্নিটা ওকেই করতে বলে গিয়েছিলেন কেন? তার এত কথা জানার পরও কি দাদুর কোনও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়নি? বাবা মহীতোষের যে তার সম্পর্কে অভিমান রাগ কিংবা আক্ষেপ হয়েছে এ-কথা স্পষ্ট। কিন্তু দাদু কি তাকে সমর্থন করতেন?

চিতাটা এখন চোখের আড়ালে চলে গেছে। পিচের রাস্তায় উঠে এসেছে গাড়ি। এমন সময় কান ফাটানো শব্দ হল। গাড়িটা সামান্য নড়ে উঠল, বোধ হয় সামনের কাচগুলোই ঝনঝন করে পড়ে

www.MurchOna.com

গেল। অনিমেষের পাশে বসা সিপাই দুটো চেঁচিয়ে উঠল, 'বোমা মারতেছে।'

দরজাটা ভাল করে এঁটে অনিমেষকে আঁকড়ে ধরে বসে রইল ওরা। পুলিশ ভ্যানের ওপর বোম চার্জ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পালটা ফায়ারিং-এর শব্দ কানে এল। বোধ হয় সামনের সিটে বসে থাকা অফিসার গুলি ছুড়ছেন। ড্রাইভার বোধ হয় আচমকা আক্রমণেই গতি কমিয়েছিল, এখন সেটা বাড়িয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব হারিয়ে গেল। শহরের মধ্যে এসে গাড়িটা খুব শান্ত ভঙ্গিতে চলতে লাগল। অনিমেষ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করল। আর তখনই আচম্বিতে দু চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল গালে। ওরা ওকে ভালবেসেই ছাড়িয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু শুধু ভালবাসা কখনওই ধারালো হয় না যদি তাতে বাস্তবের শান না দেওয়া থাকে। ঠোকর খাওয়ার আগে আমরা যে সেটা বুঝতেই চাই না।

হাসপাতালে নয়, জলপাইগুড়ি থানায় এসে থামল ভ্যানটা। প্রথমে বেশ উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পেল অনিমেষ। মানুষজনের ছুটোছুটি, গাড়ির আওয়াজ থেকে বোঝা গেল আর একদল ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। অনিমেষের পাশের সিপাই দুটো দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় অফিসার ওদের কাছে এলেন, 'গর্তে মুখ লুকিয়ে ছিলি কেন তোরা? ফায়ার করতে পারিসনি?'

'কী করে করব? গাড়ি যে থামেনি।'

'থামেনি! এই করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো যায়? এই যে হিরো, নেমে এসো। এবার তোমার চামড়া দিয়ে তবলা বানাব। বন্ধুদের দিয়ে আমার ওপর বোম মারানো হচ্ছিল! পালিয়ে যাওয়ার মতলব? নামো!' চিৎকার করে উঠল অফিসার।

অনিমেষ এটুকু বুঝতে পারছিল তার ওপর ঝড় নেমে আসছে। কিন্তু যতটা পারা যায় নিজেকে ততটা নির্লিপ্ত রাখতে চাইছিল সে। কিন্তু ভ্যান থেকে নামতে গিয়েই মাথাটা এমন টলে উঠল যে, সে তাল রাখতে পারল না। হুড়মুড় করে পড়তে পড়তে সে একবার মাত্র আকাশটাকে দেখতে পেল।

স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর অনিমেষ শুয়েছিল। জ্ঞান ফিরতেই বুঝতে পারল তার হাত এবং পা ভাল করে বাঁধা। তবে ঘরটায় আলো আসছে। প্রথমে ওর মাথায় একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এল না, বরং পেট চিনচিন করছে, বেশ ক্ষুধা বোধ হল তার। এখন বোধ হয় বিকেল। কারণ ক্রমশ আলো কমে আসছিল। এই সময় লোহার দরজা খুলে অফিসারটি ঘরে ঢুকল, 'ঘুম ভাঙল?'

অনিমেষ কোনওরকমে উঠে বসল, বসে বলল, 'খাবার দিন।'

'খাবার! ও গড! তোমার খাবার দরকার। খিদে পায় তা হলে! কী খাবে, এখানে যা পাওয়া যায় সব এনে দেব! মহাদেব কোথায়?' লোকটা পা ফাঁক করে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

'এক প্রশ্ন বার বার করছেন কেন?'

চাবুকের মতো হাতটা নেমে এল, 'অ্যাই বাঞ্চোত, বলবি কিনা বল।'

প্রচণ্ড যন্ত্রণা মাথা থেকে ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ দাঁতে দাঁত টিপে সামলাতে থাকল নিজেকে। তার মুখ হাতের টানে এখন ওপরের দিকে। অফিসার গরগর করল, 'সবকটাকে ধরব আজ। পুলিশকে মারার তাল হচ্ছিল। বিপ্লব করছেন। পেচ্ছাপ করে দিই বিপ্লবের মুখে। হাঁ কর হাঁ কর বলছি।'

হঠাৎ শরীরের মধ্যে অস্থিরতা টের পেল অনিমেষ। ঘেন্নায় গুলিয়ে উঠছে পেট বুক, সর্বাঙ্গ। তার মাথা এখনও অফিসারের হাতের মুঠোয়। সেই অবস্থায় সে সজোরে সমস্ত ঘেন্না জড়ো করে ছুড়ে মারল। এক দলা থুতু লোকটার শরীরে মাখামাখি হতেই প্রথমে হতভম্ব হয়ে হাত ছেড়ে দিল লোকটা। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে অনিমেষের ওপর, শকুনের মতো।

তেতাল্লিশ

'আজ আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছেন।' মিষ্টি গলায় বলল একজন অফিসার। তার সাদা ইউনিফর্ম কলকাতা পুলিশের। জায়গাটা লালবাজার।

একটু আগে একটা খবরের কাগজ ওরা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। তার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে একজন বিখ্যাত নকশাল নেতার গ্রেপ্তারের খবর ছাপা আছে। অনেক চেষ্টার পর তাঁকে ধরা সম্ভব হয়েছে। ভদ্রলোক খুব অসুস্থ। নকশালবাড়ির আন্দোলন ওঁকে গ্রেপ্তারের পরই শেষ হয়ে গেল

www.MurchOna.com

বলে পুলিশ আশা করছে। খবরটার সত্যতা সম্পর্কে অনিমেষ চিন্তা-ভাবনা করল না। কোনও বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা করার ক্ষমতা সেই হাসপাতালেই সে হারিয়ে এসেছে। মুশকিল হল, পুলিশগুলো এই ব্যাপারটা বুঝছে না। কলকাতায় ওকে নিয়ে আসবার পর মহাদেববাবুর ঠিকানা জানার জন্যে ওরা ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। নিজের পক্ষে লড়বার মতো সামান্য ক্ষমতা তার অবশিষ্ট নেই, এখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে তার কষ্ট হয়।

অফিসারের কথাটা শোনার পর সে একটু অবাক হল। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে এ-খবর এরা এই প্রথম খুব ঘটা করে জানাল। কে আসছে? কলকাতায় যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে তা কাউকেই তো সে জানাতে পারেনি। জানাতে গেলে পুলিশ তাকে নাজেহাল করত। মাধবীলতার কথা বারংবার তার মনে পড়েছে কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে সে।

'কে আসছে?' অনিমেষ মাথা তুলল।

'আপনার স্ত্রী!'

'আমার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি বিবাহিত নন?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, হ্যাঁ। মাধবীলতা আসছে। এরা মাধবীলতার কথা জেনে গেছে? বুকের মধ্যে এক ধরনের ছটফটানি শুরু হয়ে গেল। মাধবীলতা কেমন আছে এখন? কতদিন ওর কোনও খবর পায়নি সে। নাকি কোনও সূত্রে খবর পেয়ে মাধবীলতা নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে! ইস্, যদি কোনও সূত্রে ওকে নিষেধ করা যেত!

'শুনুন, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি আর চুপ করে থাকবেন না। মহাদেববাবুর খবর আপনি যা জানেন বলে দিন। আপনার স্ত্রী এখন অসুস্থ, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে আমরা তার ওপর চাপ দিই।' অফিসারটি নরম মুখে বলল।

'অসুস্থ?'

'কী আশ্চর্য, আপনি জানেন না?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। মাধবীলতার অসুস্থতার খবর সে জানে না।

'আপনি জানেন না তিনি সন্তানসম্ভবা?' অফিসার হাসল।

একটা বরফের তীক্ষ্ণ ছুরি আচমকা অনিমেষের হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরল। কী বলছে লোকটা? সত্যি কথা? নাকি এদের অসংখ্য মিথ্যের মতো এটাও এক ভাঁওতা? মাধবীলতা মা হতে যাচ্ছে? অনিমেষ চোখ বন্ধ করল। শান্তিনিকেতনের সেই রাতটা এখন অজস্র শুঁড়ওয়ালা অক্টোপাসের মতো তাকে জড়িয়ে ধরছিল। সেই রাত কি আজ মাধবীলতাকে—। অনিমেষ কিছু ভাবতে পারছিল না। সেই রাতের ঘটনার পর তার এক মুহূর্তও এই চিন্তা মাথায় আসেনি। কখনও ভাবেনি মাধবীলতা ওই এক মুহূর্তের উত্তেজনায় মা হয়ে যেতে পারে।

অফিসারটি মাধবীলতাকে তার স্ত্রী হিসেবে ভাবছে। অবশ্যই। কিন্তু এটা দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সম্পূর্ণ আন্তরিকতার ভিত্তিতে তৈরি। আইন কিংবা সমাজ স্বীকৃতি দেবে না। তা ছাড়া সে মাধবীলতার পাশে ছিল না, কখনও পাশে আসতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা ছিল না বা নেই, তা হলে মাধবীলতা ঘটনাটিকে মেনে নিল কী করে। খুব স্বচ্ছন্দে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারত। কেন করল না?

অফিসারটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনিমেষ এখন একা। নির্জনে নিজেকে খুনি আসামির মতো মনে হচ্ছে তার। নিজের দুর্বলতার বোঝা মাধবীলতার কাঁধে চাপিয়ে সে নিশ্চিতভাবে এতকাল কাটিয়ে গেল। চিন্তাটা এতক্ষণ একমুখী ছিল, এবার তার অন্য কথা মনে পড়ল। মাধবীলতা কলকাতায় মেয়েদের হোস্টেলে এসে উঠেছিল। তার বিয়ে হয়নি এ-কথা সবাই জানে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের পর যখন তার শরীরে মাতৃত্বের চিহ্ন ফুটে উঠল তখন কী করেছিল সে? হোস্টেলে নিশ্চয়ই তাকে থাকতে দেয়নি। কোথায় আছে এখন মাধবীলতা? কুমারী মেয়ে মা হতে যাচ্ছে—ওর বাবা কখনওই তা মেনে নেবেন না। অনিমেষ ছটফট করতে লাগল।

একটু বাদে অফিসার ফিরে এল, 'চলুন।'

অনিমেষ উঠল। এখন ওঠার সময় সমস্ত শরীর নড়বড় করে ওঠে। কোমরের হাড়ে ব্যথাগুলো খচখচ করে। হাঁটতে গেলে মাথায় টং টং করে লাগে। বাঁ দিকে একটু হেলে লেংচে লেংচে হাঁটে অনিমেষ। অনেকটা পথ তাকে পার হয়ে আসতে হল। ওর পাশে হেঁটে এলেও অফিসার একবারও সাহায্যের কথা বলল না। কিন্তু অনিমেষ যখন জিরিয়ে নেবার জন্যে থামছিল তখন মৃদুস্বরে

www.MurchOna.com

জানাচ্ছিল, 'মহাদেববাবুর ঠিকানাটা বলে দিলেই তো সব গোলমাল মিটে যায়। এত কষ্ট করতে হয় না।' অনিমেষ জবাব দেয়নি। আশেপাশের লোকজন, সবই পুলিশেরই লোক, এদিকে লক্ষই করছে না। এরকম ঘটনা রোজ ওরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছিল।

দোতলায় উঠতে পারল না অনিমেষ। একজন সিপাই ওকে প্রায় পাঁজাকোলা করে ওপরে তুলে দিয়ে গেল। দুটো ঘর পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে অফিসারটি থামল। তারপর হেসে বলল, 'আপনার স্ত্রী ভেতরে আছেন, আসুন।'

অনিমেষের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হল। অফিসারের পেছনে পেছনে সে ঘরে ঢুকল। একটা সাধারণ আলো জ্বলছে কারণ ঘরটির কোনও জানালা চোখে পড়ছে না। সামনেই একটা চেয়ার, অনিমেষ তার হাতল ধরে দাঁড়াতেই মাধবীলতাকে দেখতে পেল। ঘরের আর এক প্রান্তে একা বসে আছে সে। সেখানে অন্য কোনও চেয়ার নেই। এতবড় ঘরের দুপাশে দুটো চেয়ার সাজানো— সেইটেই চোখে পড়ার মতো।

অনিমেষকে দেখেই মাধবীলতা উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তার মুখ থেকে একটা চাপা আর্তনাদ আচমকা বেরিয়ে এল। অনিমেষ মাধবীলতাকে দেখল। একটা হাত মুখের ওপর চাপা, বিস্ফারিত। হ্যাঁ, শরীরের পরিবর্তন চোখে পড়ার মতন। বিশেষ করে কোমরের নীচের স্ফীতি চোখে পড়ছে সহজেই। অনিমেষ কোনওরকমে উচ্চারণ করল, 'লতা!'

মাধবীলতার কানে শব্দটা যেতেই যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বিদ্যুতের মতো কাছে চলে এল সে ওই শরীর নিয়ে, 'অনিমেষ, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?'

অনিমেষ হাসবার চেষ্টা করেও পারল না।

'তুমি ভাল আছ অনি?'

এবার পেছনে মানুষের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। মেঝেতে কার্পেট পাতা, হাঁটাচলায় আওয়াজ হয় না। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জনা চারেক মানুষ ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে ইউনিফর্ম না থাকলেও চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তারা পুলিশ। অফিসারটি এবার এগিয়ে এলেন, 'অনেকদিন বাদে আপনাদের দেখা হল, তাই না? অবশ্য অনিমেষবাবু যদি নিজে আপনার কথা আমাদের জানাতেন তা হলে অনেক আগেই এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারতাম। অনেক কষ্টে আপনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে হয়েছে মাধবীলতা দেবী। তবে দেরি হল বলে আফশোস করে লাভ নেই, বেটার লেট দ্যান নেভার। আপনার এ অবস্থায় অনিমেষবাবু আপনাকে ছেড়ে আছেন কী করে তাই বুঝতে পারছি না।'

মাধবীলতার গলার স্বর পালটে গেল, 'আপনারা ধরে রেখেছেন বলেই ওকে এখানে থাকতে হচ্ছে, জেনেশুনে এরকম কথা বলছেন কেন?'

'ঠিক কথা। আমরা ধরে রেখেছি ক'টি মাস মাত্র। তার আগে উনি আপনার ত্রিসীমানায় ঘেঁষেননি স্বইচ্ছায়। আমরা ভেবেছিলাম উনি আপনাকে স্ত্রী হিসেবে ক্লেইম করবেন না, অবশ্য সেটা ভুল হয়েছে, উনি করেছেন। আপনি ভাগ্যবতী!' অফিসার হাসল।

'মানে?'

'মাধবীলতা দেবী, আপনার স্কুলে কিংবা আগে যে হোস্টেলে থাকতেন সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে আপনার মিত্র হবার কোনও নোটিফিকেশন নেই। কবে আপনাদের বিয়ে হল সে-খবর কারও জানা নেই। অথচ আপনার শরীর বলছে আপনি মা হতে যাচ্ছেন। ব্যাপারটি যদি বৈধ না হয় তা হলে — ।'

অনিমেষ চাপা গলায় কথা বলল, 'কেন বাজে কথা বলছেন, মাধবীলতা আমার স্ত্রী, এ কথা আগেও বলেছি।'

'গুড। সে-কথাই আমি বলতে চাইছি। মুখের কথাই যথেষ্ট। আমরা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আপনাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেন না। আপনার স্ত্রীর, আপনার কথা মেনেই বলছি, আপনার স্ত্রীর কাছে এই সময় থাকা উচিত। আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

'কী ভাবে?'

'আপনি জানেন মহাদেব একজন নটোরিয়াস লোক। তার ঠিকানা আপনি জানেন। জানি সেখানে সে এখন নাও থাকতে পারে তবু আমরা তার একটা ক্লু পেতে পারি। এটা আমার প্রস্তাব, আপনি যদি ঠিকানাটা বলেন আমরা এক্ষুনি আপনাকে ছেড়ে দেব এবং ব্যাপারটা কেউ জানতে

www.MurchOna.com

পারবে না। আপনার কোনও ফেলো কমরেডরা টেরও পাবে না। এই সময় ওঁর সঙ্গে আপনার থাকা উচিত।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'আপনারা মিথ্যে চেষ্টা করছেন।'

'তা হলে আপনি কোঅপারেশন করবেন না?'

'যা ইচ্ছে ভাবুন।'

অফিসার বিরক্তিতে কাঁধ নাচাল। তারপর ছোট ছোট পা ফেলে মাধবীলতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'আপনি কি ওকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

মাধবীলতা বলল, 'ও যা ভাল মনে করছে তাই করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে অফিসার বলে উঠল সামান্য গলা তুলে, 'তা হলে আপনাকে অ্যারেস্ট করছি।'

অনিমেষ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন?'

'আপনার সঙ্গে আঁতাতের জন্যে। দেশদ্রোহিতার জন্যে।'

'দেশদ্রোহী?'

'নাকি বিপ্লব? থুঃ। সাধারণ মানুষ আপনাদের নাম শুনলে ভয় পায়। একটা অর্গানাইজড ডাকাতের দল আপনারা। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চেয়েছেন। অনিমেষবাবু, দিস ইজ লাস্ট টাইম, আপনার স্বপ্নের আন্দোলন ভেসে গেছে, যারা পারছে বিদেশে পালাচ্ছে, বেশিরভাগই ধরা দিচ্ছে, নেতারা জেলে—এখন আর আপনাদের অস্তিত্ব কিছু নেই। তাই বলছি, খামোকা জেদ করবেন না। মহাদেববাবুর ঠিকানাটা বলুন।'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাল। কী রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে, গালের হাড় উঁচু, শরীর ফ্যাকাসে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে বুকের আড়ালে রাখতে। মাধবীলতা ওর দিকে তাকাতেই সে দু'চোখে যেন ইচ্ছেটাকেই বোঝাতে লাগল। সে কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আছ এখন?'

'দেখুন, কী চমৎকার দায়িত্বজ্ঞান! আপনি কোথায় আছেন সে খবর আপনার স্বামী রাখেন না, অবশ্য আপনার স্বামী যদি হন! কী হল চুপ করে আছেন যে?'

অনিমেষের মাথায় গনগনে আগুন ছড়িয়ে পড়ল, 'এই যে, আপনি যা বলার আমাকে বলুন।'

'শাট্ আপ, চেঁচাবেন না। — আপনি চুপ করে আছেন কেন?'

'আমার কথা বলতে ঘেন্না করছে!'

অনিমেষ দেখল অফিসারের ডান হাত চাবুকের মতো বাতাস কেটে মাধবীলতার গালে আছড়ে পড়ল। লোকটা মাধবীলতাকে চড় মারল! নিজের শরীরের কথা খেয়ালে থাকল না অনিমেষের, প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসারটির ওপর। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই সে নিজেকে শূন্যে ভাসতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে একটা প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করল সে। ব্যথাটা এমন মারাত্মক যে ককিয়ে উঠে নিঃসাড়ে মেঝেতে পড়ে থাকল। ওকে টেনে তোলা হল। তারপর টানতে টানতে চেয়ারে বসিয়ে কতগুলো বেলট দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হল যাতে সামান্য নড়াচড়া না করতে পারে। কোমরের তলায় শরীরের অবশিষ্ট অঙ্গগুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল না অনিমেষ। এতক্ষণ মাথার ভেতরটা চৈত্রের আকাশ হয়েছিল, এবার একটু একটু করে চিন্তা করার ক্ষমতা ফিরে আসতেই সে মাধবীলতার দিকে তাকাল। সে কি ঠিক দেখছে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত, অনিমেষ একবার জোরে চোখ বন্ধ করে আবার স্বচ্ছ হবার চেষ্টা করল। মাধবীলতার মাথা নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দুটো হাত উঁচু করে দুটো লোহার রডের সঙ্গে বাঁধা। বাহু দুটো ওপরের কড়িকাঠে ফাঁস দেওয়া একটা দড়ির সঙ্গে নেমে এসেছে। দুটো হাত ওপরে টানটান থাকায় ওর শাড়ির আঁচল খসে পড়েছে। সন্তানের আবাসস্থল এখন কুৎসিত দেখাচ্ছে। মাধবীলতার চিবুক শক্ত, দাঁতে ঠোঁট চেপে আছে সে।

'এই শুয়োরের দল, সাবধান বলছি, ওকে ছেড়ে দাও।' অনিমেষের চিৎকার শুনে দাঁত বের করে হাসল লোকগুলো।

মাধবীলতার সামনে এখন অফিসার ছাড়া আর একজন দাঁড়িয়ে। রোগা, লম্বা, মুখের দিকে তাকালে বিশ্বাস করা যায় দু হাতে দুটো শিশুর গলা টিপতে পারে হেসে হেসে। লোকটি বলল, 'মা জননী, আমার নও, পেটের বাচ্চাটার, এবার দিগম্বরী হও, দর্শন করি।'

অনিমেষ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল। কোমরের তলায় কোনও সাড় নেই, দু-হাত বাঁধা, পেছনের লোক চেয়ারে ধরে রাখায় সে একটু নড়াতেও পারল না।

www.MurchOna.com

মাধবীলতা ধীরে ধীরে মুখ তুলল, 'আপনারা কী চান ?'

অফিসার একটু নড়ল, তার গলায় অদ্ভুত পেলবতা, 'সামান্যই, ওকে বলুন ঠিকানাটা জানাতে। এ সব ঝামেলা কার ভাল লাগে বলুন!'

'আমার ওপর অত্যাচার করছেন কী অধিকারে ?'

'যে অধিকারে ওরা মানুষ খুন করে, পুলিশের গলা কাটে! যে অধিকারে বিয়ে না করেও আপনার শরীরে এরা সন্তান দেয়— ।'

হঠাৎ অনিমেষের দিকে তাকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল মাধবীলতা, 'শোনো, আমি মরে গেলেও তুমি এদের কিছু বোলো না। আমার জন্যে তুমি হেরে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি!'

লম্বা লোকটা হা হা করে হাসতেই অফিসার চোখ টিপে তাকে ইঙ্গিত করল। সে হাত বাড়িয়ে মাধবীলতার পড়ে থাকা আঁচল কুড়িয়ে নিল। তারপর মিউজিক্যাল চেয়ারের ভঙ্গিতে পাক খেতে লাগল হেলে দুলে। শাড়ি খুলে আসছে মাধবীলতার শরীর থেকে, লোকটা ছড়া আওড়াচ্ছে, 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চলছে চলবে।' অনিমেষ আর তাকাতে পারছিল না। কিন্তু পেছন থেকে ওর মুখ দুহাতে চেপে তুলে ধরল, 'সামনে তাকাও!'

অনিমেষ বাধ্য হয়ে দেখল। দেখেই শেষবার শক্তি ব্যবহার করে নিষ্ফল হল। না, সে হেরে গেল। নিজেকে একটা অপদার্থ নির্জীব ক্লীব মনে হতে লাগল ওর। এখন মাধবীলতার শরীরে শাড়ি নেই। দাঁতে দাঁত চেপে মাধবীলতা মাথা পেছনে হেলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষের মুখ লোকটার হাতে ধরা, সে চোখ বন্ধ করতেই আচমকা কপালে তীব্র জ্বলুনি বোধ করল। অস্ফুট চিৎকার করতেই লোকটা একটা চুরুট ওর সামনে নাচাতে লাগল। অনিমেষের কপাল জ্বলে যাচ্ছিল। লোকটা বলল, 'চোখ বন্ধ রাখলে চলবে না। দেখতে হবে— সব দেখতে হবে।'

এই সময় লম্বা রোগা লোকটা এগিয়ে এসে চুরুটটা নিয়ে মাধবীলতার কাছে ফিরে গেল। অফিসার এবার অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী মশাই, বলবেন, না দেখবেন ?'

অনিমেষ উত্তর দিল না। সে বুঝতে পারছিল তার কাছ থেকে কিছু শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা মাধবীলতার ওপর অত্যাচার চালাবে। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তা সহ্য করা যে কোনও মেয়ের পক্ষেই কষ্টকর। শুধু তার জন্যেই মাধবীলতাকে এই জঘন্য অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। একজন সন্তানসম্ভবা মহিলার পক্ষে এই অত্যাচার মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। এরা তা জেনেও করছে। অথচ মাধবীলতা একটুও মুখ খুলছে না। সে এখন কী করবে ? চোখের ওপর এই অত্যাচার দেখতে আর পারছে না সে। মহাদেবদা এখন আলিপুরদুয়ারে আছেন কি না সে জানে না। যদি খবরটা দিয়েই দেয় তা হলেও মহাদেবদার ক্ষতি নাও হতে পারে। কিন্তু মাধবীলতা বেঁচে যাবে। এক পলক চিন্তাটা মাথায় আসতেই সে ঠোঁট খুলেছিল। অফিসার তার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ মাধবীলতার আর্তনাদ শুনতে পেল সে। লম্বা লোকটা মাধবীলতার কোমরে চুরুটটা চেপে ধরেছে। কিন্তু আর্তনাদ যন্ত্রণার হলেও মাধবীলতার গলা অনিমেষকে কাঁপিয়ে দিল, 'তুমি কিছু বোলো না গো, আমার জন্যে তুমি ছোট হয়ো না—আঃ, আ—!'

অনিমেষ মুখ বন্ধ করার আগে একদলা থুতু মাটিতে ফেলল। পেছনের লোকটা তখুনি একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে সজোরে ওর মাথায় আঘাত করল, 'সামনে তাকাও, চোখ বন্ধ করলে মুশকিলে পড়বে।'

অফিসার এবার এগিয়ে এল ওর দিকে, 'থুতু ফেলা হচ্ছে ? এখনও বিষদাঁত ভাঙেনি না! শেষবার বলছি, কথা বলুন। আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না আপনাদের আর কোনও চান্সই নেই। আন্দোলন-ফান্দোলন দেওয়ালে দেওয়ালে শুরু হয়ে সেখানেই থেমে গেছে। সাধারণ মানুষ চাইছে না আপনাদের, সবাই বুঝে গেছে এটা সি আই-এর টাকায় একরকমের ধান্দাবাজি। আপনাকে আমি স্বচ্ছন্দে মেরে ফেলতে পারি, কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। নাউ ডিসাইড!'

অনিমেষ কথা বলল না, কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সে চোখ খুলে রাখতে বাধ্য হচ্ছিল কিন্তু দৃষ্টি এখন প্রায় সাদা। মাঝে মাঝে মাধবীলতার শরীর যিশু খ্রিস্টের আদল নিচ্ছে, নিয়েই আবার ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

অফিসারের গলা কানে এল, 'দেখুন, এই ভদ্রলোক আপনাকে ভালবাসেন না। আপনার শরীরে সন্তান এনে দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন। সামান্য একটা কথা বলে দিলে আপনাকে আমরা ছেড়ে দেব জেনেও উনি মুখ বন্ধ করে আছেন। তার মানে, আপনার ওপর অত্যাচার হলেও এঁর

www.MurchOna.com

কিছুই এসে যায় না। এঁর আসল চেহারা চিনে নিন। আপনার কি এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ? ঠিক আছে, আমরা ওপরের দড়ি গুটিয়ে নিচ্ছি। তা নিলে আপনার শরীর মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে যাবে, এই রকম শরীরে সেটা বেশ ডেঞ্জারাস হবে, কী বলেন ? হয়তো একটা অ্যাবরশন হয়েও যেতে পারে। ইন দ্যাট কেস, ইটস বেটার ফর আস। ইনি যদি আপনার সন্তানের বাবা হন তা হলে তার জন্ম হলে স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।'

মাধবীলতা কোনও কথা বলল না। কথাগুলো অনিমেষের মাথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ঢুকে একসময় জোড়া লাগতেই সে চিৎকার করে উঠল। শেষবার সব বাঁধন ছিঁড়ে সে মাধবীলতার কাছে পৌঁছবার জন্যে মরিয়া হল। কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না সে। কিন্তু পেছনের লোকটির অসহিষ্ণু হাত তার চেতনাকে মুছিয়ে দিল। তলিয়ে যাওয়ার আগে অফিসারটির আক্ষেপ শুনতে পেল সে, 'আঃ, এ সময় তোমাকে মারতে কে বলল ? ও অজ্ঞান হয়ে থাকলে আজ আর কোনও কাজ হবে!'

জেলখানায় অনিমেষের সঙ্গে মাধবীলতাকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মাধবীলতা যে এসেছে তা অনিমেষের জানার কথা নয়। কিন্তু এখন পশ্চিমবাংলার জেলগুলো নকশাল ছেলেতে ভরে গেছে। সবার বিরুদ্ধে এক রকমের অভিযোগ নয় এবং সবাই এক ধরনের ব্যবহার পায় না। ফলে বাইরের খবর ভেতরে আসছিল নানান পথে। অনিমেষ জানল, মাধবীলতা তিন চার দিন এসে ফিরে গেছে। আত্মীয় বন্ধুরা দেখা করতে এলে নির্দিষ্ট দিনে কয়েকদিনের একটি বিশেষ ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় সাক্ষাৎকার ঘটে। মুখোমুখি নয়, এই জেলে একটা জালের আড়াল রাখা হয়। পুলিশ বসে থাকে সামনে। তবে বিশেষ কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই অনুমতি দেওয়া হয়নি, অনিমেষ তাদের একজন।

ক্রমশ এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়ছে অনিমেষ। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। মাধবীলতা এসেছিল এই খবর পেয়ে তার এক ধরনের উত্তেজনা হয়েছিল। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল ওকে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কথা ভেবে সে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। অনেক হল, মেয়েটার ওপর আর বোঝা চাপাতে চায় না সে। মাধবীলতা দেখা করতে এসেছিল মানে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। বুকের ভেতর একটা জানার বাসনা তীব্র হয়, মাধবীলতার সন্তান সুস্থভাবে হয়েছে কি ? হলে তাকে নিয়ে সে কোথায় আছে ? কেমন আছে ? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরাধবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার কোনও অধিকার নেই এ সব জানতে চাওয়ার। সে এই জীবনে কোনওদিন মেয়েটাকে আশ্রয় দিতে পারবে না যখন তখন—! চুপচাপ শুয়ে বসে দিন কাটে অনিমেষের ছোট্ট সেলে। তার সঙ্গী ওরা খুব সুন্দর নির্বাচন করেছে। প্রেসিডেন্সিতে পড়ত ছেলেটি। সুন্দর চেহারা। কিন্তু কথা বলতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না। খাবার খাইয়ে দিতে হয়। পুলিশ ওর শরীর থেকে সমস্ত কেড়ে নিয়েছে। এই ঘরের দেওয়াল ছাদ দরজার মতোই ছেলেটির অস্তিত্ব তার কাছে। এ বরং ভাল। এরকম কাঠের মানুষ বলেই তাকে বিরক্ত হতে হয় না। সপ্তাহে একদিন ওর মা আসেন। তখন একে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় সাক্ষাতের জন্যে। ভদ্রমহিলা কাঁদেন আর ছেলেকে খাওয়ান। ছেলে কিছু টের পায় না—কাঠের পুতুলের যেমন বোধশক্তি থাকে না।

অনিমেষের কথা জেলের সবাই জেনে গেছে। বস্তুত ওদের সেলটা এখন এই জেলের বন্দিদের আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশি অত্যাচারের পরিণাম হিসেবে এই সেলের দুজন বন্দি সম্পর্কে অনেকেরই মমতা। একজন পৃথিবীতে থেকেও চিরকালের জন্যে মুছে গেছে আর একজনের মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কোমরের তলা থেকে শরীরের বাকি অংশ আর কাজ করছে না। মুখে একরাশ দাড়ি, চুল খোঁচা খোঁচা, দু হাতে ভর করে লেংচে লেংচে এগোতে হয়। ক্রমশ পা দুটো সরু হয়ে আসছে। জেলখানায় ডাক্তার আছে কিন্তু চিকিৎসার তৎপরতা নেই। অনিমেষ বুঝতে পারে সে আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এর ওপর মাথায় এক ধরনের যন্ত্রণা মাঝে মাঝে তীব্র হয়ে ওঠে। সেই অপারেশনের পর থেকেই এটা একটু একটু করে বাড়ছে। তখন চিন্তাশক্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার। এইভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। অথচ আত্মহত্যা করার কথা ভাবলে কী রকম কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে। কিন্তু দু-হাতের ওপর ভর করে ব্যাঙের মতো থপ-থপ করে মেঝেতে লাফিয়ে যাওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত তাকে অবসাদ এনে দেয়। নিজের অর্ধেক শরীরটাকে টেনে আনার পরিশ্রমে হাঁপিয়ে পড়ে সে। এর চেয়ে তার সঙ্গী ছেলেটির অবস্থায় যদি সে থাকত তা হলে অনেক ভাল হত। সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীন হলে পৃথিবীর কোনও কষ্টই আর কষ্ট মনে হত না।

www.MurchOna.com

জেলখানায় বসে অনিমেষ খবর পেল মহাদেবদা নিহত হয়েছেন। উত্তরবাংলা থেকে কলকাতায় এসে বেলেঘাটার এক গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এ খবর ফাঁস হয়ে যায়। মাঝ রাতে পুলিশ তাঁকে বন্দি করে। খবরটা এই রকম, তাঁকে ভ্যানের মধ্যেই মেরে ফেলা হয়। আবার এও শোনা যাচ্ছে, গড়ের মাঠে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে বলা হয়। হতবুদ্ধি হয়ে তিনি যখন এগোচ্ছিলেন তখন পেছন থেকে গুলি করে তাঁকে মেরে ফেলা হল। বেশ দেরিতে পাওয়া খবর, কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারল মহাদেবদার মৃত্যুর জন্যেই পুলিশ তার ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

এখনও নাকি পুলিশ বনাম নকশালদের সংঘর্ষ চলছে। ডেবরা, গোপীবল্লভপুর কিংবা বরানগর সিঁথির নাম শোনা যাচ্ছে। এ সবই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ভারতবর্ষে এই আন্দোলন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যাঁরা গলাকাটা আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের পুলিশ হয় হত্যা করেছে নয় করছে। আর যাঁরা এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নন তাঁদের বিভিন্ন জেলে ছুড়ে ফেলছে। এরকম ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন হয়নি। প্রতি সপ্তাহে হিন্দি ছবি মুক্তি পাচ্ছে এবং লোকে তাই দেখার জন্যে স্বচ্ছন্দে লাইন দিচ্ছে।

অনিমেষ বুঝতে পারছে বিরাট ভুল হয়ে গেছে। নিজেদের প্রস্তুত না করে, দেশের মানুষকে সঙ্গী না করে শুধু মাত্র বুকভরা উত্তেজনা এবং বিদেশি শ্লোগানকে পাথেয় করে তারা সত্যিই হঠকারিতা করে ফেলেছে। সে এখনও মনে করে এ-দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছ থেকে কোনও কিছু আশা করার নেই। এই রাজনৈতিক কাঠামোয় তারা শুধু একটা লেবেল-আঁটা পার্টিমাত্র। সেই দলে না থেকে সে ঠিক কাজই করেছে। কিন্তু তার পালটা পথ বেছে নিয়ে তারা যেভাবে এগিয়েছিল সেটাও গোলকধাঁধায় শেষ হল। প্রতিটি প্রদেশের মানুষের মানসিকতা জীবনযাত্রা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। এদের প্রত্যেককে একটা সুতোয় বাঁধতে পারা আকাশকুসুম কল্পনা। এ সব তথ্য নতুন নয়, আগেও জানা ছিল। কিন্তু উত্তেজনা মানুষকে অন্ধ করে। তখন মনে হয়েছিল প্রয়োজন বুঝতে পারলেই মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে তাদের সঙ্গী হবে। ব্যর্থ তারাই, কারণ দেশের মানুষকে তারা বোঝাতে পারেনি।

অবসাদ আর অবসাদ। নিজের শরীরের দিকে তাকালে অবসাদে আচ্ছন্ন হতে হয়, নিজের দেশের দিকে তাকালেও একই অবস্থা। অনিমেষের মাঝে মাঝে তাই মনে হচ্ছে তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও পার্থক্য নেই। এ ভাবে লেংচে লেংচে পাছা ঘষটানি দিয়ে চলছে দেশটা। তাকে দাঁড় করাবার কোনও ওষুধ কারও জানা নেই, আবার এই মুহূর্তে সে মরবেও না। এই জেলের নকশালপন্থী ছেলেদের অনেকেই তার মতন বিমর্ষ। কিন্তু কেউ কেউ এখনও খুব সিরিয়াস ভাবনাচিন্তা করে। তবে যত দিন যাচ্ছে তত ওরা ওকে এড়িয়ে থাকছে। তার শরীরের এই অবস্থায় সে যে কোনও সাহায্যে আসতে পারবে না এ-কথা ওরা বুঝেই তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করছে না। তা ছাড়া নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয়েছিল তার ভুলভ্রান্তিগুলো নিয়ে এরা আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়।

মাসের পর মাস চুপচাপ চলে যাচ্ছে। খুব কম ছেলের নামে কোর্টে কেস উঠেছে। বেশির ভাগই থাকছে বিনা বিচারে। নাম পালটে পালটে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারছে জেল কর্তৃপক্ষ। সেই প্রথম দিকে অনিমেষকে একবার কোর্টে তোলা হয়েছিল। কোনও কথা বলতে দেওয়া হয়নি, সে সুযোগও ছিল না। আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখার আইন নেই। কিন্তু এ দেশে একটা আইন করলেই তার একশোটা ফাঁকা রাখা হয়। তাই একবার কোর্টের মুখ দেখে অনন্তকাল এখানে বাস করতে হতে পারে।

তা ছাড়া এ ব্যাপারে অনিমেষের নিজস্ব কোনও তাড়াহুড়ো নেই। এই সেল থেকে বেরিয়ে সে কোথায় যাবে ? যে মুখ প্রথমেই মনে পড়ে তা মাধবীলতার। মাধবীলতার কথা ভাবলেই এখন তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটা তীব্র অপরাধবোধ তাকে সারাক্ষণ বল্লমের মতো খুঁচিয়ে মারে। সে অতীতের ঘটনাগুলোকে খুঁটিয়ে ভেবেছে অনেকবার। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে মাধবীলতা কী দেখে তাকে ভালবেসেছিল ? অনিমেষ কোনও স্থির জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই জেনেও সে এক কথায় নিজের নিরাপদ আবাস ছেড়ে হোস্টেলে উঠে এল। অনিমেষ যখন প্রতিদিন ঘটনার আবর্তে পাক খাচ্ছে তখন মাধবীলতা স্থির হয়ে তার অপেক্ষায় ছিল। সামনে কোনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই, অতীতটাকে নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে এ ভাবে থাকতে মেয়েরাই পারে। শান্তিনিকেতনের সেই রাতে অনিমেষ কি একটুও সংযত হতে পারত না ? চিরকালের জন্য মাধবীলতাকে সে অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে দিল! এবং

www.MurchOna.com

সবশেষে অনিমেষের কাছ থেকে খবর আদায় করতে পুলিশ সেই মাধবীলতার ওপরই অত্যাচার করেছে কিন্তু মাধবীলতা মুখ খোলেনি। ভালবাসা হয় সমানে সমানে। কিন্তু অনিমেষ বুঝতে পারছিল সে প্রতিটি স্তরে মাধবীলতার কাছে হেরে যাচ্ছে। এখন একটা দীর্ঘ দৌড় প্রতিযোগিতায় মাধবীলতা তাকে ছাড়িয়ে এত দূরে এগিয়ে গেছে যে তার পক্ষে আর ওকে ধরা সম্ভব নয়। মাধবীলতার কোনও খবর সে এখন জানে না। স্কুলের চাকরি আছে কি না, সন্তান স্বচ্ছন্দে ভূমিষ্ঠ হয়েছে কি না, তাকে নিয়ে সে এখন কোথায় আছে, কীভাবে আছে তা জানতে পারছে না সে। এই সামাজিক ব্যবস্থায় একটি কুমারী মেয়ে হঠাৎ মা হয়ে গেছে এই খবর সবাই কীভাবে নেবে তা জানা কথা। অনিমেষ সারা পৃথিবীর সামনে চিৎকার করে বলতে পারে যে মাধবীলতা তার স্ত্রী। কিন্তু যতক্ষণ না তাতে আইনের ছাপ পড়ছে ততক্ষণ মাধবীলতা কী করে লড়াই করছে? আর একটা চিন্তা আজকাল অনিমেষকে উত্তেজিত করছে। সে বাবা হয়ে গেল! তার রক্তের সৃষ্টি এখন পৃথিবীর বুকে। সে ছেলে কি মেয়ে তা জানা নেই এবং সে সুস্থভাবে জন্মেছিল কিনা তাও অজানা কিন্তু মায়ের পেট থেকে সে নিশ্চয়ই অনুভব করেছে তার বাবার জন্যে তার মাকে কীভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। এতটা দায় যে মেয়ে মুখ বুজে বয়ে চলেছে আজ জেল থেকে বেরিয়ে বাকি জীবনটার পাথর তার ওপর চাপিয়ে তাকে মেরে ফেলতে চায় না অনিমেষ। সেই কারণে তার কোনও তাড়াহুড়ো নেই, এখান থেকে বের হবার। জলপাইগুড়িতে গিয়ে বাবা এবং ছোটমায়ের সামনে এই অবস্থায় যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। বাবা বিলাপ করবেন। তাঁর সব আশা নির্মূল করে যে ছেলে নকশাল হয়েছে তাকে হয়তো তিনি ভর্ৎসনা করতে পারেন কিন্তু তাকে সেই কারণে পঙ্গু দেখলে তাঁর আক্ষেপ অসহনীয় হয়ে উঠবে। না, নিজের দায় কারও ওপর চাপিয়ে দেবে না সে। কিন্তু এরা যদি তাকে ছেড়ে দেয়, যদিও সে সম্ভাবনা নেই, তবু, তা হলে সে কোথায় যাবে?

জেলে বসে অনিমেষ টের পায়নি কিছু। একদিন আচমকা চারধারে পাগলাঘণ্টি বাজতে লাগল। অনিমেষ শুয়েছিল। শব্দ শুনে কোনওরকমে হামা দিয়ে দিয়ে সে দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। বাইরে মানুষ পাগলের মতো ছুটছে। বোমা পড়ছে ও পাশে। ছেলেরা দৌড়চ্ছে গেটের দিকে। এখান থেকে সামনের পুকুরটা দেখা যায়। অনিমেষ দেখল তিন চারটে পুলিশ দৌড়ে সেই পুকুরে ঝাঁপ দিল। তারপর ডুব দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে হাস্যকর ভাবে। মৃত্যুভয় এখন ওদের চোখে মুখে। অনিমেষের মাথায় একটা চিন্তা চলকে উঠল। তা হলে কি বিপ্লব শুরু হয়ে গেল? জেল ভেঙে বন্দিদের উদ্ধার করা হচ্ছে? ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। বাইরে তখন চেঁচামেচি, সবাই অকস্মাৎ ছাড়া পাওয়ার রাস্তাটা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছে। অনিমেষ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল সামনে যে যাচ্ছে তাকেই। ওদের সেলে তালা দেওয়া থাকে না, বোধহয় পঙ্গু বলে তালা খরচ করতে চায় না কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বাইরে থেকে আটকানো থাকে দরজাটা। অনিমেষের ডাক কারও কানে যাচ্ছে না। অথচ এই রকম একটা মহান সময়ে সে যোগ দিতে পারছে না এই কষ্ট অনিমেষকে পাগল করে তুলছিল। বারংবার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সে। নিজের শরীরের কথা এই মুহূর্তে তার মাথায় ছিল না, তাকে ছেড়ে দিলে ওই গেট অবধি পৌঁছতে হয়তো তার এক ঘণ্টা লেগে যেতে পারে—এই বোধ কাজ করছিল না।

হঠাৎ গুলির শব্দ কানে এল। পর পর কয়েক রাউন্ড এবং খুবই কাছে। কয়েকটা আর্তচিৎকার শোনা গেল। এবং আচমকা বাইরের ছুটোছুটি থেমে গেল। যারা রাস্তা পার হতে পারেনি তারা যেন কে আগে সেলে পৌঁছাতে পারবে এইভাবে ফিরে আসতে লাগল। এখন আর বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু গুলি চলছে মাঝে মাঝে। তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। একটুও আওয়াজ নেই কোথাও। পুকুরে যে পুলিশগুলো ডুবছিল আর ভাসছিল তারা ক্রমশ মাটিতে উঠে এল। ইউনিফর্ম সম্পূর্ণ সিক্ত কিন্তু হঠাৎ তাদের চেহারা যেন পালটে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে তারা ছুটে গেল অফিস ঘরের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামনের লনটা পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেল।

দরজায় সেঁটে থাকা অনিমেষ ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ল। না, এটা কোনও বিপ্লব নয়, বিক্ষিপ্তভাবে জেল ভেঙে পালাতে চাইছিল কিছু ছেলে। কিন্তু কোথায় পালাতে চাইছিল? এই জেলের বাইরে যে ভারতবর্ষ সেটা কি এই জেলের চেয়ে নিরাপদ! সেখানে কি ওদের কেউ চিরকাল আশ্রয় দেবে? সারা দেশ যেখানে শীতল হয়ে রয়েছে সেখানে কয়েকটা কাঠকয়লার আগুনের কী মূল্য আছে!

এখন সেলে সেলে চিৎকার চলছে। পুলিশরা দল বেঁধে প্রতিটি সেলে ঢুকে বদলা নিচ্ছে। বন্দিদের যন্ত্রণায় এখন জেলের প্রতিটি দেওয়াল কাঁপছে। সামনের বারান্দায় বুটের শব্দ হল। তিনজন

www.MurchOna.com

এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। একজন বলল, 'না, এরা বের হয়নি। তা ছাড়া একজন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্‌ড আর একজন পাগল।'

দ্বিতীয়জন থুতু ফেলল, 'সো হোয়াট ? এরা সব এক রক্তের। আজ কাউকে স্পেয়ার করব না।'

শব্দ করে দরজা খুলে গেল। দরজা খুললেই অনিমেষের সঙ্গী, হাঁ করে খাওয়ার অভ্যেসটুকু তার হয়েছে। কুঁকড়ে পড়ে থাকা অনিমেষ দেখল একটা লাঠি ছেলেটিকে নির্মমভাবে আঘাত করল। অন্য দুটো তার দিকে এগিয়ে আসছে।

চুয়াল্লিশ

সেদিন যারা গা ঢাকা দিতে পেরেছিল তারা খুব সামান্য সময়ের জন্যেই মুক্তির আনন্দ পেয়েছিল। আনন্দ শব্দটা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে অনিমেষের দ্বিধা আছে। সব সময় পুলিশের ছায়া পেছনে ঘুরছে, প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে—এই রকম পরিস্থিতিতে কি জেলের বাইরের খোলা আকাশ আনন্দের হয়! যারা ধরা পড়ছে এবং জেলে ফেরত আসছে তাদের অবস্থা কী হতে পারে তা অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু যারা জেলেই পড়েছিল তাদের ওপর আক্রোশ মিটিয়ে নিয়েছে পুলিশ।

অনিমেষের পাশে দীর্ঘ-সময় পড়েছিল ছেলেটি। তার পশ্চাদ্দেশ রক্তাক্ত। মোটা রুল সেখানে প্রবেশ করিয়ে শাস্তি দিয়ে গেছে ওরা ছেলেটিকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল ছেলেটি। কাটা ছাগলের মতো ছটফট করেছিল, কিন্তু সামান্য বাধা দেবার মতো মানসিকতা ছিল না ওর। এমনকী এত বড় আঘাত যে ও তারপরে টের পাচ্ছিল বলে মনে হল না অনিমেষের। একটা গাছও বোধহয় ওর চেয়ে বেশি অনুভূতিশীল হয়ে থাকে।

পঙ্গু বলে হয়তো অনিমেষের ওপর এই বীভৎস আক্রমণটি করেনি। কিন্তু বেধড়ক পিটিয়ে গেছে ওরা ওকে। কপালের আঘাত ফুলে চোখ ঢেকে দিয়েছে। একটা দাঁত থুতুর রং পালটে বেরিয়ে এসেছিল। ওরা চলে গেলে অনিমেষ অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়েছিল। তারপর মুখের রক্ত মুছে ছেলেটিকে দেখল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অর্ধ নগ্ন শরীরটা তিরতির করে কাঁপছে। দু হাতে হামা দিয়ে অনিমেষ ছেলেটির পাশে গিয়ে গায়ে হাত রাখল, 'এই, এই যে, শুনছ—।'

এই ঘরে ওরা যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিন থেকেই অনিমেষ জানে ওর সঙ্গে কথা বলে কোনও লাভ হবে না। একটা মানুষের চোখের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায় এমন করে তা সে কখনও জানত না। এই ঘরে পায়খানা করে ফেললে রোজ দরজায় বসে অনিমেষকে চিৎকার করে পাহারাদারদের নজর কাড়তে হয়। কিন্তু তবু আজ ওর আঘাত দেখে সে না ডেকে পারল না। ছেলেটির কাঁপুনি কমছিল না। অনিমেষ ওর পাজামা টেনেটুনে ভদ্রস্থ করে চুপচাপ বসে থাকল।

কী হল ? হয় পঙ্গু নয় শরীর থেকে বোধবুদ্ধি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে ক্লীবের মতো বেঁচে থাকা—জীবনের এই পরিণতি শেষ পর্যন্ত ? এমন যদি হত বিপ্লবের চূড়ায় পৌঁছাতে ওরা সিঁড়ির কাজ করেছে, পরের মানুষেরা সেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাবে তা হলে নিজেদের এতটা অসাড় বলে মনে হত না। পুলিশ-খুনের চেষ্টার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনও খবর তার কাছে নেই। এর মধ্যে একজন এসে জানতে চেয়েছিল সে কোনও উকিলের সাহায্য চায় কি না। অনিমেষ পরিষ্কার না বলেছে। নিজের কথা তার চেয়ে কোনও উকিল ভাল করে বলতে পারবে না। প্রথম দিকে সে একটা উত্তেজনায় ভুগত। কাঠগড়ায় যদি তাকে বিচারক জিজ্ঞাসা করেন সে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেবে। এই বিচারব্যবস্থার সুস্থতা সম্পর্কে সে স্পষ্ট অভিযোগ জানাবে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত এই উত্তেজনাকে তার ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে। ধরা যাক, সরকারি উকিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ে সে মুক্তি পেল। তখন সে কোথায় যাবে ? বাকি জীবনটা সে কী ভাবে কাটাবে ? তার চেয়ে এই ভাল। কোনওরকম পালটা জবাব সে দেবে না। যদি তার যাবজ্জীবন জেল হয় এখন সেটাই তার পক্ষে মঙ্গল। এইরকম বিষাদে সে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছিল। শারীরিক অক্ষমতার সঙ্গে এক ধরনের মানসিক ক্লীবতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাঝে মাঝেই তার মাথায় অন্য সব চিন্তা আসতে লাগল। কোর্টে পুলিশ তার কেস তুলছে না। ঠিক যে ভাবে ওর সঙ্গী ছেলেটিকে ফেলে রাখা হয়েছে ওকেও যেন ওরা তেমনি দেখছে। নিজেকে এইরকম ছেঁড়া কাগজের মতো দেখতে যখন অসহ্য লাগে তখনই মরে যাওয়ার কথা মনে হয়। এই

www.MurchOna.com

ঘরে বাস করে আত্মহত্যা করার আপাতত কোনও সুযোগ নেই। গলায় দড়ি কিংবা বিষ খাওয়ার কোনও উপায় নেই। আত্মহত্যার কথা মনে হলেই যার মুখ চোখের সামনে ভাসে তাকে অনেক কষ্ট করে মন থেকে সরাতে চাইছে সে। সেই মুখ যেন তার হয়ে বলে, ছিঃ! তুমি তো এত দুর্বল নও অনিমেষ।

তখনই হো-হো করে হেসে ওঠে অনিমেষ জেলের ঘরে বসে। শেষের দিকে হাসিটা ভেঙে যায়। গলা বন্ধ হয়ে যায়। দুর্বল কাকে বলে ? যে লড়তে পারে না, যার সর্বস্ব কেড়ে নিলেও প্রতিবাদের সামান্য ক্ষমতা যে ধরে না সে কি দুর্বল নয়! এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে যাকে হাঁটতে হয় তার বল কোথায় ? এমনকী আত্মহত্যা করার মতো শক্তিও তার নেই। এই সব ভাবনা মাথায় এলেই সে ছটফট করে। মনে হয় ক্রমশ উন্মাদ হয়ে যাবে। একদম বোধশূন্য হয়ে যাওয়া বরং ভাল। পৃথিবী সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকে না তা হলে। কিন্তু তা হচ্ছে না যখন তখন অনিমেষ কী করত সে জানে না যদি পাশের ছেলেটি এরকম আহত না হত।

একটু একটু করে ছেলেটি ওর ওপর নির্ভর করতে শিখল। ওর সঙ্গে কথা বলে অনিমেষের সময় কেটে যায়। এ এক মজার খেলা। অনিমেষ কথা বলতে শুরু করলে ছেলেটি চুপচাপ ওর দিকে চোখ মেলে বসে থাকে। যতক্ষণ না অনিমেষের মুখ বন্ধ হচ্ছে ততক্ষণ দৃষ্টি সরায় না সে। ক্রমশ এ এক নতুন খেলা হয়ে দাঁড়াল। সময় কাটানোর সমস্যা আর নেই। নিজের কথা, যা করার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু করা হল না, সেই সব কথা ছেলেটিকে বলত অনিমেষ। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগলেও এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করত সে। একটা রক্তমাংসের মানুষ তার কথা শুনছে। ছেলেটির কোনও প্রতিক্রিয়া হত না, তবু মানুষ তো! এইরকম একদিন কথা বলতে বলতে হেসে ফেলল অনিমেষ। এই ছেলেটি যেন গোটা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে তার সামনে বসে রয়েছে। যে যাই বলুক, যার কোনও কিছুতেই এসে যায় না।

জেলে বসে সময়ের হিসেব রাখা মুশকিল। মাঝে মাঝে অনিমেষেরই হিসেব গুলিয়ে যায় ঠিক কত বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে জেলের কর্তা এসে অনিমেষকে বলেছিল, 'মুক্তি পেলে কোথায় যাবেন ?'

'মুক্তি, পাচ্ছি নাকি ?'

'বলা যায় না, যা তোড়জোড় চলছে, পেলেও পেতে পারেন।'

অনিমেষ লোকটির দিকে তাকাল। শুধু পোশাক একটা মানুষের চেহারা পালটে দেয়। এই কয় বছরে এই লোকটি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে না। লোকটি আবার বলল, 'এখন কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে করতে পারেন। তেমন ইচ্ছে থাকলে আপনি তাদের চিঠিতে জানিয়ে দিন।'

'কী হবে দেখা করে ?'

'সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আপনার এই শারীরিক অবস্থায় জেলের বাইরে যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্যেই যোগাযোগ করা দরকার।'

'আমি কারও দায় হতে চাই না।'

'প্রতিবন্ধীদের জন্যে একটা আশ্রম আছে। সেখানে নানা হাতের কাজ শেখানো হয় তাদের জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। সেখানে যাবেন ?'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'বাঃ চমৎকার। একটু দেখুন না আমার জন্যে।'

সরকার পালটে গেছে এর মধ্যে। অনিমেষ জানল ভারতবর্ষ এখন চুপচাপ, শান্ত। কোনও শোক নেই কিংবা আফশোস। কোথাও আনাচে কানাচে যারা একদা স্বপ্ন দেখত তারা বেঁচে মরে আছে অথবা তাদের অস্তিত্ব আর তেমন জোরদার নয়। পশ্চিমবাংলার মানুষ বিপুল ভোটে বামপন্থীদের নির্বাচিত করেছে। নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের ওপর দেশের মানুষ তাদের আস্থা জানিয়েছে। অনিমেষদের প্রচার এবং বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এখন আর কেউ ভাবে না। জেলের ভেতরে যারা গোপনে গোপনে এখনও আশা রাখত তারা ভেঙে পড়ল।

অনিমেষের কিন্তু এই খবরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তবে নতুন মন্ত্রিসভা দায়িত্ব নিলে সে একটা নাম দেখে ঈষৎ চমকে উঠেছিল। পরে হেসে ফেলেছিল শব্দ করে। সুদীপ মন্ত্রিসভায় একটি ভাল জায়গা পেয়েছে। বিমান নয়, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারির থেকে অনেক ধাপ এগিয়ে সুদীপ চুরুট মুখে পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী হয়ে বসেছে। অনিমেষের মনে পড়ল,

www.MurchOna.com

সুদীপের মধ্যে একটা পরিকল্পিত ভাবনা সব সময় কাজ করত। কীসে বেশি লাভ হয় কিংবা কোন ঘটনা বেশি প্রচার এনে দেবে এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটিতে সে বিমানের থেকেও সজাগ ছিল।

হঠাৎ জেলের মধ্যে একটা উৎসবের মেজাজ এসে গেল। নতুন সরকার নাকি রাজনৈতিকভাবে নকশাল বন্দিদের মোকাবিলা করবেন। বাইরে এখন বন্দিমুক্তি আন্দোলন চলছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিছু কিছু নকশালপন্থীদের তাঁরা মুক্তি দেবেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন এতদিনে জেলে বন্দি থেকে নকশালপন্থীদের যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিংবা এদের মেরুদণ্ডটি ভেঙে দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর জেলে রাখার দরকার নেই। কীভাবে কখন মুক্তি দেওয়া হবে তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিল। আদালতে যে সব মামলা চলছিল তা সরকারপক্ষ তুলে নেবার সিদ্ধান্ত করলেন। সরকারের এই উদারতায় নানান মহলে নানান প্রতিক্রিয়া হলেও বন্দিরা স্বাভাবিকভাবে খুশি হল।

এর মধ্যে জেলের সেই কর্তাব্যক্তি অনিমেষের কাছে এসেছিলেন। ভদ্রলোক যে কেন অনিমেষকে পছন্দ করছেন তা সে বুঝতে পারে না। এসে বললেন, 'ব্যস, হয়ে গেল। আপনাদের জেলবাস পর্ব সমাপ্ত।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'কোনও মানে হয় না। ধরলই বা কেন আর ছাড়ছেই বা কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এত মানে খুঁজতে চান কেন? যা ঘটছে তাই মেনে নেওয়া ভাল। আমি এসেছিলাম আপনাকে দুটো খবর দিতে। এক ভদ্রমহিলা প্রায়ই আসছেন আপনার খবরা-খবর নিতে। আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না জেনেও তিনি বিরত হননি। গতকাল এসে জানতে চাইছিলেন যে আপনি কবে মুক্তি পাবেন।'

'আপনি কী বললেন?' শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ।

'আমাদের কাছে কোনও সঠিক খবর আসেনি। আমি সামনের সপ্তাহে ওঁকে আবার খবর নিতে বললাম।' তারপর একটু হেসে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তা হলে জিজ্ঞাসা করছি, উনি আপনার কে হন?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'ছেড়ে দিন এ সব কথা। আর একটা খবর কী যেন বলছিলেন? আর কেউ আমার খবর নিতে আসছে নাকি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না না। আর কেউ আসেনি। আমি একজনের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আশীর্বাদ আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কার কথা বলছেন?'

'দীপকের মা।'

'দীপক?' অনিমেষ অবাক হয়ে ডান দিকে তাকাল। এই ছেলেটির নাম যে দীপক তা ওর মনেই ছিল না। এখনও দীপকের মা প্রতি সপ্তাহে আসেন। ওকে তখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলা ছেলেকে খাইয়ে যান কাঁদতে কাঁদতে। কিন্তু তিনি কোন কারণে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন? এই বোধবুদ্ধিহীন ছেলেটি একটি নামের অধিকারী তা-ই খেয়াল ছিল না অনিমেষের।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার কথা ওঁকে আমি বলেছি। আপনারা এক ঘরে থাকেন এবং আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেন ওর সাড়া না পেয়েও। একমাত্র আপনি যখন কথা বলেন তখন ওর দৃষ্টি খানিকটা স্বচ্ছন্দ হয়। এ সব শুনে মহিলা আপনার কথা জানতে চাইছিলেন। শোনার পর আপনার সঙ্গে কথা বলতে তিনি খুব আগ্রহী। যখন জানলেন যে আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান না তখন আমাকে ওই কথাগুলো জানাতে বললেন।'

অনিমেষ হাসল। এ ছাড়া সে আর কী করতে পারে। তার নিজের শরীরের যা অবস্থা তাতে এ-কথা স্পষ্ট যে সে কোনওদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই অবস্থায় ছেলেটির কোনও উপকারেই সে আসতে পারে না। কথা বলছে নিজের প্রয়োজনে। একা মুখ বন্ধ করে থাকলে সে এতদিনে পাগল হয়ে যেত।

কিন্তু তার পরের দিনই যে এমন চমক ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কল্পনাতেও আসেনি তার। দুজন সিপাই সাতসকালে ওদের সেল থেকে বের করে নিয়ে এল বাইরে। অনিমেষকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দুটো পা ঝুলে পড়ছে। সঙ্গী ছেলেটি, যার নাম দীপক, হাঁটছিল উদাস পায়ে।

অফিস ঘরে বসার পর ওদের খবরটা জানানো হল। সরকার দয়াপরবশত ওদের বিরুদ্ধে আনীত সব রকম অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এবং সেই সঙ্গে আশা করছেন ভারতবর্ষের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে তারা বাকি জীবনটা কাটাবে।

www.MurchOna.com

মুক্তি! খবরটা শুনে অনিমেষের একটুও উত্তেজনা হল না। এই মুক্তি নিয়ে কী হবে! এতদিন মনে মনে এই দিনটির আশঙ্কা করেছিল সে। এখন সে কী করবে? চোখ বন্ধ করল অনিমেষ। এ ভাবে সে মুক্তি চায়নি কখনও। দীপকেরও এই খবরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। আর হাজারটা শব্দের মতো মুক্তি শব্দটার আলাদা কোনও মানে নেই ওর কাছে। শূন্যদৃষ্টি মেলে সে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষের গা ঘেঁষে। এই জিনিসটি সম্প্রতি ওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় কোনও মানুষ এলে তার অস্তিত্ব বোধহয় অনুভব করে দীপক। কারণ সেই সময় সে অনিমেষের কাছছাড়া হতে চায় না। ব্যাপারটা ওর পরিবারের লোকের জানা দরকার। দীপকের চেতনা ফিরে আসবার একটা সূত্র হিসেবে এটাকে ডাক্তাররা কাজে লাগাতে পারেন।

কাগজপত্রে যখন তাদের মুক্তির ব্যাপারটা আইনসম্মত করা হচ্ছিল তখন সেই ভদ্রলোক এলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'না।'

'কিন্তু কোথাও তো যেতে হবে।'

'দেখি। এখান থেকে বের হয়ে তারপর ভাবব।'

'বুঝলাম। কিন্তু আপনি তো একজন সুস্থ মানুষের মতো ঘুরে বেড়িয়ে ভাবতে পারবেন না। আমি আপনার হয়ে সেই আশ্রমে খোঁজ নিয়েছিলাম।'

'কোন আশ্রমে?'

'প্রতিবন্ধীদের। আপনাকে বলেছিলাম।'

'ও হ্যাঁ, সেখানে যাওয়া যাবে?'

'যাবে। কিন্তু এই মাসটা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'এই মাসটা!'

'হ্যাঁ, আর মাত্র আট দিন আছে মাস শেষ হতে। এই ক'দিন আপনি যদি দীপকের সঙ্গে থাকেন তা হলে ওর মা খুব খুশি হবেন।'

'দীপকের সঙ্গে?' অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। দীপকের সঙ্গে তার থাকার কথা ওঠে কী করে? সামান্য পরিচয় যেখানে নেই। সে ঘাড় নাড়ল, 'না, তা হয় না।'

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকালেন, 'বেশ, যা ভাল বোঝেন করবেন। আশ্রমের ঠিকানাটা দিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু দীপকের মাকে এড়াতে পারল না অনিমেষ। এক একজন বয়স্কা মহিলা আছেন যাঁদের চেহারা এবং কথায় এমন এক স্নেহময়ী জননী-জননী ভাব থাকে যে তাঁদের মুখের ওপর কটু কথা বলা যায় না। দীপকের মা সেই রকম একজন। তিনি ওর হাত ধরে বললেন, 'বাবা, আমি জানি তোমরা খুব অভিমানী হও। কিন্তু আমার দিকে তাকাও। যে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর যাকে নিয়ে আমি আজ বাড়ি ফিরছি সে তো এক নয়। আমার তো পৃথিবীতে কেউ নেই, আমি কী নিয়ে থাকব?'

অনিমেষ জবাব দিল না। মহিলা তখনও ওর হাত ছাড়েননি। বললেন, 'আমি সব শুনেছি। তুমি না থাকলে আমার ছেলে মরে যেত।'

'না, এটা সত্যি নয়। আপনাকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'পৃথিবীর সব চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও মায়ের চোখকে কিছুতেই দিতে পারবে না। আমি এতদিন ধরে ওকে দেখতে আসছি, ও আমাকে একদিনও চিনতে পারেনি।' কেঁদে ফেললেন উনি। কিছুটা সময় লাগল সামলাতে, তারপর অন্য রকম গলায় বললেন, 'কিন্তু তোমার পাশে কেমন সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো।'

অনিমেষ হাসল, 'এটা একসঙ্গে থাকার অভ্যেস থেকে হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'যাই হোক, ও তো একটা পাথর হয়ে ছিল, এটুকু কম কী?'

অনিমেষ বলল, 'দীপক ভাল হয়ে যাবে।'

কথাটা বলেই কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য মনে হল। ভদ্রমহিলা সে-কথায় কান দিলেন না মোটেই। বললেন, 'তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন?'

অনিমেষ অস্বস্তির চোখে তাকাল, 'এ সব প্রশ্ন করবেন না। এই সময় আমি কোনও আত্মীয়স্বজনের বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তা ছাড়া—।'

'ঠিক আছে।' ভদ্রমহিলা ওকে থামিয়ে দিলেন, 'আমি তোমার কিছু জানতে চাই না। তুমি দীপকের সঙ্গে চলো। আমি জানব আমি দুই ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তোমরা দুজনে মিলে

www.MurchOna.com

আমার এক ছেলে হলে।'

অনিমেষ ভাববার সময় পেল না। ভদ্রমহিলার মধ্যে এমন তৎপরতা কাজ করছিল যে সে আর আপত্তি তুলতে পারল না। কোনও পরিচিত বাড়িতে গিয়ে তাদের দয়ার ওপর নির্ভর করার চাইতে এটা অনেক বেশি শ্রেয় বলে মনে হল ওর। সে নিজে যাচ্ছে না, তাকে উনি আগ্রহ ভরে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজের ছেলের সঙ্গে একই মমতায় যতক্ষণ উনি তাকে দেখবেন ততক্ষণ কোনও অস্বস্তির কারণ হবে না। তা ছাড়া এই ক'টা দিন চলে গেলেই সে আশ্রমে যেতে পারবে। ততদিন তো মাথার ওপর একটা ছাদ দরকার।

ব্যবস্থা ভদ্রমহিলাই করলেন। দুজন সিপাই ওকে ধরে নিয়ে এল বাইরে। সেখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। খুব পুরনো আমলের বৃদ্ধ গাড়ি। তার ড্রাইভারও গাড়ির চেহারার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। অনিমেষের সঙ্গে সঙ্গে দীপক হেঁটে এল। ভদ্রমহিলা এক হাতে অনিমেষকে অন্য হাতে দীপককে ধরে রেখেছেন। গাড়িতে ওরা ওকে তুলে দিয়ে ফিরে গেল। ভদ্রমহিলা দীপককে উঠতে বললে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'খোকা ওঠ, গাড়িটা চিনতে পারছিস না?'

দীপক কথাগুলো শুনল বলে মনেই হল না। তিন-চারবার ডেকে ব্যর্থ হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী করি বলো তো বাবা!'

সিটের ওপর হেলান দিয়ে বসতে পেরেছিল অনিমেষ। এবার ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে সে দীপককে ধরল, 'এই, গাড়িতে উঠে এসো।' দুবার ডাকতে দীপকের দৃষ্টি এদিকে ফিরল। অনিমেষ শক্ত হাতে ওকে টানতেই ছেলেটি গাড়ির ভেতরে ঝুঁকে পড়ল। তারপর কোনওরকম দ্বিরুক্তি না করে উঠে বসল। খুব খুশি হলেন ভদ্রমহিলা, 'দ্যাখো তো, তোমার কথা কেমন শোনে ও।'

ছেলেটি সোজা হয়ে সিটে বসেছিল, তার একপাশে অনিমেষ, অন্যদিকে ভদ্রমহিলা। অনিমেষের সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে কিছুই ছিল না। জেল থেকে বের হবার সময় সেই ভদ্রমহিলার আনুকূল্যে একটু ভদ্রস্থ হয়ে বেরোতে পেরেছে এই যা। কিন্তু গাড়ির সিটে বসে ওর নিজেকে খুব কুঁজো মনে হচ্ছিল। সে তুলনায় দীপক অনেক খাড়া। জেলের সীমা চাড়িয়ে গাড়িটা বড় রাস্তায় পড়লে অনিমেষ অনেক পাখির ডাক শুনতে পেল। বেশ নির্জন রাস্তা। কলকাতা বলেই মনে হয় না। একেই কি কপাল বলে? অনিমেষ নিজের কথা ভাবছিল। এতদিন পরে জেল থেকে বেরিয়ে যাদের সঙ্গে সে যাচ্ছে তাদের কাছে যাওয়ার কোনও কথাই ছিল না। তবুও যেতে হচ্ছে। যাচ্ছে কিছুটা পালিয়ে যাতে অন্য সবাই রক্ষা পায়। বিবেক বা চক্ষুলজ্জার সুযোগ নিতে সে কিছুতেই চায় না। তার চেয়ে পথের আলাপ পথেই রেখে যাওয়ার মতন এই ভদ্রমহিলার বাড়িতে ক'টা দিন চোখ বুজে কাটিয়ে দেওয়া বরং ঢের ভাল। রেসকোর্সের পাশ দিয়ে গাড়ি সোজা এগিয়ে এল রবীন্দ্রসদনের সামনে। দূর থেকে রঙিন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, কলকাতা একইরকম রয়ে গেছে। কোনও বড় শিল্পীর অনুষ্ঠান হবে নিশ্চয়ই, না হলে এই সকালবেলায় এত বড় লাইন পড়ে!

ল্যান্সডাউন রোডে যে বাড়িটায় ওরা ঢুকল সেটাই যে দীপকদের বাড়ি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গেট পেরিয়ে বিরাট লন, বাগান এবং তার পাশে ধবধবে সাদা একটা দোতলা বাড়ি। নুড়ি পাথরের রাস্তা ঘুরে গাড়িটা এসে দরজায় দাঁড়াতেই দু'তিনজন ঝি-চাকর ছুটে এল। দীপকের মা নামলেন গাড়ি থেকে। অনিমেষ লক্ষ করল এর মধ্যেই ওঁর ভাবভঙ্গিতে একটা দৃঢ় মর্যাদাবোধ যোগ হয়েছে। গম্ভীর গলায় বললেন, 'একটা ইজিচেয়ার নিয়ে আয় আগে।'

চাকর মুখের দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল কথাটা শুনে, উনি এবার ধমক দিলেন। ইজিচেয়ার আসতেই গলা নরম করে উনি বললেন, 'অনিমেষ তুমি আগে নামো। ওরা তোমাকে ধরুক।'

কর্মচারীরা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। খুব সন্তর্পণে এরা অনিমেষকে নামিয়ে ইজিচেয়ারে শোওয়াল। কিন্তু মুশকিল হল দীপককে নিয়ে। সে তেমনি খাড়া হয়ে বসেই আছে। শত ডাকেও তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। অনিমেষ তিন-চারবার ডাকলেও সে তাকাল না। এবার ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে ওর হাত ধরলেন, 'নেমে আয় খোকা। নিজের বাড়িতে এসেছিস তুই, আয় বাবা।' দীপকের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না কথাগুলোয়। ভদ্রমহিলা একটু ভেবে নিয়ে চাকরদের বললেন, 'ওকে জোর করে নামা গাড়ি থেকে।'

www.MurchOna.com

এবার একটা কাঠের পুতুলের মতো নেমে এল দীপক ওদের হাতে। নেমে এসে যেন কিছুটা সহজ হল কারণ অনিমেষের ইজিচেয়ারের পাশ ঘেঁষে সে দাঁড়াল। ইজিচেয়ার নিয়ে চাকররা চলতে আরম্ভ করলে সেও সঙ্গ ধরল। দীপকের মা বললেন, 'দেখলে অনিমেষ, ও তোমার কেমন বশ মেনেছে।'

অনিমেষ বুকে ভার বোধ করল। ভদ্রমহিলা প্রতিমুহূর্তে তাকে জড়াবার চেষ্টা করছেন। এটা সে চায় না কিন্তু এখন সে-কথা বলার সময় নয়।

সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি। দোতলায় উঠে যে ঘরটায় ইজিচেয়ার নামাল সেখানে দুটো সুন্দর খাট, চেয়ার এবং ঘরের দেওয়ালে কালীঘাটের পটের দুটো ছবি টাঙানো। ঝি চাকরদের কাজ করতে যেতে বলে দীপককে ওর মা প্রায় জোর করেই একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'অনিমেষ তুমি একটু জিরিয়ে নাও, তারপর হাতমুখ ধুয়ে নেবে।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'বাঃ, ব্যস্ত হব না। অ্যাদ্দিন পরে ছেলে এল আর আমি ব্যস্ত হব না।' কথা শেষ করতেই ডুকরে উঠলেন ভদ্রমহিলা। এবং শেষ পর্যন্ত কান্নাটা আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। অনিমেষের কিছু করার নেই। সে দীপকের দিকে তাকাল। মায়ের কান্না দীপকের চোখে কোনও ছায়া ফেলছে না। স্থির চোখে সে সামনে তাকিয়ে আছে। এই সময় দরজায় থপথপ শব্দ হল। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অত্যন্ত বৃদ্ধা এক মহিলা খুব ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন। তারপর এগিয়ে এসে দীপকের গায়ে হাত রেখে বললেন, 'কাঁদছ কেন বউমা। ছেলে ফিরে এসেছে এখন কি কাঁদতে আছে। আহা, খোকা আমার কী রোগা হয়ে গেছে গো।'

দীপকের মা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে পারলেন, 'না মা কাঁদছি না। কাঁদব কেন? আমার এক ছেলে গেল আর দুই ছেলে ফিরল। একে দেখুন—এর নাম অনিমেষ। খোকাকে যে দেখাশুনা করত।'

বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা এবার শ্লথ পায়ে অনিমেষের কাছে এলেন, 'তোমার কথা শুনেছি বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'মঙ্গল যা করার তিনি করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'ওকথা বোলো না বাবা। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমাকে দ্যাখো না, স্বামীকে হারালাম তো ছেলেকে জড়িয়ে ধরলাম। ছেলেকে হারালাম তো নাতিকে জড়িয়ে ধরলাম। এবার নাতিকে—।' কথা শেষ না করে বললেন, 'আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়িনি বাবা। বউমা বলত খোকা নাকি আর কখনও স্বাভাবিক হবে না। আবার কালকে এসে বলল ও নাকি একমাত্র তোমার ডাকেই সাড়া দেয়। তবে?'

এবার দীপকের মা এগিয়ে এলেন, 'অনিমেষ, উনি দীপকের ঠাকুরমা।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে প্রণাম করব সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি আজকাল কোমর বেঁকাতে পারি না।'

'থাক বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। বউমা, এদের খাবার ব্যবস্থা করো।' অনিমেষ লক্ষ করল দীপকের মায়ের ব্যক্তিত্ব এই বৃদ্ধার কাছে কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে। তিনি মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বৃদ্ধা আর একটা চেয়ার নিয়ে ওর সামনে বসলেন। 'খোকা কি সত্যি তোমার ডাকে সাড়া দেয়?'

'ঠিক সাড়া নয়, তবে মাঝে মাঝে তাকায়।'

'খুব ব্রাইট ছেলে ছিল ও, দ্যাখো কী হল! প্রেসিডেন্সিতে পড়ত, হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করেছিল। ওর বাবাও খুব ভাল ছেলে ছিল। কিন্তু কখন যে কী হয়ে গেল। বাড়ি ফিরতে অনিয়ম করত। ওর মা বকা-ঝকা করলেও আমি বাধা দিতাম। বলতাম, খোকা কখনও কোনও অন্যায় করতে পারে না। তারপর একদিন ও আর বাড়িতে ফিরল না। কী দুশ্চিন্তা আমাদের! হাসপাতালের খবর নিই, আত্মীয়দের বাড়িতে খবর নিই। ঘরপোড়া গরু আমি—কিছুতেই মন মানে না। একটা সময় ওর চিঠি এল। দেশটাকে স্বাধীন করতে চাই, তোমরা আমার জন্যে চিন্তা কোরো না। কিছুই বুঝলাম না। দেশ তো স্বাধীন, তাকে আবার স্বাধীন করবি কি! সেই সময় পুলিশ এল বাড়িতে। সব তল্লাশি করে কাগজপত্র পেল। যাওয়ার সময় বলে গেল সে নাকি নকশাল হয়েছে। কাগজে তখন এ সব খবর সবে ছাপা হচ্ছে। বুক আমার হিম হয়ে গেল। নকশাল মানে জানি যারা পুলিশের গলা কাটে, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙে। আমাদের খোকা ও সব করছে? একদিন রাত্তিরে টেলিফোন এল খোকার। বলল, শত্রুরা নাকি তাদের ঘিরে ফেলেছে। পালাবার পথ নেই। তার মাকে বলল,

www.MurchOna.com

বারান্দায় ফুলের টবে নাকি বোমা লুকোনো আছে। সেগুলো নিয়ে ওর মা যদি আধঘণ্টার মধ্যে না পৌঁছতে পারে তা হলে ওরা মরে যাবে। আমরা দুজনে মিলে টব ভেঙে দেখলাম সত্যি সত্যি সুন্দর প্যাক করা কতগুলো বাক্স বের হল। ওর মা বলল সে যাবে। আমি বললাম, না, গেলে আমি যাব। কিন্তু কাউকেই যেতে হল না। বাড়ি থেকে বের হবার আগে পুলিশ এল। আমাদের টেলিফোন লাইনে যে আড়ি পাতা ছিল কে জানত! তারা এসে বোমাগুলো নিয়ে গেল। দু' তিনদিন বউমাকে থানায় যেতে হয়েছিল ওই জন্যে। খোকাকে নাকি পুলিশ সে রাত্রে উদ্ধার করেছে। কীরকম করেছে দেখতেই পাচ্ছ।' বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেললেন জোরে জোরে। তারপর হঠাৎ অনিমেষের হাত ধরে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলো তো বাবা, তোমরা কি নিজেদের ক্ষমতা জানতে না?'

অনিমেষ বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল। বিবর্ণ মণিদুটো তার দিকে স্থির হয়ে আছে। মুখময় অজস্র ভাঁজ। সময়ের রেখাগুলো এখন স্পষ্ট।

সে পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমরা বিশ্বাস করি এ ভাবে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়। রাজা নেই, বিদেশি শাসক নেই কিন্তু তাদের জায়গা নিয়েছে সামান্য কয়েকজন মানুষ, যাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ওপর ভারতবাসীর দিন কাটছে। আমরা একটা রাস্তা খুঁজতে চেয়েছিলাম যা আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে।'

বৃদ্ধ অসহিষ্ণু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীসের জোরে তোমরা এমন ভাবে কোনও কিছু চিন্তা না করে ঝাঁপিয়ে পড়লে?'

অনিমেষ আবার বলল, 'বিশ্বাস।'

'কিন্তু এই তো তার পরিণতি হল। খোকাকে দ্যাখো, কোনওদিন ও মুখ ফুটে কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ, তুমি কি কোনওদিন স্বাভাবিক হাঁটাচলা করতে পারবে? তবে? কী দাম এই রকম বিশ্বাসের?' বৃদ্ধা নাতির হাত ধরলেন।

এই প্রশ্নটা জেলে বসে অনিমেষ হাজার বার নিজেকে করেছে। হঠকারিতা থেকে কোনও সুন্দর সৃষ্টি হয় না। কিন্তু আজ এই সময়ের শিকার হওয়া মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে উত্তর দিতে একটুও অস্বস্তি বোধ করল না, 'বিশ্বাস যদি সত্যি হয় তা হলে অনেক অসাধ্যসাধন করা যায়। আমরা পারিনি কিন্তু তাই বলে কাজটা শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো সাময়িক ভাবে সেটা থেমে আছে। আমরা করতে চেয়েছিলাম বলেই ভুলগুলো ধরা পড়েছে। আমাদের আগে কেউ করেনি বলে অন্ধকারে পথ হাতড়াতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পরে যারা এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করবে তারা আমাদের ভুলগুলো থেকে অভিজ্ঞতা পাবে। ফলে তারা সফল হবেই।'

'কিন্তু আগুনে হাত দিয়ে তো তোমাদের হাত পুড়ল।'

'ঠিকই। তা থেকে মানুষ শিখল আগুনকে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। সেইটুকুই লাভ।'

বৃদ্ধা নড়েচেড়ে বসলেন, 'আমি এত সব বুঝি না। খোকার না হয় কিছু বোঝার শক্তি নেই কিন্তু তোমার আফশোস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। ভুলগুলো করলাম বলেই আফশোস হচ্ছে।'

অনিমেষের কথা শেষ হওয়া মাত্র পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। একটি মেয়ে হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল, পেছনে দীপকের মা। টেবিলে ট্রে নামানো হলে অনিমেষ দেখতে পেল একটা বড় কাচের বাটিতে জল আর তার পাশে ছোট তোয়ালে রাখা আছে। দীপকের মা বললেন, 'তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও অনিমেষ।'

জেলে বাস করে যে অভ্যাস হয়েছিল তার কাছে এই আপ্যায়নকে রাজসিক ব্যাপার বলা যায়। একটু সঙ্কোচের সঙ্গে অনিমেষ হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছলে মেয়েটি সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দীপকের মা তখন আর একটা ভেজা তোয়ালেতে দীপকের মুখ হাত পরম-যত্নে মুছিয়ে দিচ্ছেন। দীপক পাথরের মূর্তির মতো সোজা হয়ে বসে। তার চোখ অনিমেষের ওপর। হঠাৎ অনিমেষের মনে একটা নতুন চিন্তা এল। দীপক অভিনয় করছে না তো। সে সব বুঝে না বোঝার ভান করে নেই তো! কথাটা মাথায় আসতেই শরীর শিরশির করে উঠল তার। এবং কিছু না ভেবেই সে একটু ঝুঁকে দীপককে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলবে?'

ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে দীপকের ঠাকুমা চমকে উঠলেন, দীপকের মায়ের হাত থেমে গেল। সবাই দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে অথচ সেখানে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটল না। দীপক চোখ সরাল না, দৃষ্টি পালটাল না, শুধু ঠোঁট কেঁপে উঠল বলে অনিমেষের মনে হল। অনিমেষ ধীরে ধীরে ইজিচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিল।

www.MurchOna.com

দীপকের ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ ওকে জিজ্ঞাসা করলে কেন ?'

অনিমেষ বলল, 'আমার যেন মনে হল ও সব বুঝতে পারছে। কিন্তু না, আমার মনের ভুল।'

দীপকের মা বললেন, 'আমাদের পারিবারিক ডাক্তার একটু বাদেই আসবেন। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসা শুরু করব। তোমার কথাও ওঁকে ফোনে বললাম। তোমাকেও দেখবেন উনি।'

'কী লাভ হবে ?'

'এত হতাশ হচ্ছ কেন ? বলা যায় না, অপারেশন করে ওরা তোমাকে হয়তো স্বাভাবিক করে দিতে পারে।'

'না, আমি জানি তা কখনও হবে না।' কথাটা বলতে বলতে অনিমেষ ডান হাত দিয়ে নিজের পা ঠিক করতে গেল। বেকায়দায় পড়ায় সেখানে ব্যথা লাগছে। তলপেটের নীচের শরীরটা তার ইচ্ছে মতো চলে না। বসবার সময় যদি সেগুলো বেকায়দায় থাকে তখন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। ইজিচেয়ারে বসে থাকার দরুন বেশ কষ্ট হল পা দুটোকে স্বাভাবিক করতে। সে চাইছিল না দীপকের মা ব্যাপারটা বুঝে তাকে সাহায্য করেন।

এই সময় মেয়েটি খাবারের প্লেট নিয়ে ফিরে এল। টোস্ট, ডিম সেদ্ধ আর দুটো সন্দেশ। অনিমেষের সামনে একটি টিপয় এগিয়ে দিয়ে তাতে প্লেট রেখে মেয়েটি দীপকের খাবার এগিয়ে দিল। তারপর নিচু গলায় দীপকের মাকে কিছু জানাল সে। কথাটা শুনে তিনি চকিতে দীপককে দেখলেন। তারপর মেয়েটিকে বললেন, 'তুই যা আমি আসছি।'

অনিমেষ খাবারগুলোর দিকে তাকাল। অনেক অনেক বছর বাদে কেউ তাকে ভদ্রভাবে খাবার খেতে দিল। দীপকের ঠাকুমা তখন টোস্ট নিয়ে দীপকের মুখের সামনে ধরেছেন। সে মুখ খুলছে না, এক দৃষ্টিতে অনিমেষকে তখন থেকেই দেখে যাচ্ছে। অনেক অনুনয়, পিঠে হাত বোলানো ব্যর্থ হল। সে মুখ খোলার কথা মাথায় যেন আনতেই পারছে না। অথচ দীপকের মা আগে জেলে গিয়ে ছেলেকে খাইয়ে আসতেন নিজের হাতে। অনিমেষের মনে হল ঠাকুমার বদলে মা খাওয়ালে দীপক সহজেই খেত। কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই সে চুপ করে গেল। বৃদ্ধা এতে যে আঘাত পাবেন তাতে সে নিঃসন্দেহ।

দীপকের মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি হাত গুটিয়ে আছ কেন, খাও।' কথাটা শুনে অনিমেষ প্লেট থেকে একটা টোস্ট তুলে দীপকের চোখে চোখ রাখল। তারপর সেটা মুখের কাছে ধরে সামান্য হাঁ করতেই দীপকও যেন একই ভঙ্গিতে মুখ খুলল। ওর ঠাকুমা সেই সুযোগে খাবার তার মুখে গুঁজে দিতে সে অনিমেষের অনুকরণে চিবোতে লাগল।

দীপকের মা বললেন, 'তোমার খুব বাধ্য হয়েছে দেখছি খোকা।' ঠাকুমা বললেন, 'হ্যাঁ, কী আশ্চর্য। দ্যাখো, এখন কী সুন্দর খাচ্ছে খোকা।'

দীপকের মা মাথা নেড়ে মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ঠাকুমা তখন নানান আদুরে সংলাপ বলে নাতিকে খাইয়ে চলেছেন। অনিমেষের অস্তিত্ব এই মুহূর্তে আর যেন ওঁর স্মরণে নেই। অনিমেষের খিদেও পেয়েছিল। প্লেট শেষ করে সে পুরো গ্লাস জল খেয়ে নিল। এই সময় দীপকের মা ফিরে এলেন। উনি অনিমেষকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

'আমার সঙ্গে ?' অনিমেষ অবাক হয়ে তাকাল।

মাথা নাড়লেন মহিলা।

দীপকের মুখে শেষ খাবারটুকু গুঁজে দিয়ে ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও এখানে আছে তা লোকে জানল কী করে ?'

'জেলখানায় গেলেই তো জানা যায়।' দীপকের মা জানালেন।

অনিমেষ সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল, 'নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ। মাধবীলতা।'

ঠাকুমা বললেন, 'মেয়েছেলে! চেনো নাকি তুমি ?'

অনিমেষ তখন নিস্পন্দ। মাধবীলতা এসেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা রিমঝিমে অনুভূতি শুরু হয়ে গেল তার। চট করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোনও রকমে দুহাতে টাল সামলাল সে। আর তখনই অদ্ভুত অবসাদ অনিমেষকে আচ্ছন্ন করল। যে কারণে সে এতগুলো বছর মাধবীলতার সঙ্গে দেখা করেনি, নিজের এই পঙ্গু শরীরটা নিয়ে মাধবীলতার ভার বাড়াতে চায়নি ঠিক সেই কারণেই এখন সে অস্থির হল। আজ তার মুক্তির দিন এ-কথা মাধবীলতা জানতে পারল কী করে ? অবশ্য

www.MurchOna.com

তার খেয়ালে ছিল না জেলখানায় গেলেই যে কেউ তার বর্তমান ঠিকানা পেয়ে যেতে পারে। ভদ্রমহিলা তো সবাইকে জানিয়েই অনিমেষকে এখানে নিয়ে এসেছেন। মাধবীলতা এখন তার অপেক্ষায় বাইরে অপেক্ষা করছে এবং তাদের মধ্যে জেলখানার লোহার গরাদ নেই, তবু অনিমেষের সঙ্কোচ হচ্ছিল।

ঠাকুমা প্রশ্নটা আবার করতেই অনিমেষের চমক ভাঙল। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। দীপকের মা বললেন, 'আমি কি মেয়েটিকে এখানে আসতে বলব?'

অনিমেষ নিচু গলায় বলল, 'আমার পক্ষে তো—।'

'না না ঠিক আছে। তুমি বসে থাকো। আমি ওকে এখানে আসতে বলছি। তোমার আত্মীয় না বন্ধু?'

'আত্মীয়।' অনিমেষ দ্রুত জবাব দিল।

'ও কি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে?' ঠাকুমার গলার স্বর এখন অন্যরকম। একটু সতর্ক সন্দেহ সেখানে।

'আমি জানি না।'

'যেই জেল থেকে ছেড়ে দিল অমনি সব এসে জুটেছে। এতদিন যখন জেলে কষ্ট পাচ্ছিলে তখন এরা দেখতে যেত?' ঠাকুমা ফোঁস করে উঠলেন।

দীপকের মা বললেন, 'না, কেউ ওর সঙ্গে দেখা করেনি বলেই তো জেলে শুনেছি। হয়তো আজ জেলে গিয়ে খবর পেয়ে এখানে এসেছে।'

ঠাকুমা দীপককে জড়িয়ে ধরলেন, 'যেই আসুক বলে দাও ও এখানেই থাকবে। ও কাছে না থাকলে আমাদের খোকা কখনও ভাল হবে না। অনিমেষকে আমরা ছাড়তে পারব না বলে দিচ্ছি।'

দীপকের মা খানিক ইতস্তত করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অনিমেষ দেখল শুধু দীপক নয়, তার ঠাকুমাও এখন তার মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছেন না। সে আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিল। মাধবীলতাকে কী কথা বলবে সে? এই ক' বছরে ওর কোনও খবর সে পায়নি। এখনও কি সেই হোস্টেলে রয়েছে মাধবীলতা। এ-কথা নিশ্চিত মাধবীলতা বাড়িতে ফিরে যায়নি কিংবা আর কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেনি। এখনও যদি ও হোস্টেলেই থেকে থাকে তা হলে সেখানে অনিমেষের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এক ধরনের গোপন লজ্জা অনিমেষকে আচ্ছন্ন করল। অনেকদিন দেখা হয়নি, মাধবীলতার চেহারা এখন কেমন হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরাধবোধ তাকে বিদ্ধ করল। একটি মেয়ে সারাজীবন তার জন্যে সব কিছু উপেক্ষা করল অথচ বিনিময়ে নিজের পঙ্গুত্ব ছাড়া সে কিছুই দিতে পারবে না তাকে। অনিমেষ দুহাতে মুখ ঢাকল।

পায়ের শব্দ হচ্ছিল। দীপকের মায়ের গলা শোনা গেল, 'আসুন।'

অনিমেষ অনেক চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করে মুখ তুলল, দরজায় মাধবীলতা দাঁড়িয়ে। তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে আছে সে। সমস্ত শরীরে যে এখন তিরতিরে কাঁপুনি এসেছে তা অনিমেষের চোখ এড়াল না। অনিমেষ অবাক হয়ে মাধবীলতাকে দেখল। এ কাকে দেখছে সে? যেমন করে পাহাড়ভাঙা পাথরের চাঁই নদীর জলে ঘষা খেয়ে মসৃণ চেহারা নিয়ে নেয় কিংবা সমুদ্রের উদ্দাম ঝড়ের মোকাবিলা করে জাহাজের রিক্ত অবস্থা হয় তেমনি একটি চেহারা নিয়ে মাধবীলতা এখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অল্পবয়সী পেলবতার বদলে একটা রুক্ষ হাওয়া তার সর্বাঙ্গে। ওই ক' বছরে সময় যেন অনেকগুলো বয়সের ভার তার শরীরে চাপিয়ে দিয়েছে। চোখের কোলে কালি, হাত শীর্ণ, শরীরে একটা আটপৌরে শাড়ি দীনতার চিহ্ন হয়ে জড়িয়ে আছে। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ছাড়া আর কিছু অলঙ্কার মাধবীলতার নেই। এতদূর থেকেও যেন অনিমেষ মাধবীলতার বুকের নিশ্বাস অনুভব করল। সে দেখল খুব দ্রুত মাধবীলতা নিজেকে সামলে নিচ্ছে। অনিমেষ প্রাণপণে নিজের চোখ দুটোকে শুকনো রাখার চেষ্টা করছিল।

মাধবীলতা ধীর পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, 'কখন ছাড়ল?'

'সকালে।' অনিমেষের নিজের গলা অচেনা মনে হল।

'আজকে তো কথা ছিল না। হঠাৎ কী মনে হতে গিয়েই শুনতে পেলাম।—'

'হ্যাঁ, হঠাৎই হয়ে গেল।'

অনিমেষ দেখল মাধবীলতার চোখ তার পায়ের দিকে। সে দৃষ্টি ফেরাতে অন্য প্রসঙ্গে এল, 'এঁরা আমাকে নিয়ে এসেছেন। খুব আদর যত্ন করেছেন।'

www.MurchOna.com

ঠাকুমা বললেন, 'আমার এই নাতিটি অনিমেষের সঙ্গে এক ঘরে ছিল। পুলিশ তো ওর সব কেড়ে নিয়েছে। কথা বলতে পারে না, কোনও অনুভূতি নেই। শুধু অনিমেষের

ওপর একটা টান আছে।'

মাধবীলতা ঘাড় ঘুরিয়ে দীপককে দেখল। দীপক তখনও অনিমেষের দিকে তাকিয়ে আছে। দীপকের মা বললেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

একটু অস্বস্তি নিয়েই মাধবীলতা অনিমেষের পাশের চেয়ারে বসল। অনিমেষ আড়চোখে দেখল মাধবীলতা সেই খেটে খাওয়া মেয়েদের মতো, যাদের কাছে সামান্য প্রসাধন বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়।

ঠাকুমা বললেন, 'তুমি ওকে জেলে দেখতে যেতে?'

মাধবীলতা মাথা নিচু করল, 'খবর নিতে যেতাম।'

'দেখা করতে না?'

'দেখা হত না।'

'কেন? বউমাকে তো খোকার সঙ্গে দেখা করতে দিত। তোমাকে দিত না কেন?' প্রশ্নটা শুনে মাধবীলতা একটু দ্বিধা নিয়েই বলল, 'হয়তো এক একজনের বেলায় এক এক রকম নিয়ম।'

অনিমেষ দেখছিল মাধবীলতাকে। ওর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে এসেছে, মুখে খসখসে ভাব। খুব অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে। এখন পর্যন্ত মাধবীলতা তার শরীর নিয়ে একটাও প্রশ্ন করেনি। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে তার পায়ের দিকে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। এই সময় চা নিয়ে এল মেয়েটা। দীপকের মা নিজের কাপটি মাধবীলতার দিকে এগিয়ে দিতে সে মাথা নাড়ল, 'না, আমি খাব না।'

'কেন?'

'আমি সকালে এক কাপ খাই, বেশি খেলে শরীর খারাপ লাগে।'

'ও।'

অনিমেষ একটু অবাক হল। সেই মাধবীলতা এই কথা বলছে? রেস্টুরেন্টে বসে ওরা এক সময় আধ ঘণ্টা পর পর চা নিত, এর মধ্যেই কেমন বয়স্ক মানুষের মতো কথা বলছে মাধবীলতা।

চা খেতে খেতে দীপকের মা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, তুমি বলছি তোমাকে।'

মাধবীলতা একটু শক্ত হল, তারপর বলল, 'বলুন।'

'তুমি কি অনিমেষকে নিয়ে যেতে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু অনিমেষ প্রতিবন্ধীদের একটা আশ্রমে যেতে চাইছিল। সত্যি বলতে কি সাতদিন এখানে থাকতে ওকে জোর করে রাজি করিয়েছি।'

মাধবীলতা দাঁতে ঠোঁট চাপল। কথা বলল না।

'তোমার কাছে যাওয়ার কথাও কিন্তু বলেনি।'

মাধবীলতা স্পষ্ট গলায় বলল, 'এটা আমাদের ব্যাপার।'

'ও!' দীপকের মা একটু অবাক হলেন যেন, 'আমি অবশ্য তোমাদের সম্পর্কটা কী তা জানি না।'

মাধবীলতা চকিতে অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপর উজ্জ্বল মুখে দীপকের মাকে বলল, 'আমি ওকে নিয়ে যেতেই এসেছি।'

দীপকের ঠাকুমা উষ্ণ গলায় বললেন, 'আমি বাবা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কাছে থাকলে খোকার উন্নতি হবে। আমরা খোকাকে যেমন চিকিৎসা করাব অনিমেষকেও তেমনি সেবাযত্ন করব। ভদ্রতা না করেই বলছি ওর থাকাটা আমাদের প্রয়োজনে লাগবে। তুমি ওর কে হও তাই স্পষ্ট করে বলতে পারছ না, তোমার সঙ্গে ওকে যেতে দেব কেন?'

মাধবীলতা অনিমেষের মুখের দিকে তাকাল। তারপর সহজ গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?'

অনিমেষ এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে! এই মেয়েকে সে কখনও সুখের স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। জীবনের বাকি দিনগুলোতে আরও দুঃখের বোঝা চাপাতে চায়নি ওর ওপর। কিন্তু মাধবীলতার মুখের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

www.MurchOna.com

সে দীপকের মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে চাইল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, দীপককে ভাল করে চিকিৎসা করালে ও নিশ্চয়ই সেরে যাবে।'

'তুমি তা হলে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

দুজন বয়স্কা মহিলার মুখ একসঙ্গে থমথমে হয়ে গেল। এবার অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাব?'

'আমাদের বাসায়। বেলগাছিয়া।'

'তুমি জানো নিশ্চয়ই আমি হাঁটতে পারি না। জীবনে কখনও হাঁটতে পারব না।'

'জানি, জেনেই এসেছি।'

'তুমি একা বাসা নিলে কেন? কবে থেকে নিলে?'

'নিতে হল।'

মাধবীলতার এইরকম কথা বলার ভঙ্গিতে অনিমেষ বুঝল আর প্রশ্ন করা উচিত হবে না। অন্তত দুজন বাইরের মানুষের সামনে মাধবীলতা বিশদ হতে চাইছে না।

অনিমেষ দীপকের মাকে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'না, মনে করব কেন? শুধু জানতে ইচ্ছে করছে তোমাদের সম্পর্কটা কী?'

অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

প্রশ্নটা এতই আকস্মিক যে অনিমেষ জবাব দেওয়ার আগেই মাধবীলতা হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওমা, তাই বুঝি।' দীপকের ঠাকুমা যেন চমকে উঠলেন, 'তুমি তো এত বছর জেলেই ছিলে, বিয়ে করলে কখন?'

'জেলে যাওয়ার আগেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।' মাধবীলতা জবাব দিল। দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বউমা। যদি এরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকে তা হলে অনিমেষ জেল থেকে বেরিয়ে নিজেদের বাড়িতে যাবে না কেন? আশ্রমে যেতে চাইছিল? তুমি কিছু বুঝতে পারছ?' দীপকের ঠাকুমা এখনও অসহিষ্ণু।

দীপকের মা হেসে বললেন, 'মান অভিমানের ব্যাপার। আমাদের বেশি বুঝতে চাওয়া ঠিক নয়। তবে তুমি কিন্তু ওকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ো।'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল। ওর ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তত স্বস্তি পাবে।

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

'কেন?'

'এ রকম মানুষের চিকিৎসার খরচ তো কম নয়, তাই বলছি।'

'আমি আমার সাধ্যমতন নিশ্চয়ই করব।'

'তুমি কি চাকরি করো?'

'হ্যাঁ, আমি স্কুলে পড়াই। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ওকে এখানে যত্ন করে এনেছিলেন। এবার আমি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।' মাধবীলতা বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে দীপকের মা বললেন, 'আরে ট্যাক্সি ডাকতে যাবে কেন? আমার গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে অনিমেষকে। তুমি বসো আমি ড্রাইভারকে খবর দিচ্ছি।'

'কী দরকার। এটুকু আমাকে করতে দিন।' মাধবীলতা শক্ত গলায় বলল।

দীপকের মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন তিনিই জানেন, এবার গলা নামিয়ে বললেন, 'বেশ, গাড়ি যদি না নিতে চাও নিয়ো না, আমি ওদের কাউকে ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলছি। এ পাড়ায় চট করে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তাতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি হবে না।'

মাধবীলতা ঘাড় নাড়ল। দীপকের মা চলে গেলে সে আবার অনিমেষের সামনে এসে বসল, 'তোমার সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই, না?'

অনিমেষ বলল, 'আমি তো একদম খালি হাতে জেলে গিয়েছিলাম। বেরুবার সময় ওরা হাত ভরে দেবে কেন?'

মাধবীলতা বলল, 'তোমার হোস্টেল থেকে পাওয়া সেই স্যুটকেস এখনও আমার কাছে আছে। জামাগুলো ছোট হবে কিনা জানি না।'

www.MurchOna.com

একটু বাদেই দীপকের মা এসে জানালেন ট্যাক্সি এসে গেছে। বললেন, 'তোমাদের ঠিকানাটা রেখে যাও, যদি কখনও দরকার পড়ে—।'

মাধবীলতা একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে টেবিলের ওপর রাখল। কাগজ এবং ডটপেন তার ব্যাগেই ছিল। অনিমেষ ঠাকুমার মুখের দিকে তাকাল। তাঁর মুখে অসন্তুষ্টির ছাপ স্পষ্ট। দীপক এখানও তেমনি তাকিয়ে আছে। দীপকের মা সঙ্গে লোক নিয়ে এসেছিলেন যারা তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এখানে এনেছিল। তারা সাবধানে অনিমেষকে ইজিচেয়ার থেকে আর একটা সাধারণ চেয়ারে বসাল। তারপর সেই চেয়ারটি নিয়ে হাঁটা শুরু করতেই অনিমেষ ওদের বলল, 'একটু দাঁড়াও ভাই, আমাকে একটু দীপকের কাছে নিয়ে চলো।'

লোকগুলো অনিমেষকে চেয়ার-সমেত দীপকের সামনে নিয়ে এলে সে বলল, 'চললাম ভাই।' বলে ডান হাতটা আলতো করে দীপকের কাঁধে রাখল। হঠাৎ একটু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। দীপকের দুটো হাত সচল হয়ে অনিমেষের হাত জড়িয়ে ধরল। তার চোখ বিস্ফারিত, একটা গোঙানি উঠছে মুখ থেকে। অনিমেষের মনে হল তার হাত ভেঙে যাবে, দীপকের মুঠোয় এত শক্তি কল্পনা করতে পারেনি সে। প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল অনিমেষ কিন্তু দীপক একটুও মুঠো আলগা করছে না। ওর মা ছুটে এলেন। লোকগুলো চেয়ার মাটিতে না নামালে অনিমেষ নিশ্চয়ই পড়ে যেত। সকলে মিলে অনেক চেষ্টার পর দীপকের হাত ছাড়ানো গেল। ওর মা আর ঠাকুমা তখন ওকে ধরে রেখেছেন। গোঙানিটা এখনও বন্ধ হয়নি। অনিমেষের হাতে তখনও জ্বলুনি হচ্ছিল। সে দীপকের দিকে আর একবার তাকাতে দেখল বেচারার কশ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। বীভৎস দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

ঠাকুমা তখন উত্তেজিত গলায় বলছেন, 'ডাক্তার বাবুকে ডাকো, ওর বোধহয় জ্ঞান ফিরে আসছে, ও বউমা, যাও।'

একটু বাদেই ছেলেটা শান্ত হয়ে এল। দীপকের মা তাকে একটা ডিভানে শুইয়ে দিতেই সে চোখ বন্ধ করল। বোঝা যাচ্ছিল খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে দীপক। এত বছর এক ঘরে বাস করেও একদিনের জন্যেও এরকম ব্যবহার করতে ওকে দেখেনি অনিমেষ। সে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

মাধবীলতা পাশ থেকে চাপা গলায় বলল, 'এবার চলো।'

লোকগুলো চেয়ার তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দীপকের মা এবং ঠাকুমা ঘরে রয়ে গেলেন।

অনেক কষ্টে অনিমেষকে ওরা ট্যাক্সিতে তুলে দিল। দুহাতে ভর করে অনিমেষ জানলার কাছে জায়গা নিল। মাধবীলতা ট্যাক্সিতে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো!'

দীপকের ব্যবহারে অনিমেষ তখনও অন্যমনস্ক ছিল। বলল, 'কেন?'

মাধবীলতা ব্যাপারটা ভুল বুঝল। তার কপালে ভাঁজ পড়ল। সে একটু অন্যরকম গলায় প্রশ্ন করল, 'আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি!'

অনিমেষ হেসে ফেলল। তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, 'না।'

মাধবীলতা ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল, 'বেলগাছিয়ায় চলুন।'

পঁয়তাল্লিশ

জানলায় কলকাতা ঠিকঠাক, একটুও পালটায়নি। ট্রাম বাস ছুটছে যেমন চলত ওরা আন্দোলন শুরু করার আগে, মানুষজনেরা ঠিক তেমনি অলস কিংবা ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। মেট্রো সিনেমার সামনে বিরাট লাইন পড়েছে টিকিটের। ফুটপাতের বিদেশি জিনিস কিনবার জন্য জনস্রোত বইছে অর্থাৎ কলকাতা ঠিক কলকাতাতেই আছে। এত বড় একটা আন্দোলন হয়ে গেল, এত ছেলে মরে গেল কিংবা বেঁচে মরে থাকল তাতে কলকাতার কিছু এসে গেল না। অনিমেষের বুক হঠাৎ টনটন করে উঠল। ট্যাক্সির জানলা দিয়ে এই কলকাতা দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে সে নিজের পঙ্গু পায়ের ওপর হাত রাখল।

দলের লোকজন কে কোথায় আছে সে জানে না। যারা বাইরে আছে তারা এখন কী ভাবনাচিন্তা করছে, আদৌ করছে কি না তাও অজানা। এই কলকাতার চেহারা দেখে সে-কথা মনে হয় না। আর এখন তার শরীরের অবস্থা যে রকম, কেউ যোগাযোগ করবে বলে মনে হয় না। কার কী প্রয়োজনে সে লাগতে পারে! প্রয়োজন শব্দটা মনে আসতেই সে সচকিত হল। মাধবীলতা তার পাশে বসে

www.MurchOna.com

আছে। যদিও দুজনের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব তবু মাধবীলতা তাকে কী প্রয়োজনে ওর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে ? অনিমেষের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। শেষ দেখার সময়, লালবাজারে পুলিশের সামনের স্মৃতি অনুযায়ী মাধবীলতা সন্তানসম্ভবা ছিল। তারপর কী হল ? মাধবীলতার কি সন্তান হয়েছে ? একা একা এই কলকাতা শহরে কোনও কুমারী মেয়ে কী ভরসা ও সাহসে সন্তানবতী হয়ে তাকে মানুষ করে অন্য কারও অপেক্ষায় থাকতে পারে ? হঠাৎ অদ্ভুত একটা হীনমন্যতাবোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল। তার মনে হতে লাগল, মাধবীলতা তাকে হারিয়ে দিয়েছে সর্বক্ষেত্রেই। বোলপুরে ক্ষণিকের উত্তেজনা তাকে মাঝেমাঝেই বিদ্ধ করত। তার ক্ষেত্রে শুধু এই যন্ত্রণাটুকু যা কিনা বাইরের নানান কাজের চাপে মাঝেমাঝেই চাপা পড়ে যায়। কিন্তু মাধবীলতাকে সেই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাকে একা একা লড়াই করতে হয়েছে এই সমাজের সঙ্গে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে এবং প্রতীক্ষা করেছে কবে অনিমেষ মুক্তি পাবে। এবং এখন অনিমেষ পরিচিত সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল যে হীনতাবোধে ঠিক তার বিপরীত চিন্তায় মাধবীলতা অনিমেষকে গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। সে-অনিমেষ সুস্থ কিংবা পঙ্গু যাই হোক তাতে মাধবীলতার কিছুই এসে যায় না। এখানেই মাধবীলতার জিত। হঠাৎ অনিমেষের মনে একটা আলোড়ন এল। মাধবীলতা একা এসেছে। ওর সন্তান —! কথাটা ভাবতেই আর একবার লজ্জিত হল অনিমেষ। সে তো ভাবতে পারল না আমাদের সন্তান! এ কি শুধু অনভ্যাসেই! সে মেয়ে না ছেলে তা অনিমেষ জানে না। তবে ক্রমশ তাকে দেখার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল।

এবার মাধবীলতার দিকে স্পষ্টচোখে তাকাল অনিমেষ। অন্যমনস্ক কিনা বোঝা যাচ্ছে না, মাধবীলতা জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখেছে। ট্যাক্সিটা এখন হ্যারিসন রোডের মুখে দাঁড়িয়ে। সার দিয়ে গাড়িগুলো অনড় হয়ে আছে। মাধবীলতার মুখে এখন কয়েকটা গাঢ় রেখা, চুল পাতলা হয়েছে, শাড়িটাও বেশ আটপৌরে। এরকম মেয়েকে পথেঘাটে অজস্র দেখা যায়। খুব ক্লান্ত একটা ছায়া ওদের ঘিরে রাখে। হঠাৎ মাধবীলতা সোজা হয়ে বসল। মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর একটা বিরক্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক্‌গে, আবার মিছিল বেরিয়েছে।'

ততক্ষণে অনিমেষ দেখতে পেয়েছে। কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে অনেকটা রাস্তা জুড়ে একটা মিছিল বিপরীত দিক থেকে আসছে। তারা চিৎকার করে নানারকম দাবি জানাচ্ছে। ভঙ্গিটা খুবই চেনা, যে কোনও রাজনৈতিক দল এই একই ভঙ্গিতে বিক্ষোভ জানায়। ওদের যাত্রা শেষ হবে এসপ্লানেড ইস্ট-এ। তারপর মিছিলের লোক ফুচকা খাবে কিংবা সিনেমা দেখবে। এক ধরনের ঘেন্না হল অনিমেষের। এ যেন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হত্যে দেওয়া, দয়া করো, দয়া করো বাবা, তারপর জলটল মুখে দিয়ে মেলা দেখতে যাওয়া। যারা নিয়ে যায় তারা জানে নিয়ে যেতে হবে, যারা যায় তারা জানে যেতে হবে এবং যাদের কাছে যাওয়া হয় তারাও জানে ওরা আসবে। এইরকম ন্যাকামিতে শরীর গুলিয়ে ওঠে।

হাজার হাজার মানুষ ট্রামে বাসে ট্যাক্সিতে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে কখন এই মহৎ পদযাত্রা শেষ হবে এবং তারা তাদের প্রয়োজনে যেতে পারবে। অনিমেষ মাধবীলতার দিকে তাকাতে যেতেই ড্রাইভারের আয়নায় দৃষ্টি গেল। সেখানে মাধবীলতার চোখ, এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল, চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনিমেষ বলল, 'আমি তোমার কথা কিছুই জানি না।'

'কী কথা ?'

'তুমি কেমন ছিলে ?'

'ছিলাম, এই পর্যন্ত।'

'আমি তোমার চিঠির উত্তর দিইনি, তোমার সঙ্গে দেখা করিনি, কেন করিনি তা নিয়ে তুমি কিছু ভেবেছ ?'

'তুমি ভাল মনে করেছ তাই ওই রকম করেছ, আমি কী বলব।'

'তবু তুমি আমাকে নিতে এলে ?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'কিন্তু কেন ?'

'তুমি বুঝবে না।'

বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধার পর অনিমেষ কথাটা তুলল। মাধবীলতার মুখ জানলার দিকে ফেরানো। ট্যাক্সিটা এখনও নড়ছে না। জিভ ভারী হয়ে আসছিল অনিমেষের, শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'তুমি কি

www.MurchOna.com

একা আছ ?'

'একা ?' যেন চমকে উঠল মাধবীলতা, 'না একা থাকব কেন ? আমি আর আমার ছেলে থাকি।' কথাটা বলে মাধবীলতা পূর্ণদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকাল।

অনিমেষের মনে হল কেউ যেন একটা লোহার বল ওর হৃৎপিণ্ডে বেঁধে দিল। এইসময় গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলা শুরু করল। চোখের পাতা অকস্মাৎ ভারী হয়ে এল, অনিমেষ প্রাণপণে চেষ্টা করছিল যাতে জল গড়িয়ে না আসে।

কিছুক্ষণ বাদে সে বলতে পারল, 'ও এখন কত বড় হয়েছে ?'

হেসে ফেলল মাধবীলতা, 'তোমার হিসেব নেই ?' তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'স্কুলে পড়ছে।'

'কোথায় ?'

'আমাদের পাড়াতেই। বড় স্কুলে পড়াবার সামর্থ্য আমার নেই।'

'তুমি এখনও পুরনো স্কুলেই পড়াচ্ছ ?'

'না, নতুন স্কুল খুঁজে নিতে হয়েছে।'

'কোনও অসুবিধে হয়নি ?'

'কীসের ?'

অনিমেষের ইচ্ছে হচ্ছিল বিশদভাবে মাধবীলতার সব কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু একটা আড়ষ্টতাবোধ তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল যে সহজভাবে কথা বলতে পারছিল না। এই ব্যাপারটা বুঝতে মাধবীলতার একটুও বিলম্ব হল না। সে খুব শান্ত গলায় বলল, 'এই দেশে একটা কুমারী মেয়ের শরীরে সন্তান এলে তাকে কী কী সমস্যায় পড়তে হয় তা তুমি জানো না ? আমি নিজেকে কুমারী মনে না করলেও পাঁচজনে সে-কথা মানবে কেন ?'

শেষ পর্যন্ত অনিমেষ বলতে পারল, 'আমাকে সব কথা খুলে বলো।'

'কী বলব! আমার কিছুই বলার নেই।'

'কিন্তু —'

'অনিমেষ! আমি যা করেছি সেটা খুব সামান্য। নিজের মুখে সে সব কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। তুমি তো অনেক কিছু ভাবতে— দেশের কথা, অনেক মানুষের কথা; আমার মতো একটা সাধারণ মেয়ের কষ্টের কথা তুমি ভেবে নিতে পারবে না ?'

অনিমেষ নিশ্বাস ফেলল, 'তুমি 'আমার ছেলে' বললে কেন ? আমার পরিচয় —।'

মাধবীলতা হেসে ফেলল, 'তুমি এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ, মুখে যাই বলো না কেন।'

'মানে ?'

'যে কোনও সন্তান প্রথমে তো মায়েরই। তা ছাড়া, তুমি তো কিছুই জানো না, খোঁজও রাখোনি, তোমার ছেলে বলি কোন সাহসে ?'

'কিন্তু আমিই তো ওর, মানে, আমি—।'

'বলতে পারছ না, আমি ওর বাবা!'

'হ্যাঁ তাই। তোমার পক্ষে যতটা সহজ আমার পক্ষে ততটা নয়। তুমি ওকে জন্ম দিয়েছ, প্রতিদিন মানুষ করেছ, তোমার সমস্ত অভ্যাসে ও মিশে রয়েছে।'

'সত্যি কথা। শান্তিনিকেতনের সেই রাতটাকে আমি আকণ্ঠ গ্রহণ করেছিলাম। তারপর তিলতিল করে সেই আনন্দটুকু আমার শরীরে বড় হল। অনেক আঘাত অনেক অপমান সয়েও আমি সেই আনন্দকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি। তোমার মনে সে-সব চিন্তা হয়তো আসেনি। তোমার কাছে সেটা একটা মুহূর্ত কিংবা একটা রাত হয়েই রইল, তার বেশি কী করে ভাববে ? যেমন ধরো, যেতে যেতে কেউ হয়তো কাউকে একটা কথা বলল। যে বলল সে হয়তো নানান কাজের ভিড়ে কী বলেছিল ভুলেই গেল। যাকে বলল সে কিন্তু চিরজীবন সেই কথাটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। সেই ধরে থাকাটা কিন্তু অনেক শক্তি দেয়।'

এই মাধবীলতা অন্যরকম। অনেক গভীর খাদের তলায় দাঁড়িয়ে চূড়োর দিকে তাকানোর মতো অনিমেষ মাধবীলতার কথাগুলো শুনল। সে আর কথা বলতে পারল না। ক্রমশ এক ধরনের হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ওর মনে হচ্ছিল সে মাধবীলতার সমান যোগ্যতা নিয়ে কোনও দিন ছেলেটির সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এই পঙ্গু শরীর নিয়ে ছেলেটির কোনও উপকারই সে করতে পারবে না।

www.MurchOna.com

এই সব ভাবতে ভাবতে আচমকা অনিমেষের শরীর শিহরিত হয়। তার ছেলে এই পৃথিবীতে এসেছে। সরিৎশেখর, মহীতোষ এবং অনিমেষের রক্তস্রোত সেই ছেলেটির শিরায় বইছে। মাধবীলতা তাকে পরম যত্নে বাঁচিয়ে রেখে চলেছে। নিজের সন্তানকে দেখবার প্রচণ্ড আগ্রহ অনিমেষকে উত্তেজিত করল। আজ যদি মাধবীলতা তাকে চিনিয়ে না দেয় তা হলে কি সে ছেলেটিকে চিনতে পারবে ? তার চোখ মুখ হাঁটাচলার ভঙ্গিতে কি অনিমেষ আছে ? অনিমেষ মাধবীলতার মুখের দিকে তাকাল। ছুটন্ত ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে মাধবীলতা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। কিন্তু চোখের পাতা দুটো ভিজে টসটস করছে, যে কোনও মুহূর্তে জলের ধারা গড়িয়ে পড়বে গালে। অনিমেষের খুব ইচ্ছে করছিল দু-হাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু ট্যাক্সির সিটের এই সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা সম্পর্কে আর একবার সজাগ হল সে। দুহাতে ভর করে শরীরটাকে হিঁচড়ে মাধবীলতার কাছে গিয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করা যায় না। নিজের কাছেই বড় দৃষ্টিকটু ঠেকে।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে ট্যাক্সিটা আর জি কর হসপিটালের পাশ দিয়ে সোজা চলে এল বেলগাছিয়ায়। মাধবীলতা ডানদিকের একটা রাস্তায় ড্রাইভারকে ঢুকতে বলল। এ দিকে কখনও অনিমেষ আসেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এ দিকটা চিনলে কী করে ?'

'আমার স্কুলের একজন টিচার এখানে থাকেন।'

'তুমি কি তাঁর সঙ্গেই আছ ?'

'না। তিনি এই মুখের বাড়িটায়, আমি ভেতরে।'

দেখতে দেখতে একটা বস্তি মতো এলাকা এসে গেল। রাস্তা খুব সরু। নর্দমার জল উপচে এসে একটা দিক ডুবিয়ে দিয়েছে। অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলছে। তাদের সামলে ট্যাক্সিটার এগোতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। একটা চায়ের দোকানের সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড়াতে বলল মাধবীলতা। বোধহয় এই গলিতে গাড়ি খুব কমই ঢোকে কারণ ততক্ষণে একরাশ ছোট ছেলেমেয়ে জুটে গেছে গাড়ির সামনে পেছনে। ড্রাইভার সমানে চিৎকার করেও তাদের সরাতে পারছে না। ভাড়া মিটিয়ে মাধবীলতা দরজা খুলে অসহায়ের ভঙ্গিতে এ-পাশ ও-পাশ তাকাতেই চায়ের দোকান থেকে কয়েকটি ছেলে নেমে এল। অনিমেষ তাদের চেহারা দেখল। টিপিক্যাল মাস্তানদের চেহারা সব পাড়াতে একই ধরনের হয়। সাদা কালো প্যান্টের ওপর চকরা-বকরা শার্ট, মোটা বেলট, হাতে বালা, ভাঙাচোরা শীতল মুখগুলো মাধবীলতার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে দিদি ?'

মাধবীলতা বলল, 'একটু বিপদে পড়েছি ভাই। তোমাদের দাদাকে নিয়ে এসেছি। উনি হাঁটতে পারেন না—।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সে সব জানি। পুলিশের অত্যাচার তো! আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আমরা দাদাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

হইহই করে ছেলেগুলো বাচ্চাদের গাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দিল। তারপর এ পাশের দরজা খুলে দুজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে অনিমেষকে গাড়ি থেকে বের করে নিল। মানুষের কাঁধে ওঠার অভিজ্ঞতা এইভাবে প্রথম, অনিমেষ অস্বস্তিতে মাথা নিচু করেছিল। ততক্ষণে বোধহয় চারধারে খবর হয়ে গেছে। পিলপিল করে বস্তি থেকে কাচ্চাবাচ্চা মেয়েরা বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখছে। মাধবীলতার পিছু পিছু ছেলেরা অনিমেষকে নিয়ে এগোচ্ছিল। যেতে যেতে অনিমেষের কানে নকশাল শব্দটা বারবার প্রবেশ করছিল। এরা যে ওকে খুব বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে তা বোঝা যাচ্ছে। মাধবীলতাকেও হাঁটতে হাঁটতে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। কবে ছাড়ল দিদি, একদম হাঁটতে পারেন না, আহা—পুলিশ পুলিশ না পশু—এইসব। অনিমেষ বুঝল মাধবীলতা এখানে বেশ পরিচিত এবং তার ইতিহাসের কিছুটা এই বস্তির মানুষ জানে।

বড় গলি থেকে সরু গলিতে ঢুকল মাধবীলতা। দু-পাশে চাপা ঘরের সারি। তার পরই একটা দেওয়াল। সদর দরজার পর চিলতে উঠোন। উঠোনের চারধারে চারটে ঘর। একটা বন্ধ দরজার তালা খুলে মাধবীলতা ইঙ্গিত করতে তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা তক্তাপোশের ওপর বসিয়ে দিল। সামনের উঠোনে সমস্ত বস্তি যেন ভেঙে পড়েছে। সবাই মুখ ঢুকিয়ে অনিমেষকে দেখতে চায়। মাধবীলতা ততক্ষণে দুটো বালিশ অনিমেষের পেছনে এনে রেখেছে যাতে সে আরাম করে বসতে পারে।

মাস্তান ছেলেগুলো যেন একটা বিরাট কাজ করেছে এমন ভঙ্গিতে মাধবীলতাকে বলল, 'কোনও দরকার হলে বলবেন, আমরা সবসময় আছি।'

www.MurchOna.com

মাধবীলতা মুখে কিছু না বলে ঘাড় নেড়ে হাসল।

একটি ছেলে অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, আপনি কীসে স্পেশালিস্ট ? পেটো না পাইপ ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'দুটোর একটাতেও না। আমি ও সব কিছুই জানি না।'

'তা বললে শুনব কেন ? শুনেছি আপনি অনেক পুলিশের লাশ শুইয়ে দিয়েছেন। তা কি এমনি এমনি হয়! ঠিক হ্যায়, পরে আপনার কাছ থেকে সব জেনে নেব। এখন চলি।'

ছেলেগুলো আর একটা উপকার করল। যাওয়ার আগে বাইরের সব ভিড় সরিয়ে বাড়ি খালি করে দিয়ে গেল। শুধু পাশের তিনটে ঘরের বউ বাচ্চারা কিছুক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরে কৌতূহল মেটানোর পর ঘরটায় শান্তি এল।

দরজা থেকে ফিরে মাধবীলতা বলল, 'এখানে সবাই সবাইকে এমন করে চেনে-না, না চাইলেও এইরকম অত্যাচার সহ্য করতে হয় !'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল মাধবীলতা তাকে এই পরিবেশ সইয়ে দিতে চাইছে। এখানে আসার পর থেকেই অনিমেষের চোখ সন্ধানে ছিল কিন্তু তেমন কাউকে সে দেখতে পায়নি। অন্তত এই ঘরে যে ছেলেকে মাধবীলতা রেখে যায়নি সেটা তালা খোলা থেকেই বোঝা যায়।

খুবই সাধারণ ঘর। মেঝেটা সিমেন্টের, দেওয়ালও। কিন্তু ছাদ টিনের। এখনই বেশ গরম হচ্ছে। এই ঘরের ভাড়া কত অনুমান করা অসম্ভব। একটা তক্তাপোশের ওপর পাতলা তোশক রঙিন চাদর ঢাকা, শস্তার আলনায় কিছুশাড়ির আর বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট ঝুলছে, ও পাশে তক্তাপোশের মাথার কাছ একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে কিছু বইপত্র চিঠি ছাড়া অন্য কোনও আসবাব ঘরে নেই। ঘরের এক কোনায় কিছু হাঁড়িকড়াই, কলাই-এর থালা, চায়ের কাপডিশ কেটলি আর স্টোভ দেখে বোঝা যায় রান্নাবান্না এখানেই সারতে হয় মাধবীলতাকে। মাধবীলতা বলল, 'আমাদের খেতে একটু দেরি হবে আজকে। এখনও তেল পাইনি।'

'তেল ?'

'কেরোসিন। আমার তো স্টোভই ভরসা। মোড়ের দোকানে বলে রেখেছি। তেল না পেলে হোটেল থেকে খাবার আনতে হবে।'

'তা হলে তো মুশকিল।'

'এই সব মুশকিল নিয়েই তো আমাকে থাকতে হয়। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তুমি কখন বের হও স্কুলে ?'

'সকালে। রান্না করে দুজনে খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।'

'দুজনে ?'

'ও স্কুল যায়। ছুটির পরে দুঘণ্টা যাতে স্কুলে বসে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি। তার মধ্যে চলে আসি আমি। ও অবশ্য থাকতে চায় না, কী করা যাবে!'

'তোমরা একা থাকো, এখানে কেউ কোনও প্রশ্ন তোলে না ?'

'না। সমাজের উঁচু তলায় যেমন মানুষ মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঠিক এই নিচুতলার মানুষেরা তেমনি ঘোঁট পাকায় না। যত কিছু গোলমাল তা ওই মধ্যবিত্ত নিয়ে। আমি এখানে বেশ আছি।'

'ছেলের কোনও অসুবিধে হয় না ?'

'হয়। গালাগালি শুনছে দিনরাত। শিখছেও নিশ্চয়ই। আমি যেটুকু পারি সামলে রেখেছি। কদ্দিন পারব জানি না।'

'বুঝলাম।'

'কী বুঝলে ?'

'আমার কোনও ভূমিকা নেই!'

'সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি যদি এখানে না থাকতে চাও তা হলে আমার কী সাধ্য তোমাকে আটকে রাখি। আমি তোমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এলাম কারণ আমি চাই ছেলে তোমাকে একবার দেখুক। তুমি যদি বলো ওর পিতৃত্বের কোনও দায়িত্ব তুমি নেবে না, আমি কি তোমাকে জোর করতে পারি! চা খাবে ?'

'না।'

'যা তেল আছে দু কাপ চা হয়ে যেত।'

'ভাল লাগছে না।'

www.MurchOna.com

মাধবীলতা এগিয়ে এসে অনিমেষের সামনে বসল। তারপর খুব গাঢ় গলায় বলল, 'অনিমেষ, আমাদের আইনসম্মত বা সামাজিক বিয়ে হয়নি। তুমি সেগুলোকে মানো কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু যে মেয়ে এত বছর ধরে সন্তানকে বড় করেছে তার কাছে ও সবের কোনও মূল্য নেই। এখন আমি নতুন করে তোমাকে বিয়ে করতে পারব না। তুমি ভেবে দেখো, আমি জোর করব না।'

'কী ভাবতে বলছ?' অনিমেষ হেসে ফেলল।

'হাসির কথা নয়। তুমি কি আমাকে স্ত্রী বলে মনে করো?'

'এ প্রশ্ন কেন? আমি কি তোমাকে সেভাবে পরিচয় করাইনি?'

'তা হলে আমার জন্যে অপেক্ষা না করে তুমি ওদের সঙ্গে চলে গেলে কেন? আমি যে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি তুমি জানতে না?'

এই প্রথম অনিমেষ মাধবীলতাকে থরথর করে কেঁপে উঠতে দেখল। মাধবীলতার কাঁধে হাত রাখল সে। মাধবীলতা খাদের শেষপ্রান্তে এসে অনেক চেষ্টার পর নিজেকে সামলে নিল। অনিমেষ বলল, 'কোনওদিন তোমাকে কিছু দিতে পারিনি, শুধু দু-হাত ভরে তোমার কাছ থেকে নিয়েই চলেছি। এ যে আমার কী লজ্জা—!'

মাধবীলতা মুখ তুলল। সেই মুখ, যা কিনা শত পদ্মের চেয়ে উজ্জ্বল, বলল, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না। আমি তো তোমার কাছে থেকে কিছুই চাইনি কোনও দিন, শুধু তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে মনে হয় তা আমার জন্যেই করছি—এতটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে কেন?'

অনিমেষ দুহাতে মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরল। বোধহয় এইরকম মুহূর্ত মাধবীলতার জীবনে অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষায় ছিল। সে শিশুর মতো অনিমেষের বুকে মুখ রাখল। ওরা অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না। পেছনে দরজা হাট করে খোলা এই খেয়াল এখন ওদের নেই। অনিমেষ গাঢ় গলায় বলল, 'লতা, আমাকে ক্ষমা করো।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মাধবীলতা। তারপর অনিমেষের চোখে ভেজা চোখ রেখে বলল, 'ছি! আমাকে এ ভাবে তুমি ছোট কোরো না।'

তারপর একটু সজাগ হয়ে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড, দরজাটা খোলা রয়েছে সে-কথা মনেই নেই। তুমি বসো, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

অনিমেষ বলল, 'আমার খিদে নেই।'

মাধবীলতা হাসল, 'আমার আছে। আর তিনি তো এখনই এক পেট খিদে নিয়ে আসছেন। তুমি বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'সে কোথায়?

'স্কুলে। আজকে হাফ ছুটি। আসবার সময় আমি নিয়ে আসব। তুমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নাও।'

'ঠিক আছে।'

'আচ্ছা, তুমি ক্রাচ নিয়ে চলতে পারবে কিনা জানো?'

'না।'

'তা হলে একটা হুইল চেয়ার কিনতে হয়।'

'তার অনেক খরচ। তোমাকে ও সব ভাবতে হবে না। আমার যা করে হোক চলে যাবে। শুধু ভাবছি, একা এমন ভাবে বসে বসে সারা দিনরাত কী করব!'

'একা কেন, আমি আছি, আমরা আছি। তুমি কিন্তু এখনও মেনে নিতে পারছ না!'

'না, তা নয়। এ ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝবে না।'

মাধবীলতা ধীরে ধীরে খাটের এ পাশে চলে এল। তারপর অনিমেষের চুলে হাত রেখে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'হয়তো আমি অনেক কিছু বুঝি না। কিন্তু এইটুকু অন্তত বুঝি, আমাকে যা করতে হবে তা আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে করব। যে জানবে সে জানবে, আমি কিন্তু কাউকে জানাতে যাব না।'

'কী কথার কী জবাব হল!'

'একটু ভাবো তা হলে জবাবটাকে খুঁজে পাবে। নাঃ, আর দেরি করলে চলবে না। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি, কেমন?'

'লতা, তুমি যেরকম পরিশ্রম করছ—।'

www.MurchOna.com

'এই পরিশ্রমের একটা আনন্দ আছে। এবার আমি বলি, সেই আনন্দটা তুমিও বুঝবে না।'

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মাধবীলতা ব্যাগ আর টিন নিয়ে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ বালিশটাকে সামান্য সরিয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ, কী আরাম। কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল সে। বস্তিতে নানারকমের চিৎকার উঠছে। এই ঘরে ঢোকার পর থেকেই বোঝা গেছে এখানে এক মুহূর্ত কেউ চুপচাপ কাটাতে পারে না। মাধবীলতার পক্ষে নিশ্চয়ই প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হয়েছিল। আশেপাশের মানুষ, এই ঘর—কোনটাই ওর রুচির সঙ্গে মানানসই নয়। অথচ কী চমৎকার মানিয়ে আছে ও। স্বর্গছেঁড়া কিংবা জলপাইগুড়িতে থাকতে অনিমেষ স্বপ্নেও ভাবেনি তার স্ত্রী এবং ছেলে বস্তির এই পরিবেশে দিন কাটাবে।

ঘুম আসছিল না। মিনিট দশেক বাদে অনিমেষ দুহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল। দুটো পাকে সযত্নে সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল সে। যত দিন যাচ্ছে তত লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে ওগুলো। চিমটি কাটলে লাগে কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতো ওগুলোকে নাড়ানো যায় না। কাতর চোখে কিছুক্ষণ নিজের দুটো পা চেয়ে চেয়ে দেখল অনিমেষ। তারপর হঠাৎ সচেতন হতেই ঘরের চারপাশে নজর বোলাল। খাটের পাশ মেঝেতে যেটা রয়েছে সেটা যে একটা বেডপ্যান তা বুঝতে অসুবিধে হবার নয়। মাধবীলতা আগে থেকেই সেটা আনিয়ে রেখেছে। ঠোঁট কামড়াল অনিমেষ।

টেবিলের ওপর কোনও ছবি নেই। কিছু বইপত্র আর চিঠি। অনিমেষ একটা খাম তুলে ধরল। খামের ওপর নাম লেখা মাধবীলতা মিত্র। নামটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল অনিমেষ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা মেয়ের মুখ ফুটে উঠল চোখের সামনে। যে মেয়ে এই পৃথিবীর কাউকে কেয়ার করে না অথচ একটুও উদ্ধত নয়, যে অকারণে কোনও বাধার কাছে মাথা নোয়ায় না অথচ একটুও দাম্ভিক নয়, সেই মেয়ে একটা সুখের পরিমণ্ডল ছেড়ে শুধু ভালবাসার জন্যে একা একা লড়ে গেল, কখনও কোনও আপস করল না। শান্তিনিকেতনের সেই রাতের ঘটনা অনিমেষের মনে কিছুটা গ্লানি ছিটোলেও তা স্পর্শ করেনি এই মেয়েকে। পরম যত্নে সেই রাতটাকে সে অক্ষয় করেছে। এই কলকাতায় একা একটি অল্পবয়সী মেয়ে সেই রাতের ফসল দশমাস শরীরে ধরে নানান প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেছে আইনের কোনও অধিকার ছাড়াই, কোনও প্রত্যাশা মনে না রেখেই। এটা এমন এক ধরনের লড়াই যা নিজেকে পরিশুদ্ধ করে। কোনওরকম ব্যাকরণ না মেনে এইভাবে লড়াই করে যাওয়া বোধহয় রাজনীতিতে সম্ভব নয় কিন্তু একটি মেয়ের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলা যাবে না কেন? মাধবীলতা কারও কাছে সফলতা ভিক্ষে করেনি, সাফল্য সে আদায় করে নিয়েছে। সেটা পেরেছে বলেই সে নামের পাশে মিত্র লিখতে পারে, অনিমেষ তার পাশে থাকুক কিংবা না থাকুক, এই মানসিকতা কিছুতেই পালটাবে না।

আলনায় ছোট ছোট জামাপ্যান্ট ঝুলছে। নীচে একটা রবারের শস্তা হাওয়াই চটি। অনিমেষের সেদিকে তাকিয়ে মনে পড়ল মাধবীলতাকে ওর নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। কী নাম রেখেছে মাধবীলতা? সে টেবিলের ওপর আর একবার খোঁজ করল। না, কোনও শিশুর বইপত্র নেই। যা আছে মাধবীলতার। ছেলেটার বই কোথায় রাখে? ঘরে তো আর কোনও রাখার জায়গা নেই। এই ঘরে একা বসে থাকা অনিমেষের উপকারে এল। এলোমেলো ভাবনা চিন্তাগুলো একসময় গুটিয়ে গিয়ে সে কিছুটা সুস্থ হতে পারল। সে আত্মহত্যা করতে পারবে না। পৃথিবীতে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। অনেকদিন আগে সে একটা রাশিয়ান গল্প পড়েছিল। মরুভূমির মধ্যে একটা পাহাড়ে বছরে একবার বৃষ্টি হত কিনা সন্দেহ। সেখানে জমি পাথুরে, কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। বাতাস সারা দিনই তেতে থাকত, শুধু শেষ রাতে একটু শীতল ছোঁয়া লাগত তাতে। জলের চিহ্ন নেই কয়েকশো মাইলের মধ্যে। পাখি দূরের কথা, হায়েনারাও এই পাহাড়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষত না। এরকম এক জায়গায় হঠাৎ একটা বীজ এসে পড়ল পাথরের খাঁজে। পাথরের আড়াল বলেই বোধহয় হাওয়ার দাপটে সেই বীজটা উড়ে গেল না। কোত্থেকে এল সেটা কে জানে, হয় কোনও পথিক ফেলে গেছে নয় ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে এনেছে। বীজটার গায়ে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই তার শরীর টানটান হল। তার তলায় মাটি নেই কিন্তু ধুলো রয়েছে। দেখা গেল, বাতাস, সেই ভোরের বাতাস থেকে সে নিশ্বাস এবং আহার খুঁজে নিয়ে একটু একটু করে মুখ তুলছে, সারা দিনের রোদ ও গরম হাওয়া তাকে যতই পুড়িয়ে মারতে চায় তত সে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসকে জড়িয়ে ধরে। এইরকম লড়াই চলল কিছুদিন। বীজ থেকে ছোট্ট গাছ হল। পাথরটার আড়ালে আড়ালে সে বড় হল। সূর্য আর গরম হাওয়া ঠিক করল আর একটু বড় হলেই ওটাকে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তখন ওরা জ্বালিয়ে দেবে। কিন্তু যেই গাছটা মুখ তুলল দেখা গেল সেটা পাতা বা ডাল নয়, সূর্যের মুখ

www.MurchOna.com

চাওয়া ফুল। ছোট্ট সুন্দর। সূর্যের স্পর্শ পেয়ে সুন্দরতর হল। এই ঊষর মরুভূমিতে সে একদিন মৌমাছি ডেকে আনল।

অনিমেষের মনে হল তাকেও এমনি ভাবে লড়তে হবে। এই ঘরে বসে সে নিঃশব্দে লড়াই করে যেতে পারে। শুধু সেই লড়াইয়ের জন্যে তাকে মনে মনে প্রস্তুত হতে হবে। না, আর ভেঙে পড়া নয়। জীবনটা বড্ড ছোট, বাকি দিনগুলো সুন্দরভাবে খরচ করা দরকার। খুব ছেলেবেলা থেকেই যেদিনের কথা তার জ্ঞানে আছে সেদিন থেকেই সে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ভাল এবং মন্দ দুটোই এক সঙ্গে চিন্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ব্যাপারটা মাধবীলতার মধ্যে একদম নেই। মাধবীলতা যদি কারও সাহায্য ছাড়াই একা লড়াই করে যেতে পারে তা হলে সে কেন পারবে না। পঙ্গুও তো পাহাড় পার হয়। একটু একটু করে নিজেদের ভুলগুলো ত্রুটিগুলো নিয়ে চিন্তা করা দরকার। আজকের এই হেরে যাওয়া থেকে যে অভিজ্ঞতা হল তাকে কাজে লাগানো দরকার। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই দেশে কখনওই সর্বাত্মক বিপ্লব হয়নি। স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটা চেষ্টা হয়েছিল। কয়েকটা ভুল-পা হেঁটে এলেও হাঁটা তো হয়েছিল। এরপরে যারা হাঁটবে তারা সেই ভুলটা করবে না।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে দলের কারও সঙ্গে দেখা করার কথা মাথায় আসেনি। নিজে থেকেও কেউ যোগাযোগ করেনি। অনিমেষ ঠিক জানে না তাদের দলের ছেলেরা এখনও সক্রিয় কি না। গোপনে কেউ আবার আগুন জ্বালাবার কথা ভাবছে কি না। কিন্তু যারাই সেই ভাবনা-চিন্তা করুক তাদের আগে মাটিতে পা রাখতে হবে।

তন্দ্রা এসেছিল। দরজায় শব্দ হতেই চোখ খুলল অনিমেষ। মাধবীলতা ফিরেছে। হাতে কেরোসিনের টিন, কাঁধে বাজারের ব্যাগ আর মুখ পেছন দিকে ফেরানো। খুব সহজ গলায় ডাকল, 'ওদিকে যেয়ো না, ঘরে এসো।'

দরজাটা হাট করে খুলে দিল সে। বাইরে ঝকঝকে রোদ্দুর। অনিমেষ দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে কোনওরকমে সোজা করে নিল। তারপর সতৃষ্ণ চোখে বাইরের দিকে তাকাল।

মাধবীলতা এখনও দরজা থেকে সরেনি। তার চোখ অনিমেষের মুখের ওপর স্থির। কয়েক মুহূর্ত বাদে অনিমেষ ওকে দেখতে পেল। দেখে চমকে উঠল।

অনিমেষের বুকের মধ্যে এখন একশোটা হিরোশিমা দুলছে। চারপাশ ভেঙে চুরে গলে জ্বলে অন্ধকার হয়ে গেল আচমকা। তারপর ক্রমশ ধোঁয়া সরে গেলে সেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের বুক শান্ত করে বয়ে যাওয়া আংরাভাসা নদীর ওপর উপুড় হয়ে থাকা শিশু কিংবা বালকটি সামনে এসে দাঁড়াল। অপার বিস্ময় নিয়ে যে লাল চিংড়ি মাছদের খেলা করতে দেখত। অবিকল সেই চোখ, সেই মুখ, এমনকী তাকানোর ভঙ্গিটাও একই রকম। অনিমেষের মনে হল অনেক অনেক বছর আগের সে এখনকার তাকে দুচোখ ভরে দেখছে।

সেই বালক বলছে, 'কেমন আছ অনিমেষ?'

এই মধ্যবয়স জবাব দিচ্ছে, 'ভাল না, একদম ভাল না।'

'তোমার তো এমন হবার কথা ছিল না।'

'আমি যখন তুমি ছিলাম তখন ছিল না। তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি যখন তুমি ছিলাম তখন সত্যি ভাল ছিলাম।'

'আমার শরীরটা তোমার মতো হয়ে গেলে—।'

'না কক্ষনও নয়।'

মাধবীলতার গলা শোনা যেতেই সব কিছু মিলিয়ে গেল আচমকা। দরজার ফ্রেমে ছবির মতো এখনও মাধবীলতা এবং সে। মাধবীলতা বলল, 'অমন করে কী দেখছ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল তারপর হাসবার চেষ্টা করল, 'এসো।'

ডাকটা যার উদ্দেশে সে তখন মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দুটো বড় চোখ মেলে এদিকে তাকিয়ে আছে। পায়ে ময়লা সাদা মোজা জুতো, প্যান্টশার্টের ওপর দীনতার ছাপ। পিঠে বই-ভরতি স্কুলের ব্যাগ।

মাধবীলতা বলল, 'ডাকছেন, যাও।'

একটু দ্বিধা কাটাতে সময় লাগল। তারপর মাধবীলতার আড়াল ছেড়ে সে ছোট ছোট পা ফেলে খাটের দিকে এগিয়ে এল। এসে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনিমেষ দেখল ওর চোখ এখন তার পায়ের দিকে। চোখ কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে ভাঁজ।

www.MurchOna.com

সহজ হবার চেষ্টায় অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'বলো তো আমি কে?'

সে চোখ তুলল, তুলে আবার পায়ের ওপর নজর রাখল, 'তুমি হাঁটতে পারো না?'

অনিমেষ ওই এক চিলতে দৃষ্টিতে বুঝে নিল মাধবীলতা ওর কাছে কিছু গোপন রাখেনি। তার গলা ভারী হয়ে গেল, 'না।'

'পুলিশ করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

বুকের ঝড়টাকে কোনওরকমে শান্ত করছিল অনিমেষ। দুহাত বাড়িয়ে বলল, 'অত দূর থেকে কি গল্প করা যায়? আমি তো তোমার কাছে যেতে পারব না, তুমি আমার কাছে এসো।'

মাধবীলতার শরীরটা কাছে চলে এল। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে দিল দু-হাতের আলিঙ্গনে। এখন অনিমেষের দুহাতে এক তাল নরম কাদা, যা নিয়ে ইচ্ছে মতন মূর্তি গড়া যায়।

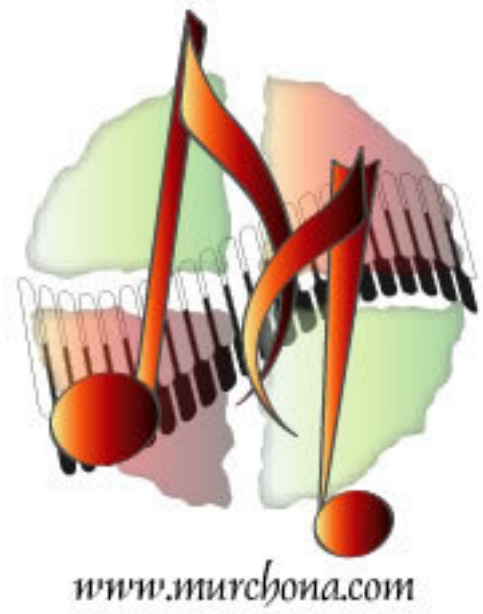

Kaalbela by Somoresh Majumder

[Part.3]

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com